কুমারসম্ভব

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস্‌
২৫।২ মোহন বাগান রো
কলিকাতা

প্রকাশক ঃ
শ্রীসজনীকান্ত দাস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

মূল্য ১॥০ টাকা

চৈত্র ১৩৪৬

মুদ্রাকর ঃ—পি, টেগোর
টেগোর প্রেস
৩৫ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা

কল্যাণীয়া

শ্রীমতী শেফালিকা দেবীর

করকমলে-

যস্যৈ দত্তং শরীরার্দ্ধং চিত্তং বিত্তং পুরা ময়া
কিমন্যদ্দীয়তে তস্যৈ কুমারসম্ভবাদৃতে ॥

*　　*　　*　　*

অন্তর্মুখী

কবি কালিদাসকে প্রণাম করে অনুবাদ আরম্ভ করেছিলুম; অন্তে তাঁকে প্রণাম করে সামান্য কিছু নিবেদন করছি।

মনে একটি প্রশ্ন জেগেছে। কালিদাসের দর্শন পেলে তাঁর কাছ থেকেই উত্তর ছিনিয়ে নিতুম। আপাততঃ ভাবী শ্রীকালিদাসদের মুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হবে।

আমার প্রশ্ন এবং উত্তর সাধারণ্যে জানিয়ে রাখতে চাই।

জনশ্রুতিতে শোনা যায় কুমারসম্ভব কালিদাসের অপরিণত লেখনীর লিখন। মহাকাব্য বিরচনের সাহস ও উদ্যম তাঁর ছিল কিন্তু উন্মাদনা ছিলনা। বিষয়বস্তুটি সরস ছিল বলেই ভারত-সাহিত্যক্ষেত্রের এই রবিশস্য কালের ভাণ্ডারে কোনমতে টিঁকে রয়েছে। প্রেমের ভাষা সকল সময়েই হৃদয়গ্রাহী কিন্তু এই মহাকাব্যে প্রেমসমস্যার কোনো সমাধানই হয়নি, দর্শনাংশ অতি লঘু। এমন কি শুনতে পাওয়া যায় কুমারসম্ভব-মহাকাব্যে একমাত্র তৃতীয়সর্গই কালিদাসের স্ফূর্ত্ত রচনা, অন্য অংশগুলি রাজসভার তাড়নায় বা অনুরোধে পেরেকঠোকা লেখা। মহাকবি-যশঃপ্রার্থী যে কোনো কবির পক্ষে তাঁর কাব্যসম্বন্ধে এত বড় বিরুদ্ধ সমালোচনা, অপবাদের নামান্তর, সহ্য করা সুকঠিন। সেইজন্যেই প্রশ্ন জেগেছে, এই মহাকাব্যরচনায় মহাকবির উদ্দেশ্য কি ছিল এবং তার সার্থকতাই বা কোথায়?

একটি একটি করে এতগুলি অপবাদ খণ্ডন করবার যথাসাধ্য সংক্ষেপে চেষ্টা করব—বৈদগ্ধ্য ও গবেষণার গর্ব্বকে হৃদয় থেকে দূর করে দিয়ে।

প্রথম অপবাদ—অপরিণতলেখনীর লিখন। কৈশোর ও যৌবনে, জানা আছে, হৃদয়ে লেখনীতে ও অলঙ্কারে উচ্ছ্বাসের অভাব থাকে না। ইচ্ছা থাকলে, যুবক কালিদাস প্রেমের কাহিনীতে রংদার এবং চমকদার অনেক শ্লোকই রচনা করতে পারতেন এবং উচ্ছ্বাসের বন্যা বহানো তাঁর পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ হ'ত বলে মনে হয় না। তা না করে নিজের চারিদিকে সংযমের গণ্ডী টেনে দিয়ে একজন দেব ও একজন দেবীর সাধারণ গৃহস্থের মত সম্ভোগমিলনের গাথা রচনা করতে কেন তিনি প্রবৃত্ত হলেন? এই অদ্ভুত সংযমই কবির একটি অসামান্য বৈশিষ্ট্য। পরিণত-লেখনী ও কলাবিৎ না হলে এতখানি সংযমের অধিকারী হওয়া সাধারণ কবির সাধ্য নয়। উচ্ছ্বসিত আবেগকে দমন করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি কুমারসম্ভবকে মহাকাব্যের মোহানায় পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

দ্বিতীয় অপবাদ—বিষয়বস্তুর সরসতার জন্যই কুমারসম্ভব চির-স্থায়িত্বলাভ করেছে। আমার মতে এটি অতি হাল্কা কথা। একটি রাজার মেয়ে একটি সন্ন্যাসীকে ভালবেসেছিল, ঘটল তাদের মিলন। এর চেয়ে ভালো প্রেমের গল্প উদয়ন ও কথামঞ্জরীর যুগে আশা করি অনেক পাওয়া যেত। যদি প্রেমের গান লেখবারই উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকত কালিদাসের, তা হলে তিনি অনেক সৃষ্ট গল্পের আশ্রয় নিতে পারতেন বা অনেক গল্পের সৃষ্টিও করতে পারতেন।

কিন্তু তা না করে তিনি এই সাধারণ গল্পের আশ্রয় নিলেন কেন? এইটিকেই মহাকাব্যের বিষয়-বস্তু করলেন কেন? আমার মনে হয়—প্রেমের কাহিনী প্রেমের তত্ত্ব লেখবার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। উদ্দেশ্য ছিলনা বলেই তিনি এই বিষয়বস্তুটিকে মনোনীত করেছিলেন। সেইজন্যই এই মহাকাব্যে প্রেমসমস্যার দার্শনিক সমাধানের প্রয়াস বিরল।

তৃতীয় অপবাদ—কুমারসম্ভবের তৃতীয়সর্গই কালিদাসের স্ফূর্ত্তি রচনা, অন্য অংশগুলি রাজসভার তাড়নায় বা ফরমাসে পেরেকঠোকা লেখা। আমার কিন্তু মনে হয় প্রত্যেকটি সর্গই সাহিত্যের একটি একটি অমূল্য রত্ন। বিচার করে দেখলে দেখা যায় তৃতীয়সর্গে বিরুদ্ধ বর্ণনার সৌকর্য্য থাকায় কবির বর্ণনাশক্তি বাধাহীনভাবে ক্রীড়া করতে পেয়েছে কিন্তু ঐ তৃতীয়সর্গেও কবি আনন্দ পেয়েছেন—শিল্পসংযমের সংহত সৌন্দর্য্যের আনন্দে। সেই আনন্দ চতুর্থে রতিবিলাপে ও অষ্টমে সম্ভোগবর্ণনায় বোধ করি অপ্রতিহত। আকাশেতে থাকে একটি চাঁদ: তার আশে পাশে আর চাঁদ দেখা যায় না, দেখা যায় স্নিগ্ধদ্যুতি গ্রহনক্ষত্রের দল। ঐ নক্ষত্রের দলে আমি ফেলতে চাই প্রথমসর্গের উমার রূপবর্ণনা, দ্বিতীয়ের ব্রহ্মবাণী, পঞ্চমের কঠোর তপস্যা, ষষ্ঠের উমার লজ্জা এবং সপ্তমে পুরন্ধ্রীদের বরদেখার আকুলতা। ঐ সকল স্থলে কবি যে আনন্দ পাননি, তা আমার পক্ষে বলা সুকঠিন। কবির উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র মদনভস্ম লেখা—একথা আমি মেনে নিতে রাজি নই, আমার মনে হয় তাঁর মহাকাব্যের উদ্দেশ্য ছিল সম্ভব বা জন্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ; কামজয়ী প্রেমের গুণগান তাঁর আশু উদ্দেশ্য ছিল না।

কুমারসম্ভব মহাকাব্যের অন্তর্নিহিত সত্য হচ্ছে—সংসারে বীরপুত্রের জন্মতত্ত্ব। প্রাচীনভারতের কারুসাহিত্যের একটি বিশেষ ধর্ম্ম হচ্ছে দার্শনিক সত্যের সন্ধানে চলা। কুমারসম্ভব মহাকাব্যেও সেই ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটেনি।

মহাকাব্যের গল্পাংশের দিকে দেখলে দেখা যায় যে, দেবতারা অমর হয়েও রাক্ষসবধে অপটু, ত্রিদিব শঙ্কিত। ব্রহ্মার শরণাপন্ন হওয়াতে তাঁরা উপদিষ্ট হলেন উদাসীন মহাদেব তাঁদের উদ্ধার করতে পারেন কিন্তু একা নয়। প্রকৃতির বা মৃত্তিকার রস—জলময়ী শক্তির মূর্ত্ত আবির্ভাব পার্ব্বতীর আশ্রয় তাঁদের নিতে হবে। পরাজ্ঞান বা ভাবলোকে যাঁরা বিহার করেন তাঁদের ক্ষমতা নেই পরা-অজ্ঞানলোকের অধিকারী রাক্ষসকে নিধন করার। শাশ্বতী প্রকৃতির আশ্রয় তাঁদের নিতে হল। মহাদেব—তিনিও অমর দেবতা—তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটানো প্রয়োজন—পার্ব্বতীর। এই পার্ব্বতীটি কে? জড়ত্বের পূর্ণ পরিচয় যে পর্ব্বতরাজ তাঁরই দুহিতা এই পার্ব্বতী—শক্তিময়ী পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর ঝঙ্কারিণী মনোহারিণী রূপ। অমরের দল নিজেদের বুদ্ধির উপর প্রখর বিশ্বাস রেখে আহ্বান করলেন কামদেবকে—অনুরোধ করলেন এই বিপদ থেকে তাঁদের ত্রাণ করতে—এমনভাবে মিলনের যোগাযোগ ঘটাতে যাতে পার্ব্বতীর গর্ভে এবং মহাদেবের ঔরসে পুত্র জন্মে, যে বীর পুত্র রাক্ষসের কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে পারবে অমরাবতীকে। এর পর থেকেই কবি ইঙ্গিত করে দেখিয়েছেন যে জন্মতত্ত্বে কেবলমাত্র কামদেবের সম্মোহনবাণের স্থান নেই। দেহজ পুত্র বীর হয় না, বীরপুত্রের সম্ভাবনায় আত্মার পূর্ণ অধিকার। যখন দুটি আত্মার

মিলন ঘটবে তখনই জন্মতত্ত্বের প্রথম সোপানে পা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এতেও বীরপুত্রের সম্ভাবনার সিদ্ধি হয় না। তখন আসে আত্মার সাধনা। সেইজন্যে কবি কালিদাস শক্তিমূর্ত্তির সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেলে দিয়ে পার্ব্বতীকে পরালেন বল্কলবাস। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে যখন শক্তিমূর্ত্তি ভাবমূর্ত্তির সঙ্গে লীন হয়ে গেল বা পরাজ্ঞানের আলোকে শক্তিমূর্ত্তি যখন দীপ্ত হয়ে উন্নীত হল তখনই সেই আত্মিক শুচিশুভ্র উদাসীনতার মধ্যে সম্ভব হলেন কুমার।

এই শুভ্র উদাসীনতা কুমারসম্ভবের ঝঙ্কারে ভাষায় এবং পরিবেশে রীতিমত অনুভব করা যায়। কুমারসম্ভব ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোনো মহাকাব্যে সন্ধান করে পাওয়া যায় না জন্মতত্ত্বের এই সুন্দর রহস্যকল্পনা।

আমাদের বাংলাদেশে অশ্লীলতা ও প্রক্ষিপ্তদোষদুষ্টতার অজুহাতে কুমারসম্ভবের অষ্টমসর্গকে সাহিত্যমঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার এই গ্রন্থে ঐ অষ্টমসর্গকে সম্মানিত স্থান দিতে কুণ্ঠাবোধ করিনি। যে কবি জন্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত তিনি কেন বাসরঘরের দুয়ারে এসে বজ্রাহতের মত থেমে যাবেন? নিবীর্য্য পরাধীন ভারতের, বিকলাঙ্গ সমাজের পক্ষে এরকম দোষচিন্তা সহজ, স্বাভাবিক। অষ্টমসর্গটিকে বাদ দিলে 'কুমারসম্ভব' অপূর্ণ থাকে—এই ভেবে, এবং পরবর্ত্তী যুগে ভারতশিল্পকলায় ও সাহিত্যে তার অক্ষুণ্ণ প্রভাবের পরিচয় আছে—এই দেখে, আমার গ্রন্থে ঐ সর্গটিকে যোগ করে দিতে দ্বিধা করিনি।

নবমসর্গ থেকে আরম্ভ করে শেষের সর্গগুলি জাল বা প্রক্ষিপ্ত এই তর্কের মধ্যে না নামাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করি। বোধ করি

এই বল্লেই যথেষ্ট হবে যে সে সর্গগুলি কুমারসম্ভবের কল্পিত গণ্ডীর বাইরে,—মহাকাব্যের নাম 'কুমারসম্ভব' না দিয়ে 'তারকবধ' দিলে সে সর্গ-গুলির অস্তিত্বের সার্থকতা হত।

*   *   *   *   *

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহোদয় এই গ্রন্থে তাঁর অঙ্কিত কয়েকটি চিত্র মুদ্রিত করবার অনুমতি দিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

বসন্ত পঞ্চমী—১৩৪৬
১নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

সখিদের আঁখি সকলি দেখিল

তাই অতি লাজভরে

উমার জন্ম

(প্রথম সর্গ)

•

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি সুমহান্
নগরাজ হিমালয়
অন্তরে তিনি দেবতামূর্ত্তি
বাহিরে পাষাণময়

মগ্ন তাঁহার দুটি বাহুভার
পূর্ব্বপ্রতীচী জলধিমাঝার
প্রমাণদণ্ড যেন এ ধরার
মহিমার সঞ্চয়। ১।

দোহনদক্ষ যদিও সুমেরু
তথাপি শৈল সবে
বৎসরূপেতে এই হিমালয়ে
কল্পি সগৌরবে

উপদেশ লভি পৃথু-নৃপতির
বুক হতে দুহি নিল পৃথিবীর
মণিমাণিক্য মহান্ ওষধি
দ্যুতিমান বৈভবে। ২।

অনন্তমণি-খনি হিমালয় ;—
শুধু হিমদোষ তাঁর
পারে কি কখনও বিলোপ করিতে
মাহাত্ম্য মহিমার ?

একটিমাত্র দোষ যদি রয়
গুণরাশিমাঝে হয় তার লয়
চাঁদের এত যে কিরণ, সেথাকি
কলঙ্ক নয় ছার ? ৩।

কত গৈরিক রক্তবরণ
ঝলসে গিরির শিরে
সেই ধাতুরাগ খণ্ড খণ্ড
মেঘেরে চুম্বি ফিরে

হেরি তাহা ভাবে অপ্সরাদল
"অকালে গোধূলি ! এ কি হোলো বল্"
সাজে তারা ত্বরা, ভুল করে পরে
কণ্ঠে মেখলাটিরে। ৪।

অচলের কটি বেড়িয়া বেড়িয়া
ফেরে ঘন মেঘদল
সিদ্ধেরা ফেরে তাদেরি ছায়ায়
খুঁজিয়া সানুর তল
সহসা লভিলে ঘন বরিষণ
ধায় সিদ্ধেরা চকিতচরণ
রৌদ্ররাজিত শৃঙ্গে শৃঙ্গে
বর্ষণবিহ্বল। ৫।

হেথায় সিংহ হস্তীরে বধি
ছুটিয়া চলিলে পথে
গলিত তুষারে রক্তের দাগ
ধুয়ে যায় পর্ব্বতে
না হেরিয়া তবু সেই পদপাত
সিংহশিকারে ধায়রে কিরাত
নখবিমুক্ত মুক্তা হেরিয়া
পথ চিনে কোনোমতে। ৬

এই হিমালয়ে ভূর্জ্জতরুর
পত্র সুপরিচিত
বর্ণটি যেন গজের চর্ম্ম
বিন্দুতে রঞ্জিত
বিদ্যাধরের যতেক প্রেয়সী
সিন্দূর দিয়া লেখে তাহে বসি
মিলনকাঙাল মদনলিপিকা
পুলকরোমাঞ্চিত। ৭।

গহ্বর হতে জাগিয়া সহসা
সমীরণ মৃদু হাসি
কীচকবেণুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে
উঠে যবে উচ্ছ্বাসি
মনে হয় তবে এই হিমাচল
ধরেছেন তান মধুরকোমল
আর দূরে গাহে কিন্নরদল
সঙ্গীতস্রোতে ভাসি। ৮

হস্তীরা হেথা গণ্ড তাদের

কণ্ডূতি দূর তরে

সরল-নামেতে দেবদারুতরু

তাহে ঘর্ষণ করে

ক্ষতবৃক্ষের ত্বকে ক্ষীরধার

নিঃসৃত হলে সৌরভ তার

সানুপ্রদেশের পবনপ্রবাহে

আকুল হইয়া পড়ে। ৯।

প্রতিরজনীতে ওষধিলতিকা

জ্বলে এ শৈলমাঝে

তাদের জ্যোতিতে গুহাগৃহগুলি

সতিমির হয় না যে

বনচরদের গুহার আড়ালে

ললিতবনিতা বিহারের কালে

জাগে কিগো তারা তৈলবিহীন

সুরতপ্রদীপ-সাজে? ১০

এই হিমালয়ে রাজপথগুলি
ঘনহিমে ঢাকা রয়
চলিতে চলিতে চরণের তল
কতনা বেদনা সয়
কিম্পুরুষের বধূরা তবুও
মন্থরগতি ছাড়েনা কভুও
যদিও জঘনপয়োধর-ভারে
গমন কঠিন হয়। ১১

রবিকর হতে হেথা হিমালয়
গোপনে বাঁচায়ে রাখে
দিনের ভয়েতে যে আঁধাররাশি
গুহাতে লুকায়ে থাকে
উন্নতশির যাঁহারা উদার
শ্রেষ্ঠজনেরে যে প্রেম দিবার
ক্ষুদ্রও যদি আশ্রয় মাগে
সেই প্রেম দেন তাকে। ১২।

সানুতে সানুতে ফেরে চমরীরা—
চামরপুচ্ছ দোলে
সে চামর হেরি চন্দ্রমরীচি
আপন মহিমা ভোলে

ঢুলায়ে চামর করিয়া বাতাস
খেলে চারিদিকে চমরীর রাশ
'গিরিরাজ' এই উপাধি তাঁহার
সার্থক করি তোলে। ১৩

এ গিরিগুহায় কিন্নরবধূ
যখনি বিহার করে
হারালে বসন নগ্নতনুর
সরমে যখন মরে

আপনারে তবে করি বিস্তার
আবৃত করিয়া গিরিগুহাদ্বার
জলধরদল হিমাচলতলে
যবনিকারূপ ধরে। ১৪

জলকণাগুলি ছড়ায়ে ছড়ায়ে
ভাগীরথীনির্ঝরে
যে পবন খেলে মুহুকম্পিত
দেবদারু-শাখাপরে

যে বাতাস বহে ফিরিয়া ফিরিয়া
কলাপি-কলাপ চিরিয়া চিরিয়া
মৃগয়াশ্রান্ত কিরাতেরা হেথা
সে বায়ুতে বুক ভরে। ১৫

পূজার পদ্ম সপ্তঋষির
চয়নের শেষভাগে
বাকি থেকে যায় গিরিসরোবরে
উচ্চ শিখরআগে

রবিরথ যবে নীচে নেমে আসে
সে কমলগুলি তখনো বিকাশে
সূর্য্যদেবের উর্দ্ধমুখীন
কিরণরশ্মিরাগে। ১৬।

যজ্ঞোপচার-জনমক্ষেত্র
এই গিরি হিমালয়
একেলা বিপুল ভূমিধারণের
শক্তি আপনি বয়

সেই হেতু দেন নিজে প্রজাপতি
উপাধি তাঁহারে 'শৈলাধিপতি'
বিধান করেন যজ্ঞের যেন
এক ভাগ তাঁর রয়। ১৭

রাজা হিমালয় শাস্ত্রাভিমানী—
বংশের স্থিতিতরে
সাথে লয়ে সখা মেরুরে একদা
বিবাহেন বিধিভরে

পিতৃদিগের মানসী কন্যা—
সে দেবী মেনকা নামেতে ধন্যা
রূপে গুণে তিনি রাজারই সমান
সকলে সমীহ করে। ১৮

দিন কেটে যায় শৈলরাজের
বধূ মেনকার সাথে
আপন রূপের যোগ্যলীলায়
সে রাজা মিলনে মাতে
ধীরে ধীরে নামে অতিসুশোভন
অঙ্গে দেবীর মধুযৌবন
সুন্দর হয় মন্থর তনু
গর্ভের সম্পাতে। ১৯।

পুত্র হল যে দেবী মেনকার
মৈনাক নাম তার
নাগবধূ যার প্রণয়ার্থিনী
সমুদ্র সখা যার
কুলিশ-আঘাতে ইন্দ্র যখন
রোষাবেশে পাখা ছিঁড়িবে তখন
সাগরে লুকায়ে এড়ায়ে ছিল সে
শঙ্কা সে বেদনার। ২০

হেনকালে হর-পূর্ব্বপত্নী

দক্ষদুহিতা সতী

সহিতে না পারি জনক যখন

নিন্দিল তাঁর পতি

যোগের বলেতে তনু তেয়াগিয়া

রূপ ধরি পুনঃ জনম লাগিয়া

গিরিরাজবধূ মেনকাগর্ভে

নামিলেন স্থিরমতি। ২১

দক্ষের মেয়ে জনম নিলেন

ভূধররাজার ঘরে

জনম দিলেন মহিষী মেনকা

সমাহিত অন্তরে

সম্পৎ যথা প্রসবিত হয়

যদি উৎসাহ সংযোগ রয়

নিপুণভাবেতে কেহ যদি তাহে

সুনীতি প্রয়োগ করে। ২২

প্রসন্ন হল দশ দিক্ অতি

ধূলিহীন সমীরণ

বাজিল শঙ্খ, হল সাথে সাথে

পুষ্পের বরিষণ

এ ধরণীমাঝে যত প্রাণী ছিল

পশুপাখীতরু সকলে মাতিল

বরণ করিল নবসুখভরে

সতীর জন্মক্ষণ। ২৩।

মোহনশোভায় শোভিল জননী

দুহিতারে লয়ে তাঁর

স্ফুরিছে জ্যোতির মণ্ডল ঘেরি

অঙ্গ সে দুহিতার

মনে হল যেন আছে আলো করি

বিদূরভূমিরে আহা মরি মরি

নবমেঘরোলে জাগ্রত সেথা

অঙ্কুর মণিকার। ২৪।

দিনে দিনে বালা উঠিল বাড়িয়া
দিনে দিনে বেড়ে ওঠে
প্রথম-উদয়-অন্তে যেনরে
চন্দ্রের লেখা ফোটে

নব নব কলা মাঝেতে যেমন
চন্দ্রিকা আলো ঢালেগো তেমন
প্রতি নবাঙ্গ ঘেরিয়া তাহার
লাবণ্য-ধারা ছোটে। ২৫

ভূধররাজার আদরিণী মেয়ে
বন্ধুরা আজি যাকে
পর্ব্বতরাজ উপাধি ধরিয়া
পার্ব্বতী বলি ডাকে

তারি নাম পরে হয়েছিল উমা
জননী যখন বলেছিল "উ মা—
যাস্‌নে মা তুই তপের সাধনে"
বুকে ধরি কন্যাকে। ২৬।

যদিও রাজার বহু সন্তান
ছিল বহু সন্ততি
তবুও আঁখির মেটেনা যে আশ
হেন মেয়ে পার্ব্বতী

ফাল্গুনবায়ে বসন্তকালে
অনন্ত ফুল ফোটে ডালে ডালে
ভ্রমর কিন্তু সব ছেড়ে দেয়
আম্রমুকুলে মতি। ২৭।

উমার উদয়ে হল গিরিরাজ
পূত সুন্দরতর
প্রভা-গরবিনী শিখার মুকুটে
দীপ যথা সুন্দর

স্বর্গের পথ অথবা উজলি
অলকানন্দা এল যেন চলি
যেন কোন কবি সার্থক হল
বাণীভরা অন্তর। ২৮।

রাজার দুলালী পার্ব্বতী রাণী
সখী-সহ দলবলে
ক্রীড়ারসে যেন রহিত মগন
শৈশব-কলরোলে

মন্দাকিনীর তীরেতে আসিয়া
বালু দিয়া বেদী গড়িত বসিয়া
কন্দুক ছুঁড়ি পুতুল খেলিয়া
আনন্দে যেত গ'লে। ২৯

শরতে যেমন জাহ্নবীবুকে
উড়ে বসে বলাকারা
ওষধি যেমন নিশীথে নিজের
আলোকে আপনাহারা

সেই মত এল উমাদেহ ঘেরি
দুয়ার ভাঙিয়া যেন স্বপনেরি
সহজগতিতে উপদেশ দিতে
প্রাক্তন বিদ্যারা। ৩০।

বাল্যের পরে যে বয়স আসে
সে বয়স এল ধীরে—
অযত্ন-রচা একি প্রসাধন
উমার অঙ্গ ঘিরে ?

এ নহে মদিরা, তবু কেন প্রাণে
মদিরা-বিহীন মত্ততা আনে ?
বিনি-ফুলে-গড়া এ কোন্ অস্ত্র
মদনের হাতে ফিরে ? ৩১।

নবযৌবনপরশের রসে
মুকুলিল উমারাণী
পূর্ণতা এল দশদিশি হতে
ভরিল সে তনুখানি

মনে হল যেন তূলি দিয়া কেহ
রাঙায়ে দিতেছে চিত্রের দেহ
অথবা এ যেন সূর্য্যকিরণে
অরুণ কমলখানি। ৩২।

মরি মরি কিবা চরণ বিথারি
চলিত সে ধরাপরে
চরণের রাঙা নখরের ফাঁকে
যেন অলক্ত ঝরে

মনে হত যেন সে চরণ ছুটি
ধরণীর পরে রহিয়াছে ফুটি
চলসঞ্চারী থলকমলের
রূপখানি বুকে ধরে। ৩৩।

"উমার নিকটে শিখিবই মোরা
নূপুরের মধুরব"
মনের ভিতরে এই লোভ লয়ে
তাই কি মরাল সব

সন্নতদেহা উমারে শিখাল
গতির গরব জানে তারা ভালো
কিরূপে লীলায় পা-টি ফেলা যায়
সে বিদ্যা-বৈভব? ৩৪।

পূর্ণ নিটোল উরুদুটি তার
দীর্ঘ বিশেষ নয়
ক্রম-কৃশতার একখানি ছবি
লাবণীর সঞ্চয়

গড়িবার কালে এ দুটিরে হায়
বিধাতার হাতে লাবণী ফুরায়
বাকী তনুখানি গড়িতে তাঁহারে
লাবণী সৃজিতে হয়। ৩৫

তুলনা জোগান উরুর সহিতে
জগতের কবিকুল
করীর শুণ্ডে কদলীদণ্ডে!—
ভুল তাহা অতি ভুল

একটির বাধা কঠিনচর্ম্ম
অন্যের হায় শীতলধর্ম্ম
মিথ্যা তাদের যশোগান গাওয়া
মান দেওয়া সমতুল। ৩৬।

তনু অনিন্দ্য নাচে আনন্দ

এই কিশোরীর গায়

মেখলার গুরু আধার পুলকি

লাবণ্য ছলকায়

একদা পরেতে এই শ্রোণীদেশ

রেখেছিল নিজ অঙ্কে মহেশ

অন্য রমণী যেথা সুখশেজ

স্বপনেও নাহি পায়। ৩৭

তন্বী সুচারু নবরোমরাজী

হেরগো পার্ব্বতীর

নাভির গভীর মণ্ডলমাঝে

প্রবেশ করেছে ধীর

মনে লয় মোর দেখা যায় যেন

ভেদি কটিবাস স্ফুরিতেছে হেন

মেখলার মাঝে নীল-মণিকার

জ্যোতির্লেখাটি থির। ৩৮।

ক্ষীণ কটি তাঁর বেদীর সমান—
কৃশ তাঁর মাঝাখানি
সে কটির পরে চারু ত্রিবলীর
রেখা বহে উমারাণী
নবযৌবন সেথায় যেনরে
শ্রীকামদেবের আরোহণতরে
রচিয়া দিয়াছে ত্রিপাদসোপান
চারুতার শেষবাণী। ৩৯

উৎপলআঁখি দেখেছি উমার
চারু পয়োধর দুটি
একে অন্যেরে করিছে আঘাত
শ্যামমুখ আছে ফুটি
গৌরবরণ লাবণ্যভরে
এত পীনভার সে অঙ্গ ধরে
সে দুটির মাঝে মৃণাল-সূতার
ঠাঁই নাই থাকে লুটি। ৪০

মন বলে মোরে নিশ্চয় ঐ
বাহুদুটি ও উমার
শিরীষ ফুলের চেয়েও অধিক
মরি মরি সুকুমার
শ্রীমদনদেব মহেশের পাশে
হারিয়াও যেন হার মানে না সে
ঐ বাহু দিয়া রচিয়াছিল সে
হরের কণ্ঠহার। ৪১।

পীনপয়োধরে ঘনবন্ধুর
উমার বক্ষতল
কণ্ঠ বেড়িয়া চমকে ঝলকে
মুক্তার শতদল
বিচার করিয়া বলা নাহি যায়
কে যে হেরে যায় জয়ী কে শোভায়
সমগুণে তারা ধরেছে সেথায়
ভূষণভূষ্য ছল। ৪২।

চন্দ্রে থাকিলে পদ্মের গুণ
হয়ে যায় পথহারা
পদ্মে থাকিলে হারাতেই হয়
চন্দ্রের সেবাধারা

কিন্তু বসতি করি উমামুখে
চপলা লক্ষ্মী অচপল সুখে
লভি এক ঠাঁয়ে চন্দ্রকমলে
আনন্দে দিশাহারা। ৪৩

নবপল্লব-শয়নের পরে
পুষ্পেরে যদি রাখে
অথবা পূর্ণপ্রবালের পরে
রাখা হয় মুক্তাকে

অনুকারিবারে পারে তারা দুটি
উমার মুখেতে থাকে যাহা ফুটি
বিলোল শুভ্র মধুর হাসিটি
রাঙা অধরের ফাঁকে। ৪৪।

অভিজাতবাণী শুনেছি উমার
মধুর কণ্ঠস্বর
পাহাড়ের বুকে ঝরে-পড়া কোন
অমৃতের নির্ঝর

এ স্বরের কাছে কোকিলের গান
তার-ছিঁড়ে-যাওয়া বীণার সমান
সে স্বরের কাছে মনে হয় মোর
সব সুর—ঘর্ঘর। ৪৫।

দীঘল তাহার দুটি আঁখি পরে
চঞ্চল দিঠি দোলে
শিহরি সমীরে নীল শতদল
যেন আনন্দে খোলে

মৃগবধূদের কাছ হ'তে ধনী
শিখেছে কি আঁখি-চকিতচাহনি?
অথবা বধূরা শেখে উমা-পাশে
কিরূপে নয়ন তোলে? ৪৬।

অঞ্জনভরা তূলি দিয়া যেন
আঁকা হয়ে গেছে রেখা
এত সুন্দর ভূরুদুটি তার
মোহন আয়তলেখা
বিলাস-চাতুরী সে ভূরুতে হেরি
গর্ব্ব ঘুচিল যেন মদনেরি
আপনার ধনু সুন্দরতনু
কোন্ মুখে বলে একা। ৪৭।

পশুদের যদি হৃদয়ের মাঝে
লজ্জা থাকিত তবে
নিঃসংশয়ে পারি বলিবারে
গিরিচমরীরা সবে
কেশপাশ হেরি গিরিদুহিতার
বহিতে নারিত সরমের ভার
দূরে ফেলে দিত মায়া আপনার
চামরের গৌরবে। ৪৮।

মনে হয় যেন বিশ্ববিধাতা
হৃদয়ের আশা ভরি
এক ঠাঁয়ে সব মাধুরী হেরিতে
প্রচুর যতন করি

উপমা দিবার মত ছিল যাহা
ঠাঁই খুঁজি খুঁজি বসাইয়া তাহা
গড়িয়াছিলেন প্রসিদ্ধা এই
পার্ব্বতী সুন্দরী। ৪৯

একদা নারদ হিমালয়গৃহে—
বাধাহীন গতি যাঁর—
দেব হিমালয়ে উপদেশ দেন
এই যে কন্যা তাঁর

অনন্যা হবে শিবের ঘরণী
দোঁহাকার প্রেম ঘটিবে এমনি
লভিবেন উমা দেবাদিদেবের
অর্দ্ধশরীর-ভার। ৫০

পুলকিত হল রাজার পরাণ
মিছে কেন খোঁজা বর?
উমাদেহ ঘিরি নামিছে নামুক
যৌবন মন্থর।

ঘৃতের আহুতি মন্ত্র পড়িয়া
অন্য জ্যোতিরে দিব কি করিয়া?
অগ্নি কেবল সে আহুতিলাভে
একেলা শক্তিধর। ৫১।

যে নহে ভিখারী তার হাতে ধরি
নিজের মেয়েটি দান
কঠিন সে কাজ নারে গিরিরাজ
কোথা যেন বাধে মান

অতি সুকাজেও বুদ্ধি-প্রবীণ
কণ্ঠ খুলিতে হন উদাসীন
কথার মূল্য পাছে নাহি থাকে
এই ভয়ে কাঁপে প্রাণ। ৫২।

দক্ষের পরে রুষিয়া যেদিন
পূর্ব্বজনমে সতী
ত্যজিয়াছিলেন আপনার দেহ
সেই হতে পশুপতি

প্রিয়ার বিরহে সঙ্গিনীহীন
সংসারসুখে বাসনাবিলীন
যাপিতেছিলেন বিবাহবিহীন
নিশিদিন মহামতি। ৫৩

অদ্রিসানুতে ছিলেন মহেশ
সমাহিত যোগভরে-
ধীরে ধীরে সেথা মধুর মধুর
কিন্নর গুঞ্জরে

গঙ্গাপ্রবাহ সেই সানুতলে
দেবদারুদ্রুম সিঞ্চিয়া চলে
হরিণনাভির ঘনসুগন্ধ
পবনে পবনে ওড়ে ৫৪

মহেশের যত প্রমথবৃন্দ
শিলাজতু-শিলাতলে
প্রহর জাগিত পরি সুকুমার
ভূর্জ্জের বল্কলে
মনঃশিলার রক্তিম রসে
চিত্রিয়া দেহ রহিত আলসে
কর্ণে দোলায়ে জ্যোৎস্নাবরণ
নমেরু পুষ্পদলে।   ৫৫।

সিংহের নাদ শ্রবণে অধীর
বৃষরাজ ক্রোধভরে
সদর্পে ঘন নাদিয়া উঠিত
সেই সানুদেশ পরে
তুষারের চাপ খুরাগ্র দিয়া
রোষভরে দিত দীর্ণ করিয়া
গবয়-নামেতে হরিণের দল
শিহরি উঠিত ডরে।   ৫৬

অষ্টমূর্ত্তি দেব মহাদেব
যিনি তপস্যাফল
স্বয়ং বিশ্বে করেন বিধান
সেই দেব মহাবল

নাহি জানি কোন্ কামনার লাগি
আজি এ কঠোর সাধনানুরাগী
জ্বলিছে নিজের অন্যমূরতি
সম্মুখে হোমানল। ৫৭।

ত্রিদিবপূজিত অতুলিত এই
দেবদেব মহাদেবে
অর্ঘ্য সঁপিয়া পর্ব্বতরাজ
তনয়ারে কহে "এবে

যাও উমারাণি, মোর এ বাসনা
মহেশের তুমি কর উপাসনা
সখীদের লয়ে সেথা গিয়ে মাগো
পূজা কর দেবদেবে।" ৫৮

যদিও স্ত্রীজাতি তপস্যা-বাধা
তথাপি তাপস হর
অনুমতি দেন উমারে সেবিতে—
তাঁর আর কারে ডর

জগতের মাঝে তাহারাই ধীর
চিত্ত যাদের হয় না অথির
বাঁধুক না কেন চারিদিকে তার
মায়া-কুহকিনী ঘর। ৫৯

সেথা সানুপরে পার্ব্বতীরাণী তুলিত পূজার ফুল
নিত্যসেবার লাগিয়া আনিত কুশজলফলমূল
নিপুণকরেতে মার্জ্জিয়া রাখিত হোমের বেদিকাখানি
এইরূপ করি সেবিত গিরীশে প্রতিদিন উমারাণী
মহেশের শিরে শোভে যে চন্দ্র তাহার জ্যোৎস্নারাশি
শৈলতনয়া ক্লান্ত হইলে ক্লান্তি ধোয়াত হাসি। ৬০।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার

(দ্বিতীয় সর্গ)

অসহ্য হল সে হেন সময়ে দানব-অত্যাচার
ইন্দ্রের সাথে দেবদল এল স্বর্লোকে ব্রহ্মার। ১
ম্লানগৌরব দেবেদের মাঝে উদিলেন ধ্যানমণি
সুপ্তপদ্মমাঝে সরোবরে উরে যথা দিনমণি। ২
সর্ব্বতোমুখ সকলের ধাতা বাঙ্‌ময় ব্রহ্মারে
বন্দিল নমি দেবতাবৃন্দ পেশলবাক্যভারে। ৩
"তোমারে নমস্কার
ত্রিমূর্ত্তি তুমি, সৃষ্টির আগে কেবল আত্মাসার
ত্রিগুণের মহাসৃষ্টিমানসে ভেদরূপ এ তোমার
তোমারে নমস্কার। ৪
হে জন্মহীন! জলের মাঝারে বপন করেছ বীজ
সেই হেতু জাগে নিখিল বিশ্ব, জনক তুমি যে তার
তোমারে নমস্কার। ৫
একাকী তথাপি তিনটি রূপেতে প্রকাশো নিজের শক্তি
সৃষ্টি স্থিতি এই যে প্রলয় কারণ তুমি যে তার
তোমারে নমস্কার। ৬
স্ত্রী-পুরুষ তুমি সৃষ্টিমানসে ভেদিলে নিজের মূর্ত্তি
এই সৃষ্টির পিতামাতা তারা প্রসূতি যে সবাকার
তোমারে নমস্কার। ৭

আপন কালের পরিমাণ মত গড়েছ রাত্রিদিন
সুপ্তি তোমার জাগরণ, লোকে প্রলয়-উদয়াকার
তোমারে নমস্কার। ৮

তোমাতে নিখিল জনম লভেছে তুমি যে জনকহীন
জগতের শেষ পারগো করিতে শেষ করে কে তোমার
তোমারে নমস্কার।

সৃষ্টি-প্রথমে ছিলে তুমি দেব তোমার যে আদি নাই
বিশ্বের শুধু ঈশ্বর তুমি, ঈশ্বর কে তোমার
তোমারে নমস্কার। ৯

নিজ আত্মায় জান আপনারে, নিজেরে করিছ সৃষ্টি
সেই আত্মার মাঝারে তোমার প্রলয় যে আত্মার
তোমারে নমস্কার। ১০

জলময় তুমি মিলনকঠিন, স্থূল অণু লঘু গুরু,
ব্যক্ত যে তুমি অব্যক্ত তুমি, কামাধীন গুণ যার
তোমারে নমস্কার। ১১

যে বাণী-প্রথমে ওঙ্কারধ্বনি, তিনটি স্বরেতে উক্তি
কর্ম্ম যজ্ঞ, ফল যে স্বর্গ, প্রভব তুমি যে তার
তোমারে নমস্কার। ১২

প্রকৃতি বলিয়া জানে তোমা দেব পুরুষার্থবর্ত্তিনী
উদাসীন তুমি দ্রষ্টাপুরুষ অভিধান এ তোমার
তোমারে নমস্কার। ১৩

পিতৃদিগের তুমি হে জনক, সৃষ্টিকারের কর্ত্তা
সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্ম যে তুমি, দেবতা যে দেবতার
তোমারে নমস্কার। ১৪

তুমিই হব্য হোতা তুমি দেব, ভোজ্য ভোক্তা চির
বেদ্য যে তুমি বেদিতা উভয়ি ধ্যেয় ধ্যাতা একাকার
তোমারে নমস্কার।" ১৫

সার্থক হল দেবেদের স্তব, স্পর্শিল তাঁর প্রাণ
প্রসাদমধুর প্রতিবাণী দেন সুরেদের ভগবান। ১৬
প্রাচীন কবির চারিমুখ হতে সমীরিত সেই ভাষা
বৈখরী আদি চারিগুণে যেন লভিল সকল আশা। ১৭
"অমিতবীর্য্য যুগবাহুধর হে দেবসকল, কহ
নিজ অধিকার আছে ত কুশলে ? স্বাগত আমার লহ। ১৮
পূর্ব্বের মত তোমাদের মুখে সে কান্তি নাহি হেরি
মনে লয় যেন ঘন কুহেলিকা তারাদলে আছে ঘেরি। ১৯

কেন সে বজ্র কুণ্ঠিতশ্রী ইন্দ্রের ভীমকরে
তবে কি আগুন নিভে গেছে তার, জ্যোতি আর নাহি ঝরে ? ২০

বরুণের পাশ অতি দুর্ব্বার কেন আজি বলহীন
মন্ত্রশান্ত সর্পের মত ধরেছে মূর্ত্তি দীন ? ২১

কে নিয়েছে গদা ? কুবের এবার সহেছ কি পরাজয় ?
শাখাহীন যেন পড়ে আছে দ্রুম, বাহু দেখি মনে হয় ? ২২

স্তিমিতদীপ্তি দণ্ডফলকে কি লিখিছ যম তুমি ?
অঙ্গার দিয়া হায় যথা লোকে বিলিখন করে ভূমি। ২৩

হারাল কি তাপ দ্বাদশসূর্য্য ? শীতল কি তারা তবে ?
পটেতে লিখিত ছবির সমান হেরিছে তাদের সবে। ২৪

মরুৎ কেন সে চলিতে পারেনা ? কোথা হতে বাধা পায়
জলরাশি যেন নিরুদ্ধবেগ প্রতিকূলবন্যায়। ২৫

একি, একাদশ রুদ্রের কোথা গেল সে হুহুঙ্কার
আনমিত কেন শিরে জটাজুট এ দশা চন্দ্রমার ? ২৬

তবে কি পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা সব বলীয়ান্ কেহ আসি
উৎসর্গে যথা অপবাদ, তথা অধিকারে দিল নাশি ? ২৭

কেন এলে হেথা, কহ মোরে সবে, কি কামনা অনুরাগী
সৃষ্টির কাজে রহিয়াছি আমি ; তোমরা রক্ষা লাগি।” ২৮

দেবগুরুপানে চাহিল তখন সহস্রচোখে ইন্দ্র
বায়ুর আঘাতে দুলিল যেনরে হাজার পদ্মবৃন্দ। ২৯
হাজার চক্ষু হতেও সতেজ দুইটি যাঁর
সেই দেবগুরু কর জুড়ি কহে সম্মুখে ব্রহ্মার। ৩০
"ভগবন্ তব সত্যশঙ্কা, শক্রবিজিত ভূমি
প্রতি আত্মার মাঝারে থাকিয়া সকলি ত জান তুমি। ৩১
তব বর লভি উদ্ধত এক দৈত্য তারক নাম
ধূমকেতুসম করে ছারখার পুণ্য ত্রিলোকধাম। ৩২
সে দানবপুরে সূর্য্য করেন ততটি রৌদ্র দান
সরোবরে যাতে ফুটিবারে পায় কমল কোমলপ্রাণ। ৩৩
ষোলকলা দিয়া সর্ব্বদা তারে সেবা করে নিশাপতি
হরচূড়ামণি চন্দ্রকলায় শুধু নাহি তার রতি। ৩৪
বায়ুর নিষেধ কাননেতে যাওয়া পাছে ফুল করে চুরি
তালপাখা সম হাওয়া দেয় বায়ু দৈত্যের দেহ ঘুরি। ৩৫
ঋতুতে ঋতুতে ছয় ঋতু আর পারেনা ফোটাতে ফুল
মালাকার সম পুষ্প জোগায় নিত্য শঙ্কাকুল। ৩৬
আজ জলরাজ, ভেবে ভেবে সারা—উপহার দিতে হবে
দেখেন বসিয়া গভীর জলেতে রতন পূরিবে কবে। ৩৭

শেষনাগ হেন ভুজঙ্গ, দেব, সেবা করে তার ভালো
নিথর প্রদীপ জ্বালায় নিশিতে ফণে মণিকার আলো। ৩৮

ইন্দ্রও আজি কৃপার ভিখারী, দূতহাতে বারে বারে
কল্পদ্রুমের পুষ্পভূষণ উপহার দেন তারে। ৩৯

এত আরাধনা তথাপি দানব ত্রিলোক করিছে ক্ষয়
অসাধু-শান্তি অপকারে হয়, উপকারে কভু নয়। ৪০

অমরবধূরা সদয় আঙুলে তুলিত যাদের পাতা
নন্দনবনে সে তরুরা সহে কঠোর কুঠার-ব্যথা। ৪১

সে যবে ঘুমায় সুরবন্দীরা চামর ঢোলায় ধীর
নিশ্বাসসম সে চামর দোলে, বরষিয়া আঁখিনীর। ৪২

সূর্য্যাশ্বের খুরেতে ক্ষুণ্ণ সুমেরুশৃঙ্গ তুলি
নিজ ভবনেতে রচেছে দৈত্য ক্রীড়ার শৈলগুলি। ৪৩

দিক্‌গজেদের মদপঙ্কিল মন্দাকিনীর নীর
দৈত্যের দীঘি আশ্রয় আজি হৈমা সে নলিনীর। ৪৪

লোক হতে লোকে ভ্রমণের সুখ নাহি দেবেদের আর
ছেড়েছে সকলে বিমানের পথ, শঙ্কা সে উল্কার। ৪৫

ঐন্দ্রজালিক তারক দানব, আমাদের দিয়া ফাঁকি
অনল হইতে হবিঃ লুটে নেয়, আমরা চাহিয়া থাকি। ৪৬

লতাগৃহদ্বারে প্রহরী নন্দী

কনকবেত্র করে—

(তৃতীয় সর্গ—৪১ শ্লোক)

উচ্চৈঃশ্রবা—চিরসঞ্চিত ইন্দ্রের যেন যশ
সে অশ্বমণি চুরি করে হায় দানব করেছে বশ। ৪৭
সান্নিপাতিক বিকারেতে মহা ঔষধ যথা ছার
মোদের সর্ব্ব কৌশল-কলা নিষ্ফল-প্রতীকার। ৪৮
শেষ আশা ছিল বিষ্ণুচক্রে, কিন্তু হে দেব হায়
দানবকণ্ঠে দেখিনু তাহারে হারসম চমকায়। ৪৯
কি কহিব আর, দৈত্যহস্তী জিনি আজি গজরাজে
খেলা করে ঐ পুষ্কর মেঘে মেঘেতে দন্ত বাজে। ৫০
কর্ম্মবন্ধ ভাঙে যে ধর্ম্ম মুমুক্ষু তারে চায়
সেইমত প্রভু সেনাপতি সৃজি উদ্ধার কর দায়। ৫১
সম্মুখে রাখি যে সেনানায়কে হয়ত জয়শ্রীরে
দৈত্যের মুঠি ছিনায়ে বাসব ফিরাবে বন্দিনীরে।" ৫২

কথা হল শেষ ; ব্রহ্মা তখন করিলেন বাণীসৃষ্টি
প্রসাদগুণেতে সে বাণী জিনিল গর্জ্জন-শেষ বৃষ্টি। ৫৩
"ধৈর্য্য ধরিতে হবে কিছুকাল পূরিবে সকল আশ
সিদ্ধির তরে সৃষ্টিব্যাপারে নাহি মোর অভিলাষ। ৫৪

মোর বরদান—দৈত্যের বল ; কেমনে করি তা ক্ষয় ?
গড়ি বিষতরু নিজ হাতে কাটা উচিত কখনও নয়। ৫৫

এই বরদান চেয়েছিল সে যে, দিয়েছিনু বর তায়
নতুবা হেরিনু সে তপের তেজে সংসার জ্বলে যায়। ৫৬

সে বীরদানবে সমরে জিনিবে নাহি দেখি হেন কারে
নীললোহিতের ঔরসজাত এক সে জিনিতে পারে। ৫৭

সে নীললোহিত তমোগুণাতীত অপরম্‌জ্যোতি তিনি
সে তেজপ্রভাব বিষ্ণু জানেনা আমিও নাহিক চিনি। ৫৮

চুম্বক যথা লৌহেরে টানে, সেইমত টান গিয়া
সমাধিনিথর শম্ভুর মন উমার মোহিনী দিয়া। ৫৯

সে দেবদেবের নিষিক্ত বীজ, উমা পারে বহিবারে
মূর্ত্তি তাঁহার জলময়ী যথা আমার ধরিতে পারে। ৬০

সুরসেনাপতি হবে আত্মজ সে নীলিমকণ্ঠের
সে বীর খুলিবে বেণীর বাঁধন বন্দী অমরীদের।” ৬১

অবসান হল ব্রহ্মার বাণী ; লভিলেন তিরোধান।
কি করিতে হবে ভাবিতে ভাবিতে দেবেরা ফিরিয়া যান। ৬২

সেথা দেবরাজ অনেক বিচারি স্মরিল মদনদেবে
কার্য্য সাধিতে দৃঢ় মন তাঁর দ্বিগুণিতবেগ এবে। ৬৩

ললিতমেয়ের ভ্রূলতার মত
মোহনপ্রান্ত যার
রতির বলয়চিহ্নিত-গলে
দোলায়ে সে হেন ধনু
সখা বসন্তে সঁপিয়া শায়ক
আম্রমুকুল তাঁর
করযুগ জুড়ি ইন্দ্রসমুখে
দাঁড়াল পুষ্পধনু। ৬৪

—::—

মদন-ভস্ম

(তৃতীয় সর্গ)

আম্রমুকুল শায়ক সঁপিয়া
সহচর মধুহাতে
পুষ্পধন্বা দাঁড়াল সভায়
স্মরণের ইসারাতে
দেবেদের ত্যজি কামদেব পানে
সহস্রআঁখি দেবরাজ হানে
প্রয়োজনবশে প্রভুর আদর
চপল পক্ষপাতে। ১

সিংহাসনের সমীপে আসন
নির্দ্দেশ করি তাঁরে
কহিল বাসব "বস মোর সখা
বস মোর এইধারে"
পুষ্পধনুক আনমিয়া শির
গ্রহণ করিল প্রসাদ স্বামীর
কহিতে লাগিল বচন সুধীর
গোপনে একাধারে। ২

"জান তুমি দেব, এ জগৎ মাঝে
কে কোন্ ক্ষমতা ধরে
হয়নিক-করা সে হেন কাজের
দাও ভার মোর পরে
স্মরণের পথে উদিত করিয়া
আমার হৃদয় লয়েছ হরিয়া
এ প্রসাদ তব আদেশ পালিয়া
দ্বিগুণিতে মন করে। ৩

"দীর্ঘকঠোর তপশ্চরণে
ইন্দ্রত্ব-পদকামী
কোন্ মূঢ় বল জাগাল অসূয়া
ও তোমার চিতে স্বামী
যদি চাহ দেব, আদেশ লভিয়া
ফুলধনু পরে বাণ আরোপিয়া
এখনি তাহার নত করি শির
আজ্ঞা বহাই আমি। ৪

"জন্মমরণযন্ত্রণাভয়ে
কেহ কি মুক্তিপথে
হয়েছে পথিক হে দেব বাসব
তোমার অনভিমতে ?
বন্দী করিয়া রাখিব কি তায়
সুন্দরীদের চোখের সীমায়
সে ভূরু চতুর নাচিলে মধুর
পালাবে সে কোন্ মতে ? ৫

"শুক্রাচার্য্য শিখায়েছে নীতি
হেন রিপু যদি হয়
ভয় নাই দেব, বল তার করি
ধর্ম্ম অর্থ লয়।
'বিষয়াভিলাষ' নামে দূত মোর
পাঠালে ঘটাবে অনর্থ ঘোর
নদীর প্রবাহ যেমন কঠোর
দুই তীর ভাঙি বয়। ৬

"অথবা কি কোন পতিগতপ্রাণা
সুজঘনা বরনারী
রূপের বীণাটি বাজায়ে তোমার
হৃদয় লয়েছে কাড়ি ?
মুক্ত করিব লজ্জা কি তার ?
যদি চাহ, তবে কণ্ঠে তোমার
দিবে সে আপন বাহু উপহার—
তাও ঘটাইতে পারি। ৭

"মিলনের শেষে চরণে ধরিয়া
চেয়েছিলে ক্ষমা যবে
তখনও প্রেমের রাখেনিক মান
আছে কি এ নারী ভবে ?
যদি তাই থাকে এমনি তাহ'লে
দহিব সে তনু অনুতাপানলে
প্রবাল-শয়নে দেহ রাখি শেষে
সে দাহ জুড়াতে হবে। ৮

"প্রসীদ প্রসীদ হে বীর ইন্দ্র
বজ্র শান্ত কর
কহ কে কোথায় রয়েছে দানব
দেবতা-দর্পহর
লইব ফুলের অস্ত্র ছুঁড়িয়া
এমনি তাহার বীর্য্য লুটিয়া
নারীর কুপিত অধর হেরিয়া
যেন কাঁপে থরথর।

"যদিও হে দেব ফুলদলে মোর
গঠিত পঞ্চশর
তবু বলি আমি সহায় লভিয়া
মাত্র কুসুমাকর
হরের ধৈর্য্য ঘুচাইতে পারি
যদ্যপি তিনি সুপিণাকধারী
দ্যুলোকে ভূলোকে কে আছে এমন
আমারে করেনা ডর"। ১০

মদনের বাণী অবসিত হলে
নিজের চরণখানি
উরুদেশ হতে পাদপীঠতলে
স্থাপিল বজ্রপাণি
পুষ্পধনুর শক্তিপ্রকাশে
স্বস্তি লভিয়া ইন্দ্র সহাসে
কহিলেন ধীরে শ্রীমদনদেবে
নিম্নলিখিত বাণী। ১১

“তোমারি যোগ্য কহিয়াছ কথা
সকলি হে সম্ভব
দুইটি অস্ত্র—কঠোর কুলিশ
আর তুমি মনোভব
বজ্র আমার কুণ্ঠিত হয়
আঘাত করিতে তপস্বিচয়
তোমার প্রভাব সর্ব্বত ধায়
সহজসাধ্য সব। ১২

"অবিদিত নই বীর্য্য তোমার—
তোমার আমার মাঝে
কোনো ভেদ নাই তাই ত তোমারে
পাঠাব এ গুরু কাজে
কৃষ্ণ যেমন দেহ বহিবার
অনন্তনাগে দিয়েছিল ভার
দেখেছিল যবে সে মহাসাপের
ভূধর-ধারণ সাজে। ১৩

"শরব্য তব দেব মহাদেব ;—
এ কথা বলেছ যবে
লয়েছ তখনি কর্ম্মের ভার
আপনার গৌরবে
অধম অসুর যজ্ঞের ফল
করিছে হরণ, তাই দেবদল
হে সখা, তোমায় মিনতি জানায়
এ কাজ সাধিতে হবে। ১৪

"বিজয়-জন্য বিপুল ত্রিদশ
যাচে আজি শিবপাশে
বীর্য্যপ্রভব সন্তান এক
সেনাপতিলাভ আশে
কিন্তু সে দেব সমাধিনিলীন
মন্ত্র জপিয়া ব্রহ্মে বিলীন
এখন তোমার ফুলবাণ ছাড়া
গতি নাহি মনে আসে। ১৫

"হিমরাজসুতা ব্রতসুনিষ্ঠা
যেন পার্ব্বতীপরে
দেবাদিদেবের হৃদয়াভিলাষ
মধুর হইয়া ঝরে
এই মত সখা সাধিও অর্থ
ব্রহ্মবাক্য হয়না ব্যর্থ
রমণীর মাঝে সে দেবী কেবল
হরের শক্তি ধরে। ১৬

"শুনেছি হে বীর, অপ্সরাদের
মুখে এই মত কথা
আমার অধীনে প্রণিধি তাহারা—
পিতার আজ্ঞারতা
হিমাচলপরে উর্দ্ধভূবাসী
দেবাদিদেবের ব্রহ্মবিলাসী
নিত্যসেবায় নিত্যপূজায়
পর্ব্বতবালা ব্রতা। ১৭

"দেবতার কাজে যাত্রা তোমার
হোক্ শুভ লভ সিদ্ধি
আছে জানি নানা গৌণ কারণ
সহায়তা যার ঋদ্ধি
তবু এই কাজ মুখ চেয়ে আছে
মুখ্য কারণ তোমারে মাগিছে
সলিলব্যতীত বীজঅঙ্কুর
লভেনা কণিকাবৃদ্ধি। ১৮

"যদিও ত্রিদিব-বিজয়সাধনে
সে দেব উপায়মাত্র
তবু সখা তাঁরে অস্ত্রে বিঁধিয়া
হবে সুযশের পাত্র
হোক্‌না সে কাজ অতি নগণ্য
যদি নাহি থাকে সাধক অন্য
যে সাধে সে কাজ তাহার কীর্ত্তি
ঘোষে সবে দিবারাত্র। ১৯

"দেবতারা আজি এই বরদান
যাচক হইয়া মাগে
এই কাজ যদি সাধ তুমি সখা
ত্রিলোকের হিতে লাগে
সাধিবে এ কাজ তব ফুলবাণ
নাহিক রক্তহিংসার স্থান—
এ হেন বীর্য্যে হতে বলীয়ান্‌
কার নাহি সাধ জাগে। ২০

"সখা মন্মথ! জানি বসন্তে
চিরসাথী সে তোমার
কি হবে তাহারে অনুরোধ করে
প্রয়োজন নাহি তার
লেগেছে আগুন গিয়া সেইখানে
কহে কেহ কিগো সমীরণকানে
'বহে যাও বায়ু, আগুনে জাগানো
এবার তোমার ভার'। ২১

প্রভুর প্রসাদী মালিকার সম
আজ্ঞা বহিয়া শিরে
পুষ্পশায়ক দেবসভা হতে
বিদায় নিলেন ধীরে
বিদায়বেলায় ইন্দ্র আদরে
মদনস্কন্ধ স্পর্শিল করে—
করতল যার ব্রণকর্কশ
উৎসাহি গজবীরে। ২২

প্রিয়তমসখা বসন্ত সাথে
শঙ্কিত হিয়া অতি
রতিদেবী তাঁর পাছে পাছে চলে
চলিলেন রতিপতি
কার্য্য সাধিতে দৃঢ় মন তাঁর
শরীরপাতন তার কাছে ছার—
হিমালয়পরে দেবাদিদেবের
তপস্যাভূমি প্রতি। ২৩

সেই তপোবনে মন্মথসখা
মন্মথ-অভিমানী
সংযমী যত মুনি ঋষিদের
ঘটাতে তপের হানি
কন্দর্পের গর্ব্ব পূরিয়া
নিজ অপরূপ মূরতি ধরিয়া
উদয় লভিল বসন্ত ঋতু
উচ্চারি মধুবাণী। ২৪

কুবের যেদিক শাসন করেন
সেই দিকে চলি রথে
অসময়ে রবি দক্ষিণদিক
ত্যজিল অর্দ্ধপথে
দক্ষিণবধূ অবলার মত
সহসা রবির বিরহে বিতত
ত্যজিল দীঘল নিশাস-মলয়
আপনার মুখ হতে। ২৫

সহসা অশোক প্রসব করিল
বাসন্তী ফুলভার
অঙ্গে অঙ্গে শাখায় শাখায়
পাতা যে ধরে না আর
রমণীরা আসি অশোকের ছায়ে
রুণু রুণু ঝুণু নূপুর বাজায়ে
পায়ের আঘাতে ফোটাবে কুসুম
সময় নাহি যে তার। ২৬

গড়িল নবীন আম্রমুকুলে
শায়ক আপন কাম
চারু নব পাতা হল সে বাণের
দুটী পাখা অনুপাম
এই বাণ মধু নির্ম্মাণ করি
বসাল তাহাতে ভ্রমর ভ্রমরী
তারা যেন দুটি শ্রীকামদেবের
অক্ষরভরা নাম। ২৭

রূপের মোহিনী ছড়ায়ে জাগিল
কর্ণিকা-ফুলদল
এত রূপ, তবু পরাণ গাহিল
"নাহি নাহি পরিমল
বিশ্ববিধাতা নির্ম্মম অতি
বোঝা নাহি যায় তাঁর মতিগতি
একের মাঝারে পাইনা হেরিতে
সকল গুণের ছল।" ২৮

মুকুল ধরিল পলাশের বনে
যেন বাঁকা শিশু চাঁদ
রক্ত আভার হাসির রাশিতে
ভেঙে যায় বুঝি বাঁধ
নববসন্ত-মিলনসুধায়
কাননভূমির বুক ভরে যায়
সেই বুকে বহি প্রিয়নখদাগ
বনভূমি উন্মাদ। ২৯

দাঁড়ালেন আসি মধুক-শ্রীমতী
আলো করি বনতল
মধুকরপাঁতি নয়নে তাঁহার
কাজল আঁকার ছল
তিলকফুলের তিলক মুখেতে
চূতঅঙ্কুর ওষ্ঠে সুখেতে
বালসূর্য্য অরুণ কোমল
আলো করে ঝলমল। ৩০

পিয়ালদ্রুমের মঞ্জরী হতে

রেণু পড়ে ঝরি ঝরি

হরিণের চোখে উড়ে উড়ে পড়ে

দৃষ্টি অন্ধ করি

তবু সে হরিণ ছোটে লঘুপদে

বাতাস ঠেলিয়া উদ্ধতমদে

বনভূমিপরে শুষ্কপত্র

শোনা ওঠে মরমরি। ৩১

আম্রমুকুল আহার করিয়া

কণ্ঠেতে সুর আনি

সহসা কোকিল উঠিল ডাকিয়া

শিহরি অরণ্যানী

বরনারীদের দূরিবারে মান

বড় পটু তার সেই কুহুতান

সেই কুহু যেন ছড়াইয়া দিল

মদনদেবের বাণী। ৩২

শীত সাথে সাথে অধর পুটের
মলিনতা হল গত
পাণ্ডুর হল শ্রীমুখচ্ছবি
কিন্নরীদের যত
ঈষদ্‌তপ্ত মলয়পবনে
অবকাশ লভি পত্ররচনে
ফুটিয়া উঠিল মুক্তাসমান
ঘর্ম্মবিন্দু শত। ৩৩

শিবতপোবনে মুনি ঋষি যত
বিস্মিত হ'ল দেখি
মদচঞ্চল শোভায় অকালে
বসন্ত এল একি!
কোনমতে তারা চঞ্চল হিয়া
রাখিলেন করি নিরুদ্ধক্রিয়া
মনের উপরে অশেষ প্রভুতা
যায় বুঝি যায় সেকি! ৩৪

সেই তপোবনে ফুলকার্ম্মুকে
ফুলশর আরোপিয়া
পশিলেন যবে শ্রীমদনদেব
সহিতে মদনপ্রিয়া
প্রাণী যত ছিল বধূদের সাথে
বসন্তে নব আনন্দে মাতে
তাদের অপার প্রেমরসধার
ভাবে প্রকাশিল ক্রিয়া। ৩৫

একটি ফুলের পাত্রে ভ্রমর
ভ্রমরীরে অনুসরি
মধু তারে আগে পান করাইয়া
লইল প্রসাদ করি
হরিণ আপন হরিণীর গায়
সোহাগের ভরে শৃঙ্গ বুলায়
সে পরশসুধা পান করে মৃগী
আঁখি নিমীলন করি। ৩৬

অনুরাগভরে হস্তীর বধূ
দিল প্রিয় গজে তার
পঙ্কজরেণু-সুগন্ধি জল
মুখ হতে আপনার
সরোবর হতে মৃণাল ছিঁড়িয়া
রথাঙ্গ তার অৰ্দ্ধ সেবিয়া
অবশেষটুকু খাওয়াইয়া দিল
চক্রবাকীরে তার। ৩৭

গীতঅবকাশে কিন্নরীমুখে
ঘৰ্ম্ম উঠিল ফুটি
ঘৰ্ম্মপরশে পত্ররচনা
ফুলিয়া পড়ে যে টুটি
সেই মুখখানি উজলনয়ান
রক্তিম ফুলমধু করি পান
সেই মুখ হতে বারে বারে প্রিয়
চুম্বন নিল লুটি। ৩৮

পর্য্যাপ্তফুল-স্তবক, তাহারা
লতাবধূদের স্তন
সেকি অপরূপ পল্লব-ঠোঁটে
পুলকের কম্পন
তপোবন ঘিরি তরু ছিল যত
পূরাল তারাও আশ মনোমত
লভি বধূদের নম্র শাখার
ভুজপাশবন্ধন। ৩৯

সেই মধুকালে যদিও গাহিল
কিন্নরী মধু স্বর
তথাপি হরের ভাঙিলনা ধ্যান
অটল চন্দ্রচূড়
আপনারে যারা করিয়াছে জয়
সমাধি তাদের অভঙ্গ রয়
পরাজিত হয়ে সহস্র বাধা
সরে যায় বহুদূর। ৪০

লতাগৃহদ্বারে প্রহরী নন্দী
কনকবেত্র করে
চারিদিকে হেরি অকালপ্রকাশ
আঁখি দুটি কাঁপে ডরে
মুখের উপরে অঙ্গুলি রাখি
ইঙ্গিতে গণে কহে যেন হাঁকি
"হোয়োনা চপল কোরোনা ক্রুদ্ধ
সমাহিত শঙ্করে"। ৪১

নিশ্চল হল ভ্রমরের পাখা
তরুরা কাঁপে না আর
কূজনক্ষান্ত পাখীর কুলায়
থামিল মৃগপ্রচার
নন্দীশাসনে তপোবনতল
নিভৃতনীরব হ'ল অচপল
পটেতে লিখিত চিত্রসমান
স্তম্ভিত চারিধার। ৪২

যাত্রার কালে লোকে যথা চলে
এড়াইয়া শুকতারা
তেমনি মদন এড়ালো সমুখে
নন্দীর আঁখিতারা
প্রবেশ করিল প্রমথপতির
শান্তিগভীর ধ্যানমন্দির
চারিদিক ঘেরি নামিয়াছে যার
নমেরুশাখার ধারা। ৪৩

অদূরমরণ বিগতপুণ্য
হেরিল মদনদেব
ব্রহ্মধ্যানব্রতনিমগ্ন
সংযমী মহাদেব
দেবদারুদ্রুম্ বেদিকা উজলি
ব্যাঘ্রচর্ম্মে সমাসীন বলী
ললাটফলকে তৃতীয়লোচন
শোভিত দেবাদিদেব। ৪৪

বীরাসনে বসি দেহ-পুরোভাগ
স্থির হয়ে আছে তাঁর
উভয় স্কন্ধ বিশেষ নমিত
ঋজু তনু-বিস্তার
উত্তান তাঁর করতলদ্বয়
অঙ্কমধ্যে নিবেশিত রয়
মনে লয় যেন রক্তকমল
মেলিয়াছে শোভা তার। ৪৫

জটাজুটে তাঁর ঊর্দ্ধমুখীন
জড়ায়ে রয়েছে কাল
কর্ণেরে বেড়ি লম্বিত তাঁর
দ্বিগুণ অক্ষমাল
গ্রন্থিবদ্ধ উত্তরীপ্রায়
কৃষ্ণমৃগের চর্ম্ম শোভায়
নীলকণ্ঠের কণ্ঠপ্রভায়
ঘননীল মৃগছাল। ৪৬

নাসিকার পানে সন্নত তাঁর
আভাসিছে ত্রিনয়ন
স্তিমিত উগ্র তারাগুলি তার
নির্ব্বাণ-দরশন
ভ্রূবিলাস সেথা লভেছে বিরতি
স্পন্দনহারা রোমসংহতি
অধোমুখপানে নয়নের জ্যোতি—
অমলিন বিকীরণ। ৪৭

অন্তরমাঝে রুদ্ধ মরুৎ
তাই তাঁরে মনে লয়
একখানি যেন জলভরা মেঘ
বৃষ্টি নাহিক হয়
অথবা এ যেন মহাসমুদ্র
নাহি কল্লোল শব্দ রুদ্র
নিশ্চল যেন জ্বলিছে প্রদীপ
বায়ু যেথা নাহি বয়। ৪৮

ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি উঠি
কপালনেত্র-পথে
জ্যোতি অঙ্কুর থরথরি কাঁপে
অপূর্ব্ব গর্ব্বতে
সে আলোকপাতে হয়েছিল ম্লান
শিরেতে তাঁহার আছে যার স্থান
সেই শিশু চাঁদ তনু যার মৃদু
মৃণালের সূতা হ'তে। ৪৯

নবদ্বারপথে চিত্তবৃত্তি
নাহি যাতে বাহিরায়
সমাধিবশ্য করি সেই মন
হৃদয়ে মগনকায়
পুরুষেরা যাঁরে কহে অবিনাশী
নিজ মাঝে তাঁরে স্বয়ম্প্রকাশি
হেরিতেছিলেন নিজেরে মহেশ
নিজ ধ্যান-ধারণায়। ৫০

অদূর হইতে সে মূরতি হেরি
শঙ্কিত হল প্রাণ
স্বপ্নেও তাঁরে বিঁধিতে পারিবে
কোথা সে আশার স্থান
জানিতে নারিল মনসিজ হায়
কখন খসিয়া পড়েছে ধূলায়
শঙ্কাশিথিল হাত হ'তে তার
ফুলধনু ফুলবাণ। ৫১

হেনকালে সেথা হেরিল মদন
রূপরাগ বিথারিয়া
নির্ব্বাণপ্রায় যেনরে তাঁহার
শৌর্য্যে জীবন দিয়া
দুটি বনদেবী সখী সাথে সাথে
আসে ধীরি ধীরি কাননসভাতে
পর্ব্বতরাজকুমারী কন্যা
বনতল আলোকিয়া। ৫২

বসন্তফুল-আভরণে তাঁর
তনু দেহলতা ভরা
গুচ্ছ গুচ্ছ অশোক যেনরে
রক্তমণিতে গড়া
কর্ণিকা ফুল করেছে হরণ
সোনা হতে তার স্বর্ণবরণ
সিঁধুয়ার ফুলে মনে হয় যেন
মুকুতার মালা পরা। ৫৩

তনু দেহ তাঁর স্তনের ভারেতে
ঈষৎ পড়েছে নুয়ে
অঙ্গেরে ঘিরি বসনখানিরে
শিশুরবি গেছে ছুঁয়ে
তাঁরে দেখি মনে জাগে এই কথা
পায়ে পায়ে যেন চলে আসে লতা
ফুলের স্তবকে আধ-আনমিতা
পল্লবে চুমি ভুঁয়ে। ৫৪

বকুল-মেখলা কটিতট হতে
বার বার খসে যায়
চলিতে চলিতে হাত দিয়া রুধি
খসিতে না দেয় তায়
শ্রীমদন যেন ঠাঁই বিবেচিয়া
গচ্ছিত-প্রায় গেছেন রাখিয়া
ফুলধনুকের দ্বিতীয়া মৌর্ব্বী
তাঁর সেই মেখলায়। ৫৫

সম্ভ্রমভরে চঞ্চলদিঠি
উমা আসে ধীরে ধীরে
হস্তের লীলা-কমল-আঘাতে
নিবারি ভৃঙ্গটিরে
সুগন্ধি তাঁর নিশ্বাসবায়
ভ্রমরের অতি তৃষ্ণা জাগায়
বিম্বসমান অধরের পানে
তাই আসে ফিরে ফিরে। ৫৬

উমারে হেরিয়া অনিন্দ্য তাঁর
সুন্দর বরতনু
যে রূপের কাছে রতি লাজ পায়
ভাবিল পুষ্পধনু
সংযমী সেই মহামুনিবর
মহেশেরে আজি আর নাহি ডর
সার্থক হবে সফলকর্ম্ম
আমার ফুলের ধনু। ৫৭

ভবিষ্যপতি দেবাদিদেবের
প্রতিহার-ভূমিতলে
প্রবেশিল যেই পর্ব্বতবালা
হৃদয়-পদ্মদলে
পরম আত্মা নামে পরাজ্যোতি
নেহারি তাহার প্রকাশ মূরতি
সমাধির শেষ করিল মহেশ
নন্দিত পরিমলে। ৫৮

রসাতল হ'তে শেষনাগ যবে
ধীরে ফণাগ্রপরে
তুলিয়া ধরিল সেই ভূমিভাগ
প্রচুর যতনভরে
অতি ধীরে ধীরে মহেশ তখন
ছাড়িল রুদ্ধ নিশ্বাস পবন
শিথিল করিল দৃঢ় বীরাসন—
না জানি ক'যুগ পরে। ৫৯

সম্মুখে আসি প্রণাম করিয়া
কহিল নন্দী তাঁরে
হে প্রভু, আগতা গিরিরাজসুতা
শুশ্রূষা করিবারে
প্রবেশের তরে বাঁকায়ে ভ্রূগতি
তাহারে মহেশ দিলে অনুমতি
নন্দীর সাথে আসে পার্ব্বতী
দেবদারুবেদিধারে। ৬০

প্রথমে তাঁহার দুটী বনসখী
মহেশেরে প্রণমিয়া
তুলিয়াছিলেন যে মধুকুসুম
স্বহস্তে আহরিয়া
রাশি রাশি করি সেই ফুলদল
মিশাইয়া নব পত্রকোমল
দিল ত্র্যম্বক-চরণের মূলে
সম্ভ্রমে বিথারিয়া। ৬১

উমাও যেমনি মহেশচরণে
শির অবনত করি
সম্ভ্রমভরে করিল প্রণাম,
অমনি মরিলো মরি
নীলঅলক-মধ্য-উজল
একটী নবীন কর্ণিকাদল
কর্ণশিথিল দুটী পল্লব
পড়িল চরণে ঝরি। ৬২

"অনন্যভাজ পতি কর লাভ"
এই শুভাশীষবাণী
সত্যনিগূঢ় মহেশের মুখে
শুনিলেন উমারাণী
মহাপুরুষের মুখ হতে যাহা
বাহিরায় কভু নাহি ধরে তাহা
বিফল কিম্বা অপর অর্থ
লোকমাঝে তাহা জানি। ৬৩

পতঙ্গ যথা বহ্নির মুখে
ছুটে যায় সেই মত
অবসর বুঝি আঘাত করিতে
স্থির-প্রতীক্ষা-রত
উমাকে তাঁহার লয়ে সমক্ষে
ফুলবাণ রাখি বদ্ধ লক্ষ্যে
মুহু মুহু গুণ টানিতে লাগিল
মদন ভাগ্যহত। ৬৪

মন্দাকিনীর সলিল হইতে
পদ্ম চয়ন করি
সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিয়া
জপমালা বীজে গড়ি
আনিয়াছিলেন যে বীজমালিকা
উপহারতরে গিরির বালিকা
রাখিয়া রক্তকরতলে তাহা
গিরীশেরে দিল ধরি। ৬৫

প্রণয়িপ্রিয় দেব মহাদেব
প্রসারিত করি পাণি
যেমনি গ্রহণ করিবেন সেই
সুন্দর মালাখানি
অমনি মদন সময় বুঝিয়া
পুষ্পধনুকে দিলেন যুজিয়া
"সম্মোহন" নামেতে সে বাণ
অব্যর্থ সন্ধানী। ৬৬

হরের ধৈর্য্য অমনি টলিল
ভেঙে গেল যেন বাঁধ
সাগরে যেমন নেচে ওঠে ঢেউ
আকাশে উঠিলে চাঁদ
উমার মধুর মুখের উপরে
বিম্বসমান ওষ্ঠ অধরে
ঘন ঘন হায় ভেঙে ভেঙে যায়
তিন আঁখি উন্মাদ। ৬৭

পুলকি উঠিল উমার অঙ্গ
নবীন নীপের মত
ফুলের মতন বিকসিতে চায়
হৃদয়ের ভাব যত
সরমের ভরে বাঁকায়ে মুখানি
সেথায় দাঁড়ায়ে রহে উমারাণী
অপরূপ হল সে মুখের শোভা
নয়ন করিতে নত। ৬৮

তারপরে দেব মহাতপস্বী
জিতেন্দ্রিয়তা-বলে
রোধ করি নিজ ইন্দ্রিয়ক্ষোভ
পুনঃ দৃঢ়তর বলে
কেন যে নিজের চিত্ত বিকৃত
জানিবার তরে চিত সংযত
হানিতে লাগিল দৃষ্টি নিয়ত
আকাশে ভূধরে জলে। ৬৯

আত্মযোনিরে হেরিলেন তিনি
দক্ষিণ-আঁখি-শেষে
নিবিষ্ট তার বদ্ধমুষ্টি
স্কন্ধ দেহেতে মেশে
চারুচাপ করি চক্রসমান
ফুলকার্ম্মুকে আরোপিত বাণ
নতবামজানু বসে আছে কাম
সন্ধানী বীরবেশে। ৭০

তপশ্চরণে বিদ্রোহ হেরি
হররোষ উঠে জ্বলি
ঘন ভ্রূভঙ্গে ভীষণদৃশ্য
হরের মুখস্থলী
সহসা তৃতীয় নয়ন খুলিয়া
ললাট হইতে ছোটে বাহিরিয়া
পিঙ্গলশিখ বহ্নির ধারা
ধকধকি উজ্জ্বলি। ৭১

"সংহর প্রভু সংহর ক্রোধ"
সর্ব্বদেবতা-বাণী
শেষ হয় নাই তখনো ফিরিছে
গগনে পবনে হানি
ভবের নেত্রে জন্ম লভিয়া
হায় তারি মাঝে বহ্নি জ্বলিয়া
ভস্মাবশেষ করিল দহিয়া
মদনের তনুখানি। ৭২

তীব্র আঘাতে স্তম্ভিত করি
ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া তাঁর
রতিদেবী পরে রাখিল মূর্চ্ছা
ধীরচরণভার
ক্ষণকালতরে মদনপ্রিয়ায়
না জানিতে দিয়া ঘোর বারতায়
মূর্চ্ছা যেনরে সাধিলেন হায়
বহু বহু উপকার। ৭৩

বজ্র যেমন বনস্পতিরে
নিমেষে বিনাশ করে
তপের বিঘ্নে তেমনি নাশিয়া
ভাবে হর অন্তরে
যেথা নারীজাতি সেথা আর নয়—
তারপরে ডাকি প্রমথনিচয়
সাথে লয়ে সবে ধূর্জ্জটি তবে
মিলায় শূন্যপরে। ৭৪

আর গিরিবালা ;—দুনয়নে হেরি
ব্যর্থ ব্যর্থ সব
উন্নতশির পিতার বাসনা
নিজ দেহ বৈভব
সখিদের আঁখি সকলি দেখিল
তাই অতি লাজভরে
শূন্যহৃদয়া কোনোমতে চলে
নিজ মন্দির পরে। ৭৫

রুদ্রের রোষে ত্রস্ত হৃদয়
দ্রুত আসি হিমগিরি
মুকুলিতাআঁখি দুহিতারে নিজ
বাহুমাঝে স্নেহে ঘিরি
দন্তলগ্না পদ্মিনী বতি
ঐরাবতের প্রায়
ভবনের মুখে চলিলেন তিনি
বেগলম্বিতকায়। ৭৬

"রতি-বিলাপ"

(চতুর্থ সর্গ)

মোহপরায়ণা মদনবধূরে
দিলেন বিধাতা চেতনা
মনে মনে হায় ছিল বিধাতার
বোঝাবেন তাঁরে নব বিধবার
কী যে অসহ্য বেদনা। ১

প্রলয়ের শেষে আঁখি মেলে ধনী ;
প্রাণ এল যেন নয়নে
জানিত না হায় যে প্রিয়ের তরে
তৃপ্তিবিহীন আঁখি ঘুরে মরে
তারে না হেরিবে জীবনে। ২

"রয়েছে ত প্রিয়, পরাণের বঁধু?"
কহিতে কহিতে উঠিয়া
হেরিল সমুখে হরকোপানল-
পুরুষ-আকৃতি-ভস্ম কেবল
ধরাতলে আছে লুটিয়া। ৩

বিহ্বল হল পুনঃ সে বরাকী
কাঁদিয়া উঠিল পরাণী
ধরণীপরশে ধূসরিত হিয়া
ঘনকেশভার পড়ে আকুলিয়া—
সাথে কাঁদে তাঁর বনানী। ৪

"হে প্রিয়, কবিরা যে তনুর সাথে
রূপের দিতগো তুলনা
সে তনুর হেরি দীন দশা হেন
ফাটেনা আমার এ পরাণ কেন?
পাষাণে কি গড়া ললনা? ৫

"আমি ত তোমার জীবন-অধীন;
ক্ষণে ভালবাসা দলিয়া
বাঁধ ভাঙি যথা স্রোত ছুটে যায়
নলিনীরে ফেলি, সেই মত হায়
কোথা গেলে তুমি চলিয়া? ৬

"তুমি ত করনি মোরে অনাদর
দাসী নয় দোষী চরণে
একা বসি কাঁদে সে তোমার প্রিয়া
কেমনে রয়েছ দেখা নাহি দিয়া
বল প্রিয় কোন কারণে? ৭

"ভুলেছ কি প্রিয় সেদিনের কথা
ভুলেছ কি সব কথা কি?
কর্ণকমলে দিয়েছিনু তাড়া,
ভুল-নামে-ডাকা, দিইনিকো সাড়া,
পরাগ-অন্ধ দুআঁখি? ৮

" 'অন্তরলোকবাসিনী আমার'
এই বলি মোরে ডাকিতে
ছলনা কি তাহা? মন-রাখা কথা?
যদি নাহি হবে তুমি গেলে কোথা
আমার এ দেহ থাকিতে? ৯

"ওগো পরলোক-নবীন-প্রবাসী,
লহ মোরে তব সাথেগো
ফুরায়েছে সুখ হতে সংসার
তুমি নাই তাই শোন হাহাকার
বিধিদোষে সবে কাঁদেগো। ১০

তুমি নাই প্রিয়, কার সাথে আর
যাবে অভিসারে কিশোরী?
তিমিররূপিণী ঘোম্‌টায় ঘেরা
রাজপথে যেতে ভয় পাবে এরা
মেঘ-গরজনে শিহরি। ১১

তুমি নাই প্রিয়, কি করিতে পান
করিবে বধূরা বলনা?
বৃথা কি হবেনা রাঙা আঁখি দিয়া
শুধু চেয়ে মরা কিছু না দেখিয়া—
ব্যর্থ কথার কলনা? ১২

'তুমি আছ নামে' জানিয়াও চাঁদ
বৃথাই উঠিবে গগনে
হলেও যে হায় অমানিশাপার
কৃশতনু ছাড়া হবে দুখ তার
বন্ধু তোমার মরণে। ১৩

"তুমি নাই! নাই! বল প্রিয় বল
কার বাণ হবে বলগো
'ফুটেছে' জানাত কোকিলের ধ্বনি
হরিত-অরুণ যার সে বাঁধনি
সে চূতমুকুল নব গো? ১৪

"হায় ভ্রমরেরা;—যাহাদের লয়ে
ধনুগুণ হ'ত রচনা
আমার এ দুখ দেখি হের তারা
গুণ্ গুণ্ করি কেঁদে হল সারা—।
কি করুণ সমবেদনা! ১৫

"জাগ জাগ প্রিয়, ওঠ প্রিয় মোর,
মোহন তনুটি ধরগো
মধুকথা কয় স্বভাববিদুষী
ঐ যে হোথায় কোকিলপ্রেয়সী
রতিদূতী তারে করগো। ১৬

ওগো প্রিয় মোর! শান্তি না পাই
মনে পড়ে কথা যতগো
পরশের লাগি চরণে লুটিতে
মাগিতে মিলন এ বাহু দুটিতে
গোপনে বিহার কতগো। ১৭

"সাজায়েছিলে হে রতিপণ্ডিত
বাসন্তী ফুলে আমারে;
তেমনি রয়েছে সেই ফুলসাজ—
তোমার তনুর দেখা নাহি আজ
সে মোহন তনু কোথারে? ১৮

"আলতা পরাণো হয়নিক সারা
স্মরিল তোমারে দেবতা
নির্ম্মম তারা, ফিরে এস নাথ,
বামপায়ে তুমি দাওনি যে হাত
আলতায় রাঙা কর তা। ১৯

"ত্রিদিবে রয়েছে চতুরার দল
দিব না তাদের হরিতে
ও হৃদয়খানি হে পরাণস্বামী
অনলে এখনি ঝাঁপ দিব আমি
তোমার অঙ্ক লভিতে। ২০

"যাব যাব আমি সাথে যাব তব
রব না তোমারে ছাড়িয়া
মদনবিহীন তিলেকের তরে
রতি ছিল বাঁচি? হায় চিরতরে
অপবাদ গেল রহিয়া। ২১

"তুমি চলে গেছ অজানা লোকেতে ;—
এখন মরণ-ভূষণে
সাজাব কেমনে দাও মোরে বলি
পরাণের সাথে দেহ গেছে চলি
সাজাই তোমারে কেমনে ? ২২

"বাণগুলি তুমি সরল করিতে
ধনুটি কোলেতে ফেলিয়া
মধু সাথে কথা কহিতে কহিতে
দুখিনীর পানে গোপনে চাহিতে
কেমনে যাব তা ভুলিয়া ? ২৩

"কোথা গেল তব হৃদয়ের সখা
কোথা বসন্ত কোথা সে
হরের রুদ্ররোষ কিগো তারে
নিয়ে গেছে তবে বন্ধুর ধারে ?
ফুলে ধনু গড়ি দিত সে।" ২৪

রতির বিলাপ বিষবাণসম
বাজিল মাধব পরাণে
সান্ত্বনা দিতে রতিরে তখন
বসন্তদেব দিল দরশন
রতির সজল নয়ানে। ২৫

তাঁরে হেরি রতি উঠিল কাঁদিয়া
বুকে করযুগ হানিয়া
কাঁদিল সে রতি কত যে হায়রে—
আপনার জনে দেখিলে যায়রে
দুখের দুয়ার খুলিয়া। ২৬

বিহ্বল রতি কহিল তাঁহারে
"বন্ধুর দশা দেখগো
কপোতধূসর ভস্ম বঁধুর
বহে নিয়ে যায় পবন সুদূর
দেখ বসন্ত দেখগো। ২৭

"শোন, কথা রাখ, হে প্রিয় আমার
দেখা দাও তব মাধবে
পুরুষের প্রেম জানি অস্থির
ভোলে সে নারীরে ; হয় না অধীর
সুহৃদের পরে এ ভবে। ২৮

"ওগো ফুলবাণ, এসেছে মাধব
যে তব দখিনে রহিয়া
মৃণাল-তন্তুগুণ-ধনুকের
অধীন করিত হের দেবেদের
দানবে মানবে জিনিয়া। ২৯

"ফিরিবেনা আর ওগো বসন্ত !
সখা তব গেছে চলিয়া
দীপের মতন বায়ুর আঘাতে
নিভে গেছে সখা, এ মোর দশাতে
দুখধূম উঠে কাঁপিয়া। ৩০

"কি করেছ বিধি? মদনে বধিয়া
আধেক হত্যা সেধেছ
ভেঙে দেয় তরু গজরাজ যবে
তরুবুক ছিঁড়ি পড়েনাকো তবে
হেন লতা কেহ দেখেছ? ৩১

"মদনের সখা, দাও হে রতির
এই প্রিয়কাজ সাধিয়া
সহিতে পারিনা আর ব্যথা হায়
প্রভুর নিকটে পাঠাও আমায়
অনলে আমারে ডারিয়া। ৩২

"চাঁদের সহিতে চাঁদিমা মিলায়
মেঘেতে মিলায় দামিনী
অচেতন যারা তারাও যে জানে
এই ধ্রুব কথা—'যারা সতী প্রাণে
তারা পতি অনুগামিনী'। ৩৩

"তব সুন্দর দেহরজে, বঁধু,
বক্ষ ধূসর করিব
নবপল্লবশয়নের পরে
শুয়ে আছি যেন এই মনে ক'রে
অনলে এ তনু সঁপিব। ৩৪

"কত সহায়তা করিতে মাধব,
পুষ্পশয়নরচনে
করজোড় করি কহিতেছে রতি
রাখ তার কথা, রাখ এ মিনতি—
রচি দাও শেষ শয়নে। ৩৫

"সে শয়ন রচি, দিও তুমি দিও
অনল দিও এ শরীরে
দখিন সমীরে জাগায়ো অনল
মোরে না দেখিলে হয় সে বিকল
সহেনা তিলেক দেরীরে। ৩৬

"একবার শুধু অঞ্জলি ভরি
জলদান কোরো হে সখা,
অঞ্জলিভরা সেই জলদান
পরলোকে বসি করিবেগো পান
আমার সহিতে সে একা। ৩৭

"তারপরে তুমি দিয়োগো মদনে
বন্ধু মাধব দিয়োগো
চলপল্লব আম্রমুকুল
বড় ভালবাসে বঁধু সেই ফুল
সে যে তার বড় প্রিয়গো"। ৩৮

স্থির হল যেই মৃত্যুবরণ
জাগিল আকাশে ভারতী;
নবমেঘ হতে যথা বারি ঝরি
বিশীর্ণ হ্রদে বাঁচায় শফরী
প্রাণ পেল তথা সে রতি। ৩৯

"রতিদেবি! তব রহিবেনা চির
এ বৈধব্য-বেদনা
শোন তবে আজি যে পাপের তরে
পতঙ্গসম পতি তব মরে
হরের লোচন দহনা। ৪০

'কাম-পরাধীন একদা বিধাতা
তনয়ারে করে কামনা
নিগ্রহ করি নিজের বিকার
শাপ দেন ধাতা মদনে তোমার—।
পূর্ণ সে শাপধারণা। ৪১

"ধর্ম্মানুরোধে কহে শেষে ধাতা
'হবে এ শাপের অন্ত;
পার্ব্বতীতপে প্রসন্নমনে
বিবাহিলে তাঁয় হের সেইখনে
উঠিবে সে মহানন্দ

"সেই সুখে হর ফিরায়ে দিবেন
মদনের দেহ মদনে
ইন্দ্রিয়জয়ী যাঁহারা মহান্
তাঁহারাই শুধু মেঘের সমান
বজ্র ও সুধা ঝরণে'। ৪২।৪৩॥

"হবে প্রিয়সাথে মিলন তোমার
দেহটি রাখিও যতনে
সলিল শুখায় রবিকরে বটে
তবু বরষায় নদী ভরে ওঠে
মনে রেখো ইহা, শোভনে"। ৪৪

এই মত রহি আঁখির আড়ালে অশরীরী কোনো প্রাণী
নাশিল রতির মরণবাসনা আকাশে ছড়ায়ে বাণী।
সে বাণী শুনিয়া ফুলধনুসখা বিশ্বাসে বাঁধি প্রাণ
ঘুচে যায় দুখ হেন সান্ত্বনা রতিরে করিল দান। ৪৫

যেমনি দিনের কিরণবিহীন ধূসর ইন্দুলেখা
সন্ধ্যার আশে পথ পানে চায় করুণ নয়নে একা
বিরহে তেমনি কৃশতনুখানি কামবধূ বিমলিন
পোহাবে কবে এ দুঃখযামিনী ভাবিয়া কাটায় দিন। ৪৬

"উমার তপস্যা"

(পঞ্চম সর্গ)

অতঃপর উমা হেরিয়া সে পুষ্পশরে
ভস্মশেষ পিণাকীর রুদ্রকোপানলে,
ভগ্নমনোরথা সমস্ত হৃদয় দিয়া
আপনার রূপরাশি লাগিল নিন্দিতে—
প্রিয় যাহে নাহি ভোলে মিথ্যা সে চারুতা। ১
সমাধি লভিয়া, তপশ্চরণের বলে
বন্ধ্যা রূপলক্ষ্মী তাঁর অবন্ধ্যা করিতে
সঙ্কল্পিল উমাসতী ; নতুবা কেমনে
লভিবেন দুটি, সে হেন পুরুষরত্ন
সে হেন প্রণয়। ২

জননী মেনকা দেবী
তনয়ার অনুরাগ মহেশের প্রতি,
তপস্যায় অভিলাষ, করিয়া শ্রবণ
সে মহাতপস্যা হতে সম্বরণ লাগি
কহিলেন বক্ষে বাঁধি উমারে তাঁহার— ৩
"মা আমার, মনোমত আছে মোর গৃহে
দেবপাত্র বহু ; কোথায় শরীর তব,
কোথায় তপস্যা ? জাননাকি উমারাণী,

কোমল শিরীষপুষ্প সহে পদভর
ভ্রমরের, বিহঙ্গের নহে ?"। ৪

জননীর
স্নেহেভরা বাণী টলাইতে পারিলনা
উমারে সঙ্কল্প হ'তে ; পারে কিগো কেহ
ফিরাইতে ঈপ্সিতার্থে স্থিরবদ্ধ মন,
নিম্নগামী সলিলের ধারা ? ৫

তারপরে
একদিন নর্ম্মসখীমুখে নিবেদিল
মনস্বিনী মনোরথ-অভিজ্ঞ পিতারে,
আফলোৎপত্তি তপঃসমাধির তরে
স্বেচ্ছায় অরণ্যবাস। পূজ্য পিতৃদেবে ৬
অনুরূপ আগ্রহেতে তুষি গৌরীরাণী,
লভি অনুমতি, আসিলেন সর্ব্বশেষে
শিখণ্ডিমণ্ডিত সেই পর্ব্বতশিখরে
প্রথিত উত্তরকালে 'গৌরী' নামে যাহা। ৭

খুলিয়া ফেলিল বালা সুদৃঢ়নিশ্চয়া
কণ্ঠ হতে মুকুতার মালা, বিলোলিত
যার সপ্তনলী স্তনের চন্দনপঙ্ক
দিত মুছাইয়া ; পরিল শ্রীঅঙ্গ ঘেরি
বালার্ককপিশবর্ণ বল্কলবসন
চুম্বি যুগ-স্তনচূড় ছিন্নবন্ধ যার। ৮
আনন বালার যেমনি মধুর ছিল
প্রসিদ্ধ চিকুরে, রহিল তেমনি মধু
জটার জটিল ভারে ; কমল যেমতি
সুচিরসুন্দর রহে মধুকরশ্রেণী
কিম্বা শৈবাল-সঙ্গতে। যে মৌঞ্জমেখলা ৯
পরিয়াছিলেন বালা ব্রতকার্য্যতরে
রোমসঞ্চারিণী ত্রিগুণ পরুষ, তাহা
আরক্ত করিয়া দিল শ্রোণীতট তাঁর
প্রথম সে ব্যবহারে। করের অঙ্গুলি ১০
লেপেনা অধরে আর অলক্তকরাগ,
খেলেনাক আর ক্রীড়ার কন্দুক লয়ে
অরুণিত স্তনঅঙ্গরাগে ; কুশাঙ্কুর—
বিদ্ধ আজি বহিল তা মিত্র জপমালা। ১১

মহার্ঘ্য পালঙ্কপরে পার্শ্বশয্যাকালে
আপন চিকুর হ'তে ভ্রষ্ট পুষ্পদলে
যে বালা লভিত ব্যথা, সে বালা আজিকে
বাহুলতা উপাধান করি, মরিমরি
অনাবৃত ভূমিতলে করিল শয়ন। ১২
ব্রতকালে যেন বালা রাখিলেন ন্যাস
তাঁহার সে দুঐশ্বর্য্য সে দুটির কাছে
বিলাসবিভ্রমলীলা—তন্বী লতিকায়
চঞ্চল চাহনিখানি—হরিণ-বধূতে। ১৩
অতন্দ্রিতা সেই বালা কুচকুম্ভজলে
লালন করিত নিজে শিশুবৃক্ষগুলি ;
গভীর সে স্নেহ তাঁর অগ্রজাতপরে
ক্ষণমাত্র কমে নাই কুমারসম্ভবে। ১৪
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরা নীবারের কণে
লালিত কুরঙ্গদল এমনি তাঁহারে
মানিত গভীর স্নেহে, চমকি সখীরে
তাদের নয়ন বালা নিজ আঁখি সাথে
নিত পরিমিয়া। আসিতেন মুনিদল ১৫
দেখিতে উমারে অভিষিক্তা তীর্থজলে,

অধ্যয়নরতা, বল্কল উত্তরী অঙ্গে,
হোমকৃতবতী ; বয়সের পরিমাণ
নাহি দেখে কেহ ধর্ম্ম-প্রবীণেতে। ১৬
বৈরী প্রাণী যত বিসর্জ্জিল পূর্ব্বহিংসা,
তরুগণ যত প্রসবিয়া কাম্যফল
অর্চ্চিল অতিথি, নব-পর্ণকুটীরেতে
সতত-জাগ্রত বহ্নি তপোবনখানি
তুলিল পবিত্র করি। ১৭

কিন্তু উমাসতী
না লভিয়া ইষ্টসিদ্ধি পূর্ব্বতপস্যায়
উপেক্ষিয়া আপনার তনুর তনিমা
তপস্যা কঠিনতর পুনঃ আরম্ভিল। ১৮
যে বালা হইত ক্লান্ত কন্দুকক্রীড়ায়
সে বালা আজিকে গাহন করিল নিজে
মুনিব্যবসায়ে—মনে হয় নিরমিত
এই দেহ স্বর্ণে ও কমলে, স্বভাবতঃ
সারবান্ তথাপি কোমল। ১৯

গ্রীষ্মকালে

সুমধ্যমা প্রজ্বলিত চারি অগ্নিমাঝে
বসিয়া মধুর-হাসি নির্ণিমেষ-আঁখি
হেরিতেন সূর্য্যদেবে চক্ষু-বিঘাতিনী
প্রভারে জিনিয়া। সূর্য্যের কিরণ-খিন্ন ২০
তপ্ত মুখখানি ধরিত পদ্মের শোভা,
কেবল সুদীর্ঘ তাঁর অপাঙ্গদুটীতে
ধীরে ধীরে শ্যামরেখা স্থাপিত চরণ। ২১
তরুগণ যথা কেবল জীবন ধরে
পান করি অযাচিত বর্ষিত সলিল
সুধাময় চন্দ্রমার সেবিয়া কিরণ
তেমনি সে বালা রহিত জীবন ধরি। ২২
গ্রীষ্মঅবসানে দ্যুলোক-ভূলোক-চারী
বিবিধ বহ্নিতে নিতান্তসন্তপ্তা সতী
নবজলে সিক্ততনু ধরণীর সাথে
উচ্ছ্বসিত বাষ্প ঊর্দ্ধগামী। প্রথম সে ২৩
বর্ষাবিন্দু পক্ষ্মপরি ক্ষণিক রহিয়া
ব্যথিয়া অধর তাঁর, চূর্ণিত-শরীর
তুঙ্গ পয়োধরচূড়ে, ত্রিবলীর পথে

পুনঃ স্খলিতগমন, ধীরে প্রবেশিত
সুগভীর নাভিগর্ভ চিরস্থিতিতরে।   ২৪
শয়ন করিত বালা রূঢ় শিলাতলে
গৃহহীনা নিরন্তর ঝঞ্ঝায় বৃষ্টিতে—
সে মহাতপস্যাসাক্ষী রাত্রিদেবী তাঁরে
হেরিতেন সবিস্ময়ে বিদ্যুৎলোচনে।   ২৫
হেমন্তের হিমরাত্রে শিশিরার্ত্তবায়ে
বসতি তাঁহার ছিল হিমজলমাঝে
অনন্তবেদনাভরে হেরিতেন বালা
চক্রবাক চক্রবাকী ক্রন্দিছে বিরহে।   ২৬
সরোবরে পদ্ম যেথা গিয়াছে মরিয়া
তুষার-আঘাতে হায় সেথায় নিশায়
পদ্মগন্ধী মুখ তাঁর রহিত ফুটিয়া
কাঁপিত অধর পদ্ম-পল্লবের মত।   ২৭
তপস্যার পরাকাষ্ঠা জীবন ধারণ—
বৃক্ষের বিশীর্ণপর্ণে স্বয়ং পতিত ;—
কিন্তু বালা ত্যজিয়া তাহাও লভিলেন
"অপর্ণা" এ অভিধান পৌরাণিকমুখে।   ২৮

এইরূপে ব্রত করি রাত্রিদিন ধরি
পীড়িয়া আপন অঙ্গ মৃণালকোমল
কঠিন-শরীর-সাধ্য তপস্বি-তপস্যা
পশ্চাতে ফেলিয়া গেল বালা। ২৯

অতঃপর

তপোবনে প্রবেশিল ব্রহ্মচারী এক—
সুদৃঢ়শরীর তাঁর, মুখে প্রৌঢ়বাণী,
কৃষ্ণসারচর্ম্ম অঙ্গে, শিরে শোভে জটা,
হস্তে পলাশের দণ্ড, সর্ব্বতনু ঘেরি
জ্বলিছে পাবকসম দীপ্ত ব্রহ্মতেজ। ৩০
অতিথিবৎসলা উমা বহুমান করি
অর্চ্চিল সে ব্রহ্মচারী; সমদর্শী যাঁরা
তাঁহারাও কভু গৌরবের পক্ষপাতী
পুরুষবিশেষে। যথাবিধি আতিথেয় ৩১
গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মচারী ক্ষণকাল
শ্রম বিনোদিয়া, নিক্ষেপি সরলদৃষ্টি
পার্ব্বতীর মুখে কহিতে লাগিল বাণী
শিষ্টজনোচিত, ৩২

"তপোধনে! আশা করি
সুলভ এ তপোবনে কুশ ও সমিৎ,
সুলভ তীর্থের জল অভিষেক তরে,
আশা করি কর নাই শক্তি অতিক্রমি
তপস্যা কঠিন; ধর্ম্মকার্য্যতরে দেবি,
প্রধান সাধন হেথা এ নশ্বর দেহ। ৩৩
যে পল্লব লতিকার জলদান লভি
সম্ভৃতগৌরব, অলক্তকহীন তব
পাটল অধর সাথে দ্বন্দ্বে অহর্নিশ
আছে ত তাহারা ভাল? যে হরিণদল ৩৪
তব হস্ত হতে চুরি করে তৃণদল
প্রণয়ের ভরে, চঞ্চল নয়ন দিয়া
নয়নমাধুরী তব করে অভিনয়,
তাহাদের পরে আছ ত প্রসন্ন মন? ৩৫
পর্ব্বতনন্দিনি! তোমা হেরি মনে হয়
"যেথা রূপ সেথা পাপ নাহি"—হেন কথা
সত্য অতি। অয়ি দেবি উদারদর্শনে!
তব পাশে শিক্ষা মাগে প্রৌঢ় ঋষিগণ
এমনি সুন্দর তুমি ধর্ম্মশীলতায়। ৩৬

পূত নহে তথা হিমাচল স্বর্গচ্যুত
গাঙ্গেয়সলিলে, সপ্তর্ষির পুঞ্জ যাহে
ভাসায় পুষ্পের পূজা, যথা তব দেবি,
অনাবিল চরিত্রসম্পদে। হে ভাবিনি! ৩৭
চিত্ত হতে দূর করি বিষয়ার্থকাম
সেবিছ কেবল ধর্ম্ম, তাই মনে হয়
ধর্ম্মই ত্রিবর্গসার। অতিথি-আদরে ৩৮
মোরে করেছ আপন, পর বলি মোরে
দেবি, ভাবিও না আর; সাধুদের মাঝে
বন্ধুত্ব সঞ্জাত হয় সাতটী কথায়। ৩৯
বহুক্ষমা তুমি দেবি, আমিও ব্রাহ্মণ
স্বভাবচপল অতি; মোর মনোমাঝে
জেগেছে দুএক প্রশ্ন, যদি নাহি হয়
গোপনীয়, রহিও না নিরুত্তর হ'য়ে। ৪০
প্রথম ধাতার কুলে জনম তোমার
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য তুমি ধরেছ তনুতে
অমৃগ্য ঐশ্বর্য্যসুখ, নবীন বয়স,
কি কামনা লাগি তবে এ তপস্যা তব? ৪১
জানি, মানিনীরা করে থাকে হেন তপ

সুহৃঃসহ প্রিয়শোক প্রতীকারতরে
কিন্তু অয়ি কৃশোদরি ! না পাই ভাবিয়া
হেন কিছু তোমামাঝে। এই তনু তব 　　৪২
শোক কভু পারেনা স্পর্শিতে ; অসম্ভব
পিতৃগৃহে তব অপমান ; পরকৃত
অপমান সেও অসম্ভব ; সাধ্য কার
হরে মণি শির হতে ফণিনীর ! হায়, 　　৪৩
বুঝিতে নারিনু এ তব যৌবনে কেন
আভরণ ত্যজি পরেছ বল্কলবাস
বার্দ্ধক্যগৌরব, কহ মোরে—সন্ধ্যাকালে
স্ফুটচন্দ্রতারা, হয়কি অরুণোদয় ? 　　৪৪
স্বর্গ যদি কাম্য হয়, বৃথা শ্রম তব ;
পিতার প্রদেশ দেবি ! তব দেবভূমি ;
যদি কাম্য পতিলাভ—এ সমাধি কেন ?
রত্ন নাহি খোঁজে কারে, রত্নে খোঁজে সবে। 　　৪৫
তপ্ত নিশ্বাসেতে তব মনের কামনা
পড়িয়াছে ধরা, তথাপি আমার মনে
জাগিছে সংশয়—তব যোগ্য পতি আমি
না হেরি ধরায়, প্রার্থিতদুর্লভ হেন

কিরূপে সম্ভবে? নিষ্ঠুর সে যুবা যারে ৪৬
করিছ কামনা! কেমনে নিশ্চল আছে
হেরিয়া তোমার ধান্যমঞ্জরীর ন্যায়
স্রস্ত দীর্ঘ জটা আঘাত করিছে গণ্ড
শূন্য-কর্ণোৎপল? তোমারে নেহারি ৪৭
কার না কোমল মন হয়গো ব্যথিত—
তপস্যায় অতিকৃশ রৌদ্রদগ্ধ তনু
দিনের ললাটে যেন ম্লানচন্দ্ররেখা! ৪৮
সৌভাগ্যউন্মত্ত সত্য সে তোমার প্রিয়
বঞ্চিছে নিজেরে চির রহি অন্তরালে
ঐ তব বক্রপক্ষ্ম মধুদৃষ্টি হ'তে। ৪৯
গৌরি, কতকাল সহিবে তপস্যাদুঃখ?
গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধ মোর পুণ্যফল
পূর্ব্বাশ্রমসঞ্চিত তপের, লভ সিদ্ধি;
কেবল কহগো মোরে মধুরভাষিণি!
কে সে সৌভাগ্যবান্ কামনার ধন"? ৫০

অতঃপর উমারাণী ব্রহ্মচারীমুখে
আপন অন্তর-কথা শুনি লাজনতা,

মনোগত বাণী তাঁর নারিল কহিতে ;
কেবল হানিল পার্শ্বে নর্ম্মসখীমুখে
বঙ্কিম নয়নদুটী অঞ্জনবিহীন। ৫১
উত্তরিল পর্ব্বতনন্দিনীসখী

"সাধু!

কুতূহল যদি এত করুন শ্রবণ ;
তপস্যার পাত্র কেন হেন অঙ্গখানি ;
ছত্ররূপে ব্যবহার কে করে কমলে ? ৫২
হেথা এ মানিনী, তুচ্ছ করি ইন্দ্রআদি
চতুর্দ্দিশপতি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী,
পতিরূপে যাচে পিণাকীরে, যে তাপস
মদনদহন পরে অ-বশ্য সৌন্দর্য্যে। ৫৩
অঙ্গহীন অনঙ্গের শর, লক্ষ্যভ্রষ্ট
পিণাকীর অসহ্যহুঙ্কারে, বিঁধিয়াছে
গভীর আঘাতে মোর সখীর হৃদয়। ৫৪
সেই হতে কদাচিৎ উন্মদনা বালা
ললাটচন্দনপঙ্কে ধূসর অলক,
শান্তি লভিলনা, যদিও পিতার গৃহে
শয়ন করিত সখী তুষারশিলায়। ৫৫

কাননকুঞ্জেতে যবে পিণাকিচরিত
করিতেন গান, কিন্নররাজার কন্যা
হেরি পার্ব্বতীর ব্যথা অশ্রুরুদ্ধবাণী
স্খলিতঅক্ষর কাঁদিতেন সাথে সাথে। ৫৬

তৃতীয় প্রহর নিশি; মুহূর্ত্তের তরে
নয়ন মুদিয়া সখী সহসা জাগিত,
"কোথা যাও নীলকণ্ঠ?" অসম্বদ্ধ কহি
বাঁধিতেন বাহু কার মিথ্যাকণ্ঠপরে। ৫৭

স্বহস্তে আঁকিয়া মূর্ত্তি মোর মুগ্ধা সখী
বসি নিরজনে কহিত নিলীমকণ্ঠে
'শুনিয়াছি ঋষিমুখে তুমি অন্তর্যামী
আমার মনের ভাব তুমি কি জান না'? ৫৮

শেষে যবে বুঝিলেন, নাহি অন্য পথ
লভিবারে জগৎপতিরে, পিতৃদেব-
অনুমতি লয়ে আমাদের সাথে হের,
এসেছেন তপোবনে তপস্যার তরে। ৫৯

স্বহস্তবর্দ্ধিত তরু সাক্ষী তপস্যার
ধরিয়াছে ফল, কিন্তু কামনা সখীর
চন্দ্রমৌলিলাভ—এখনও যে তার
অদৃষ্টঅঙ্কুর। নারি মোরা সখীজন ৬০

অশ্রু রুধিবারে ; জানি না কখন সেই
দুরারাধ্য দেব বরষিবে অনুগ্রহ
তপঃক্লশা সখীতে মোদের, ইন্দ্র যথা
ঢালে বারি ধরাক্ষেত্রে শুষ্ক অবর্ষণে।" ৬১

ইঙ্গিত-অভিজ্ঞ সখী এই মত করি
নিবেদিলে পার্ব্বতীর মনোভাব তাঁরে
নৈষ্ঠিকসুন্দর যুবা মুখে নাহি হাসি
সুধালেন "একি সত্য, কিম্বা পরিহাস"। ৬২
অতঃপর উমা ধরিয়া জপের মালা
স্ফটিকে রচিত আপনার করপুটে,
অঙ্গুলি যাহার বদ্ধ মুকুলের সম—
বহুক্লেশে কহিলেন মিতাক্ষরা বাণী। ৬৩
"হে বেদবিদ্বান্, সত্য শুনিলেন যাহা ;
অভাজন যাচে উচ্চপদ ; সে দুর্লভ
পদ লাগি তপস্যা অলীক ; কিন্তু নাহি
অন্ত বাসনার।" ৬৪

কহিলেন ব্রহ্মচারী
"গৌরীরাণি, মহেশ্বর সুবিদিত মোর,

পূজিছ তাহারে কেন? স্বভাব তাহার
পূর্ণ অমঙ্গলে; তাই অনুৎসাহী
মোর মন। অসুন্দরে এ আগ্রহ তব। ৬৫
ভেবে দেখো মনে কেমনে সহিবে তুমি
যবে শম্ভুকর সর্পের বলয়পরা
ধরিবে তোমার কর—আভরণ যাহে
বিবাহের পুণ্যসূত্রখানি? আরবার ৬৬
ভেবে দেখো মনে কলহংস-আঁকা কোথা
বধূর বসন আর কোথা গজাজিন—
বিন্দু বিন্দু বর্ষিছে শোণিত; অসঙ্গত
মিলন এদের। শত্রু তারা, যারা হায় ৬৭
দেখিবারে চায় অলক্তরঞ্জিত তব
চরণদুখানি, চিরদিন বিচরিত
পুষ্পাস্তীর্ণ গৃহতলে যাহা, নিক্ষেপিছ
শ্মশানভূমিতে বিকীর্ণ শবের কেশে। ৬৮
অসম্ভব,—শিববক্ষ আলিঙ্গবে তোমা?
এর চেয়ে অসঙ্গত কি আছে ধরায়?—
হরিচন্দনেতে লিপ্ত তব স্তনযুগে
লাগিবে চিতার ভস্ম ধূলির কণিকা? ৬৯

বিবাহের দিনে অনেক সহিতে হবে—
গজরাজপৃষ্ঠপরে তোমারে না হেরি
হাসিবে সম্ভ্রান্তজন বিবাহের শেষে
আরোহিবে যবে তুমি বৃদ্ধ বৃষপরে।   ৭০

পিণাকি-মিলন লাগি দুইটী পদার্থ
ধরিয়াছে হের দেবি, শোচনীয় দশা—
অন্যতমা, চন্দ্রমার কান্তিমতী কলা
আর তুমি ত্রিভুবন-নয়ন-কৌমুদী।   ৭১

হে শিশুমৃগাক্ষি! কোন্ গুণ আছে শিবে
বরণীয় বরমাঝে যাহা? দেহমাঝে
ত্রিনয়ন, জনম অজ্ঞাত, দিগম্বর
প্রচারিছে অর্থবিহীনতা। অতএব   ৭২

এ আবেগ হতে ফিরাও তোমার মন;—
কোথা তুমি সুলক্ষণা, কোথা সে পরুষ—
সাধু যারা তারা কভু নাহি করে দেবি,
বৈদিকী যূপের পূজা শ্মশানশূলেতে।”   ৭৩

প্রতিকূলবাণী শুনি ব্রহ্মচারিমুখে
রোষভরে উঠিল কাঁপিয়া পার্ব্বতীর

অধরপল্লব, নয়নের প্রান্তদুটি
ধরিল লোহিত শোভা, হল সঙ্কুচিত
ভঙ্গিমা ভূরুর ; হানি বক্রদিঠি রোষে ৭৪
কহিলেন "ব্রহ্মচারী ! অবিদিত তব
মহেশ্বর। হেন বাণী কহিলে কেমনে ?
মূঢ় যারা, তারা ঈর্ষ্যা করে চিন্তাতীত
মহাত্মা-চরিত অলোকসামান্য। ছিঃ ছিঃ ৭৫
ঐশ্বর্য্য-উৎসুক যারা, দুঃখে পীড়া পায়,
তারা ফেরে কল্যাণ-সন্ধানে ; জগতের
ত্রাতা যিনি বাসনা-অতীত, কি হইবে
তাঁর সে কল্যাণ লভি, চিত্ত যাহে হয়
কলুষিত আশার তাড়নে ? অকিঞ্চন, ৭৬
তবু তিনি সম্পদের হেতু ; শ্মশানেতে
বসতি তাঁহার, তবু ত্রিলোকের পতি ;
রুদ্রমূর্ত্তি তথাপি মঙ্গলময় ; কেহ
নাহি জানে পিণাকীর যথার্থ গৌরব। ৭৭
কভু গজাজিনধারী, দুকূল কখনো,
নরমুণ্ডশোভী কভু, কভু চন্দ্রমৌলী
কেবা জানে মূর্ত্তি তাঁর মূর্ত্তি বিশ্ব যাঁর। ৭৮

সে বরাঙ্গস্পর্শ লভি চিতাভস্মকণা
পবিত্র পদার্থ; স্বর্গের অমরবৃন্দ
রুদ্রের তাণ্ডবভ্রষ্ট সেই ভস্মকণা
সসম্ভ্রমে লেপে শিরোদেশে। ঋদ্ধিহীন ৭৯
ব্রজে বৃষপরে; কিন্তু ইন্দ্র হেন দেব
মদমত্ত দিগ্বারণ বাহন যাহার
প্রণমিয়া চরণ-অঙ্গুলি তাঁর করে
অরুণিত বীতনিদ্র-মন্দারপরাগে। ৮০
নষ্ট মন তব, তবু দোষ বিচারিতে
কহেছ একটী সত্য মহেশবিষয়ে—
কেবা পারে নিরূপিতে জনম তাঁহার
ব্রহ্মার জনক বলি বিশ্বশ্রুত যিনি। ৮১
বাক্যব্যয়ে কাজ নাই। যেরূপ শুনেছ
সেরূপ রহুন তিনি সম্পূর্ণ অশেষ
মোর মন তাঁর মাঝে মগ্ন একরসে
জাননাকি, ভালবাসা বিচার সহেনা! ৮২
সখি সখি; ক্ষান্ত কর দুষ্ট ব্রাহ্মণেরে
কি যেন বলিতে চায় স্ফুরিছে অধর—

মহতের অপমান যে করে সে পাপী
কর্ণে শোনে যেগো সেও লিপ্ত হয় পাপে।   ৮৩
হেথা আর রহিব না।”

অবসানবাণী

যেমনি উঠিল বালা, সত্বর-উত্থানে
পয়োধর-ভ্রষ্ট হল বল্কলবসন—
অমনি ধূর্জ্জটী স্বীয় মূর্ত্তি উজলিয়া
মৃদুহাসি বক্ষোমাঝে ধরিল বালারে॥   ৮৪

বঁধুরে হেরিয়া বেপথুমতীর রসিয়া উঠিল অঙ্গ
উত্থিত রহি চরণ বালার ভুলিল পতনরঙ্গ
পথে যেতে লভি পর্ব্বতবাধা নদীসম আকুলিতা
চলিতে নারিল রহিতে নারিল শৈলরাজার সুতা।   ৮৫

“আজি হতে অয়ি অবনত-তনু! হইনু তোমার দাস
কিনেছ আমারে তপের মূল্যে” শুনিয়া হরের ভাষ
দূরে সরে গেল ঝটিতি বালার নিয়মজ ক্লেশরাশি
সুফল ফলিলে জুড়ায় বেদনা নবীন জীবন আসি।   ৮৬

"উমা-দান"

(ষষ্ঠ সর্গ)

সখীর মুখেতে গৌরী তখন গোপনে জানাল হরে
"দাতা মোর দেব পর্ব্বতরাজ, লহ তাঁর মত করে"। ১
প্রিয়ের নিকটে প্রেয়সী পাঠাল সখীজনমুখে বাণী
সহকারশাখা কোকিলের মুখে
হৃদয়ের কথা জানায় মধু-কে
—ধ্বনিরূপ এর মানি। ২

'তথাস্তু' কহি কোনোমতে হায় উমার বিদায় ল'য়ে
স্মরিল শম্ভু সপ্ত ঋষিরে থাকে যারা তারা হ'য়ে। ৩
তপোধন তাঁরা নামিল তখনি সঙ্গে অরুন্ধতী
পুঞ্জ পুঞ্জ আলোক বিতরি
গগনাঙ্গন উজ্জ্বল করি
যেথা দেব পশুপতি। ৪

দিগ্বারণ-মদ-সুরভিত স্বর্গগঙ্গাজলে
স্নান সারি এল, সেথা মন্দার-কুসুম ঢেউএতে দোলে। ৫
মুকুতায় গাঁথা যজ্ঞোপবীত জপমালা রতনের
অঙ্গে ঝলিছে হৈম বাকল—
সন্ন্যাসব্রত দিল কেগো বল
কল্পপাদপদের ? ৬

সূর্য্য ছোটান্ নীচে দিয়ে ঘোড়া, নামায়ে রথের কেতু
ঊর্দ্ধে নয়ন তোলেন সূর্য্য এঁদের প্রণামহেতু। ৭
প্রলয়বিপদে মহাবরাহের ছিল এঁরা দ্রংষ্ট্রায়
ক্ষীণবাহু যবে লতাইয়া দিয়া
বরাহদন্ত ছিল আঁকড়িয়া
বাঁচিবারে ধরা হায়। ৮

ব্রহ্মার পরে বাকি যে সৃষ্টি রচনা তা ইঁহাদের
প্রাচীন স্রষ্টা নামে ডাকে তাই কবিগণ পুরাণের। ৯
জন্মান্তর-তপঃপুঞ্জ যদিও সফল তবু
ভোগ করি তপঃপুণ্যের ফল
হয়নিক মহাধ্যান-চঞ্চল
সপ্তর্ষিরা কভু। ১০

পতির চরণে নয়ন রাখিয়া দাঁড়াল অরুন্ধতী
ঋষিদের মাঝে সে যেন তপের সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী। ১১
নাহি কোনো ভেদ রমণী-পুরুষে, সজ্জন বরণীয়;
পুরুষ সপ্তঋষিরা যেমন
রমণী অরুন্ধতীও তেমন
শিবের আদরণীয়। ১২

দেবীরে হেরিয়া শিবের হৃদয়ে জাগে বিবাহের কথা
ধর্ম্মকার্য্যমূলে থাকে শুধু পত্নী পতিব্রতা। ১৩
ধর্ম্মের তরে পার্ব্বতীপরে সঁপিলে শম্ভু প্রাণ
অপরাধভীত মদনের হিয়া
জীবনের আশে উঠে পুলকিয়া
ভয় হল অবসান। ১৪

বেদবেদাঙ্গ-দর্শী যাঁহারা সপ্ত সে ঋষি এবে
পুলকিততনু প্রণমি কহিল দেবদেব মহাদেবে ১৫
"সুষ্ঠু শিখেছি ব্রহ্মবিদ্যা, ঘৃতদান হোমানলে,
এত কাল ধরি সাধিয়াছি যাহা
আজিকে সুফল ধরিয়াছে তাহা
ধন্য সে তপোবলে। ১৬

"ধন্য আমরা, জগতের গুরু, স্মরেছ মোদের তুমি
মন দিয়া যেথা যাওয়া নাহি যায় লভেছি সে মনোভূমি। ১৭
যাহার হৃদয়ে বাস কর তুমি সে বড় ভাগ্যবান্
ভাগ্যের কথা কি কব তাদের
ব্রহ্মকারণ চিত্তে যাদের
কর দেব স্থানদান। ১৮

"তপনের পারে চন্দ্রের পারে যদিও বসতি করি
অধিক উর্দ্ধ উঠায়েছ পদে সদয়ে মোদের স্মরি। ১
তোমার আদরে মোদের না ধরে বহুমান নিজপ্রতি
মহতের কাছে লভিলে আদর
নিজেদের প্রতি বাড়ে সমাদর
এ কথা সহজ অতি। ২

"স্মরণ করেছ তাই আমাদের হর্ষ ধরে না আর
কি হবে নিবেদি তুমি জান দেব, অন্তর সবাকার ২
আঁখির আগেতে আছ তুমি, তবু তোমারে নাহিক জানি
তোমার সত্য জানাও মোদের
প্রসীদ হে দেব, বুদ্ধিপথের
অতীত তোমারে মানি। ২

"এ কোন মূর্ত্তি ধরেছ হে দেব? বিশ্বসৃজন মূর্ত্তি?
অথবা এ তব স্থিতির মূর্ত্তি কিম্বা প্রলয়-মূর্ত্তি? ২
মহা আবেদন রহুক এখন; কহ দেব, এবে কহ
চিন্তামাত্রে আসিয়াছি মোরা
কোন্ কাজে এবে লাগিব আমরা
কিসের আজ্ঞাবহ"? ২৪

ভগবান তবে কহিলেন বাণী ; দশনময়ূখ-শোভা
মৌলিমিলিত চন্দ্রের হের বাড়াল তন্বী প্রভা। ২৫
"ঋষিগণ, সবে জানত কিছুই নিজতরে নাহি করি
অষ্ট মূর্ত্তি এই যে আমার
বিচার করিয়া দেখ সবাকার
কল্যাণ লাগি ধরি। ২৬

"মোর পাশে এক সন্তান মাগে দেবদল গতপুণ্য
মেঘের নিকটে জল চাহে যথা চাতক পিপাসা-ক্ষুণ্ণ। ২৭
অরণিরে যথা সংগ্রহে হোতা হোমানল জ্বালিবারে
সেইরূপ আমি পুত্রের লাগি
বিবাহের তরে আজি অনুরাগী
পর্ব্বততনয়ারে। ২৮

"আমার লাগিয়া হিমালয়পাশে তনয়ারে লহ চাহি
সাধুদের দেওয়া বিবাহ কখনও হয়নাক ক্লেশবাহী। ২৯
সে গিরি মহান্ প্রতিষ্ঠাবান বহে পৃথিবীর ভার
সম্বন্ধ করি তাঁহার সহিতে
মান-লাঘবতা হবেনা বহিতে
মোর এই সুবিচার। ৩০

"বিবাহ লাগিয়া কি বলিতে হবে ধৃষ্ট সে উপদেশ
প্রমাণ-স্বরূপ তোমাদের গড়া আচারের সমাবেশ। ৩১
এই ব্যাপারেতে মন দেন যেন আর্য্যা অরুন্ধতী
এই হেন যত বিবাহব্যাপারে
চতুর নিপুণ পাই দেখিবারে
পুরন্ধ্রীদের অতি। ৩২

"হিমালয়পুরে ওষধিপ্রস্থে যাওগো তোমরা সবে
মহাকোশীনদী-প্রপাতের ধারে পুনরায় দেখা হবে"। ৩৩
বিবাহের তরে উৎসুক হেরি তাপস-প্রথম হরে
ব্রহ্মাতনয় ঋষিগণ আজ
হৃদয় হইতে পরিণয়-লাজ
করে দূর সুখভরে। ৩৪

'তথাস্তু' বলি ঋষিমণ্ডলী যাত্রা করিল সুরু
পূর্ব্বলিখিত মহাকোশীতীরে এলেন জগদ্গুরু। ৩৫
মানসের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে উঠি অসিনীল নভে
গিরিরাজধানী লভিয়া অমনি
ওষধিপ্রস্থে নামিল তখনি
সপ্তর্ষিরা সবে। ৩৬

ধনিকনগরী অলকা হইতে এ নগর মহীয়ান্;
দেববাহুল্য ত্রিদিবের যেন লভেছে হেথায় স্থান। ৩৭
গঙ্গাপ্রবাহে পরিখা রচনা ওষধি দেউলে জ্বলে
সুবৃহৎ মণিশিলায় ইহার
সুচতুরভাবে গঠিত প্রাকার
নগররক্ষা চলে। ৩৮

ভূগর্ভজাত অশ্ব; নাগের ভয় নাহি হর্ষ্যক্ষে
এ নগর শুধু বহে বনদেবী কিন্নর আদি যক্ষে। ৩৯
ইহার সৌধশিখর জড়ায়ে জলদেরা তোলে রোল
মৃদঙ্ অথবা মেঘ গরজায়
শুধু এ সূক্ষ্ম ভ্রান্তি ঘোচায়
দ্রুত মৃদঙ্গ-বোল। ৪০

চঞ্চলি ওড়ে বসনগুচ্ছ কল্পশাখার পরে
এরা যেন ধ্বজা সৌধযন্ত্রে রেখেছে কে অনাদরে। ৪১
হেথায় নিশায় স্ফটিকে রচিত পানভূমি পরে যত
ঠিকরি উঠিত তারাদের আলো
চারিদিকে চোখে লাগিত সে ভালো
ছড়ানো ফুলের মত। ৪২

হেথা রাজপথে ঘনঘোর রাতে ওষধিলতিকা জ্বলে
অভিসারিকারা জানেনা সে হেতু আঁধার কাহাকে বলে। ৪৩
যৌবন ছাড়া বয়স নাহিক, যম হেথা ফুলশর
মূর্চ্ছা হেথায় শুধু ঘুমঘোর
সুরতির মধুশ্রান্তি-বিভোর
সেই ঘুম মনোহর। ৪৪

ভ্রূযুগ বাঁকায়ে অধর কাঁপায়ে তর্জ্জনী তুলি রোষে
বঁধুদের ভয় দেখায় বধূরা না আসিলে তারা বশে। ৪৫
নগরপ্রান্তে গন্ধমাদন শোভে হেথা উপবন
সন্তানক-তরুর ছায়ায়
বিদ্যাধরেরা আলসে ঘুমায়
ক্লান্ত পথিকগণ। ৪৬

হেরি সে নগর দিব্য ঋষিরা হল চঞ্চলমনা
স্বর্গের লোভে করা যে পুণ্য মনে হল বঞ্চনা। ৪৭
গিরির ভবনে নামিলেন বেগে, উন্মুখ যত দ্বারী
হেরিতে লাগিল নামিছেন তাঁরা
ছবিতে লিখিত অনলের পারা
নিশ্চল জটাধারী। ৪৮

আকাশ হইতে দাঁড়ালেন নামি বয়সের অনুপাতে
মনে হল যেন জলের মাঝারে সূর্য্যের সারি ভাতে।   ৪৯
অভ্যর্থিল দূর হতে গিরি অর্ঘ্য লইয়া করে ;
অন্তঃসার-দুর্ভর অতি
অবনত হল যেন বসুমতী
গিরিরাজ-পদভরে।   ৫০

ধাতুরক্তিম অধর গিরির বুক তাঁর শিলাময়
দেবদারু-বাহু সে গিরিরে হেরি চিনিতে কি ভুল হয় ?   ৫১
শাস্ত্রীয়মতে বন্দনা করি শুদ্ধ সে ঋষিগণে
গিরিরাজ নিজে দেখায়ে শরণি
অন্তঃপুরে আনিল তখনি
সম্ভ্রমনত মনে।   ৫২

বেত্র আসনে বসায়ে তাঁদের আসন গ্রহণ করি
কহিলেন জুড়ি দুটি করপুট বিনয়ে হৃদয় ভরি।   ৫৩
"অতর্কিত এ দরশনলাভ, হে দিব্য ঋষিগণ,
বিনামেঘে যেন হতেছে বৃষ্টি
বিনাফুলে যেন ফলের সৃষ্টি
হেন লয় মোর মন।   ৫৪

"অজ্ঞান হতে জাগিয়াছি যেন, লোহা ছিনু হনু সোনা ;
ভূলোকে ছিলাম এসেছি দ্যুলোকে লভি যেন কৃপাকণা। ৫৫
আমার নিকটে সবে আজি হতে আসিবে শুদ্ধি তরে
মহতেরা যেথা রাখেন চরণ
তীর্থ সে ঠাঁই, এ নামকরণ
প্রসিদ্ধ ঘরে ঘরে। ৫৬

"দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! হের পূত আমি দুকারণে
ও চরণ-ধোওয়া জল পড়ে শিরে গঙ্গাপ্রবাহসনে। ৫৭
দুটি রূপ তবু এ তনু আমার দুটি কৃপা লভিয়াছে
চরণচিহ্ন ধরিয়াছে বুকে
স্থাবর শরীর, জঙ্গম সুখে
ভৃত্য হইয়া আছে। ৫৮

"তব কৃপা লভি হেরগো আমার হর্ষ ধরে না আর
ধরিতে না পারে এই গিরিদেহ দিগন্ত-সঞ্চার। ৫৯
গুহার মাঝারে যে আঁধার ছিল সে আঁধারে শুধু নয়
তেজঃপুঞ্জ মূরতি প্রকাশি
আমারো মনের তমোগুণরাশি
করিয়া দিয়াছ লয়। ৬০

"কি কাজ রয়েছে বুঝিতে না পারি ; থাকে যদি, কেন দেরী
তবে কি আমারে পাবনের লাগি আগমন·হেথা হেরি ?   ৬১
তথাস্তু, তবু ঋষিগণ, কিছু আজ্ঞা করুন মোরে
'এই কাজ কর' আদেশ লভিলে
ধন্য হয়গো ভৃত্যেরা মিলে
সে আদেশ শিরে ধ'রে।   ৬২

"আমি আছি, আছে ভার্য্যা, রয়েছে উমা আমাদের প্রাণ
কে করিবে কাজ, কহ ঋষিগণ, আর কারে কাজে চান ?"   ৬৩
এই হেন বাণী কহিলেন যবে হেন মোর মনে লয়
গুহামুখ হতে প্রতিধ্বনিয়া
সেই বাণী যেন দ্বিবার করিয়া
কহিলেন হিমালয়।   ৬৪

অঙ্গিরাদেবে রাখিল সমুখে অন্য ঋষিরা সবে।
কথা-প্রসঙ্গ-পটু সেই ঋষি কহিল গিরিরে তবে   ৬৫
"কহিয়াছ যাহা তোমারেই সাজে, কিছু নাহি কহিবার
উন্নত তব শিখর যেমন
হে রাজা, তোমার চিত্ত তেমন
মূর্ত্তি উচ্চতার।   ৬৬

"স্থাবর শরীর তুমি যে বিষ্ণু সন্দেহ নাহি তায়
তোমার মাঝারে হের চরাচর রহিবার স্থান পায়। ১৬৭
পাতাল অবধি প্রবেশ করিয়া ধরিতেনা ধরা যদি
মৃণাল-কোমল ফণার উপরে
বাসুকিনাগের সাধ্য কি ধরে
এই ধরা নিরবধি। ৬৮

"অবিচ্ছিন্ন তব জলধারা সাগর রুধিতে নারে
পবিত্র হের চরাচর তব নদী ও কীর্ত্তিভারে। ৬৯
বিষ্ণুচরণে সম্ভূতা বলি জাহ্নবী পূজা পায়
উন্নতশির তুমি যে তাহার
উদ্ভব বলি হের গঙ্গার
সে মহিমা রয়ে যায়। ৭০

"বিক্রমকালে ছিল হরি শুধু ব্যাপিয়া নিখিল দিক্
দক্ষিণে বামে অধে কি ঊর্দ্ধে, তোমার তা স্বাভাবিক্। ৭১
যজ্ঞের যাঁরা ভাগ পান তুমি বসি তাঁহাদের মাঝে
ব্যর্থ করেছ হের হিমালয়
শৃঙ্গ মহান্ হিরণ্যময়
মেরুশিরে যাহা সাজে। ৭২

"স্থাবর দেহেতে কাঠিন্য তুমি করেছ সমর্পণ
ভক্তিনম্র এই দেহে করো সাধুদের আরাধন। ৭৩
যে কাজের লাগি আসিয়াছি মোরা লহ সে কাজের ভার
কল্যাণ যাতে হয় গিরি, তব
উপদেশ দিয়া মোরা শুধু হব
কাজের অংশীদার। ৭৪

"ত্রিলোকমাঝারে 'পরমেশ্বর' একক উপাধি যাঁর,
শিরে শোভে যাঁর অর্দ্ধচন্দ্র, অণিমাদি ভূষা যাঁর, ৭৫
অশ্বেরা যথা রাজপথপরে রথেরে ধরিয়া থাকে
পরস্পরের করি সহায়তা
যাঁহার অষ্টমূরতি গো তথা
বিশ্বে ধরিয়া রাখে, ৭৬

"নিখিল প্রাণেতে বিরাজ তথাপি যোগীদের যিনি ধ্যেয়
যাঁর লোক হতে সংসারমাঝে ফিরিয়া আসে না কেহ ৭৭
বিশ্বের যিনি কর্ম্মসাক্ষী বরদ মহান্ যিনি
বিবাহে বাঁধিতে তব দুহিতায়
ঘটক করিয়া মোদের পাঠায়
সেই মহাদেব তিনি। ৭৮

“ভারতীর সাথে অর্থসমান উভয়মিলন হোক্
নিজ তনয়ারে সুপাত্রে দিলে থাকে না পিতার শোক। ৭৯
বিশ্বনিখিলে যত প্রাণী আছে হের গিরি, গৌরবে
জগতের পিতা শিবের ঘরণী
উমারাণী হ’লে জগজ্জননী
“মা” বলি ডাকিবে সবে। ৮০

“ত্রিদিবের যত অমরবৃন্দ মহেশেরে প্রণমিয়া
রাঙাইয়া দিবে মায়ের চরণ মুকুটের আলো দিয়া। ৮১
উমারাণী বধূ, তুমি হবে দাতা, ঘটক আমরা যেথা,
বর মহাদেব, বিবাহে এ হেন
কুল-গৌরব বাড়ে গিরি, জেনো
সন্দেহ নাহি সেথা। ৮২

“স্তববন্দনা কারেও করেনা তথাপি নিখিলবন্দ্য
সে গুরুর তুমি গুরু হবে, গিরি, ঘটিলে বিবাহবন্ধ”। ৮৩
এই বাণী যবে কহিলেন ঋষি, বসিয়া পিতার পাশে
গণে উমারাণী এক এক করি
লীলাকমলের দলগুলি ধরি
মুখে ক্রমে নেমে আসে। ৮৪

যদিও সফল তবু গিরিরাজ মেনকার মুখে চায়
কন্যাব্যাপারে গৃহিণীরা আঁখি সর্ব্বত্র দেখা যায়। ৮৫
মেনকা দেবীও সম্মতি দিল পতির সে অভিলাষে
পতির যেথায় কল্যাণ তথা
প্রায়ই দেখা যায় যাঁরা পতিব্রতা
বাধারূপে নাহি আসে। ৮৬

'ঋষিদের কি যে উত্তর দিই'—মনেতে বিচার করি
মঙ্গলসাজে সাজায়ে মেয়েরে কহে গিরি বুকে ধরি ৮৭
"এস মা আমার, পরমেশ্বরে ভিক্ষা দিলাম তোরে
ঋষিগণ তোরে মাগিছেন আজি
সংসারফল আজি লভিয়াছি
এ ভিক্ষা দান ক'রে। ৮৮

এই কথা বলি নিজ তনয়ারে গিরিরাজ কহে তবে
"হের ঋষিগণ, ত্রিলোচন-বধূ প্রণাম করিছে সবে"। ৮৯
শুনি সে উদার রাজবাণী ঘন আনন্দ প্রকাশিয়া
'হওমা সফল' কহিলেন ধীরে
সপ্ত ঋষিরা পার্ব্বতী শিরে
শুভাশীষ বরষিয়া। ৯০

প্রণাম-আদরে বিগলিয়া পড়ে উমার সোনার চুল
বশিষ্টবধূ কোলে নেন তারে সরমেতে সমাকুল। ৯১

মায়ের দুআঁখি ভরিল জলেতে আকুল তনয়া লাগি
সান্ত্বনা দিয়া কহিল আর্য্যা
"নাই জামাইএর অন্য ভার্য্যা
সে অশেষ গুণ ভাগী"। ৯২

"বিবাহের তিথি স্থির হল কবে" হরের শ্বশ্রূ বলে
"তিনদিন পরে" কহিয়া তখন ঋষিরা গাত্র তোলে। ৯৩

হিমালয় পাশে বিদায় লইয়া আসি ত্রিশূলীর কাছে
কার্য্যসিদ্ধি নিবেদি তাঁহারে
চলিল ঋষিরা গগনের পারে
তারা হয়ে যেথা আছে। ৯৪

শৈলতনয়া-মিলন লাগিয়া
উন্মনা হল মহেশের হিয়া
তিন দিন তাঁর কাটে না যে আর
তিন দিন যাবে কবে—
বিভুরেও যদি টলাইতে পারে
এই ভাবগুলি, বলত আমারে
অবশ করিবে মানুষের মন
এ কি ভাবা ভুল হবে? ৯৫

"উমার বিবাহ"

(সপ্তম সর্গ)

যার গিরিবালা :—ত্রিনয়নে হেরি

ব্যর্থ ব্যর্থ সব– -

(তৃতীয় সর্গ—৭৫ শ্লোক)

তারপরে এল শুক্লপক্ষ

শুভ সপ্তমী তিথি

ধ্বনিয়া উঠিল গিরিরাজগৃহে

বিবাহের শুভগীতি

বিবাহের কাজে ত্রুটি নাহি হয়

দেখেন স্বয়ং নৃপ হিমালয়

চারিদিকে তাঁর দাঁড়াইয়া রয়

বন্ধু স্বজনাতিথি। ১

ঘরে ঘরে যত পুরপ্রবীণারা

মহা অনুরাগ ভরে

সাজাল ত্বরিতে নানা উপচার

শুভবিবাহের তরে

ওষধিপ্রস্থ আর রাজপুরে

বাঁধা হয়ে গেল একখানি সুরে

নগর প্রাসাদ হল রূপায়িত

একটি বিরাট ঘরে। ২

চীনাংশুকের কেতনে আকুল
মহাপথ নগরের
ঝলকি উঠিল সোনার আলোক
কাঞ্চন তোরণের
মন্দারফুলে পথ ফুলে ফুল
সব দেখি মোর একি হয় ভুল—
উঠে এল বুঝি স্বর্গ-সৃষ্টি
শিরে গিরিশিখরের ! ৩

বহু সন্ততি যদিও রাজার
তবু উমা আজি একা
বিবাহ নিকট হওয়াতে পিতার
হল পরাণের রেখা
মরণের পার হতে যেন তারে
ফিরে পাওয়া গেছে জীবনের ধারে—
বহুদিন পরে পিতামাতা যেন
পেয়েছে মেয়ের দেখা। ৪

শুভাশীষ লভি কোল হতে কোলে
ঘোরে ফেরে উমারাণী
ভূষণে ভূষণে উঠিল চমকি
সে গৌর তনুখানি।
যদিও রাজার আত্মীয়দের
আপনার জন ছিল আদরের
তবুও আজিকে সবার আদর
একা পেল উমারাণী। ৫

উঠিল সূর্য্য; উদয়ের পরে
তৃতীয় নিমেষ গুণি
মিলন লভিলে চন্দ্রের সাথে
উত্তর-ফাল্গুনী
পতি ও পুত্রবতী পুরনারী
পরাল মোহন অঙ্গে তাহারি
শুভবিবাহের নানা উপচার
কত মরকত চূণী। ৬

গৌরবরণ সর্ষপগুলি
দূর্ব্বাপ্রবাল সাথে
অঙ্গে তাহার লাগিয়া রহিল—
শোভা যা বাড়িল তাতে
কৌশেয় বাস নাভি উজ্জ্বলি
করকে সায়ক উঠে ঝলমলি
স্নানে চলিলেন রাজার দুলালী
অপরূপ গরিমাতে। ৭

অবসান হলে কৃষ্ণপক্ষ
যেমন চন্দ্ররেখা
আলোকে উছলে লভিয়া কিরণ
সূর্য্যদেবের একা
শোভিল তেমনি বালা উমারাণী
লভিয়া নবীন সে শায়কখানি
বিবাহআচার অনুসরি যেই
শ্রীকরে দিল তা দেখা। ৮

লোধ্রফুলের রেণু দিয়া ঘষি
উঠায়ে অঙ্গ-স্নেহ
শুষ্ক কালেয়-গন্ধ-প্রলেপে
দেহরাগ করে কেহ।
সিনান লাগিয়া পরায়ে বসন
পুরনারীগণ মনের মতন
উমারে লইয়া চলিল যেথায়
চতুঃস্তম্ভ গেহ। ৯

সেথা ছিল রাখা শিলাতল এক
মরকতমণি-গড়া
চারিদিকে তার স্থূল মুকুতার
মোহন ঝালর ঝরা।
সেথায় উমারে বসায়ে সকলে
কনককলস হতে ঢালি জলে
সিনাইয়া দিল, বাজিতে লাগিল
বেণু বীণা সুস্বরা। ১০

মঙ্গলস্নানে শুদ্ধগাত্রী
হের পার্ব্বতী রাণী
পতির সহিতে মিলনযোগ্য
পরিল বসনখানি।
নবীনমেঘের বারিস্নান করি
. উঠিল যেনরে বসুধা শিহরি
ফুটিল যেনরে সারা দেহ ভরি
কাশ-কুসুম-বাণী। ১১

স্নানাগার হতে পুণ্যবতীরা
হাতখানি স্নেহে ধরি
বহন করিয়া আনিল উমারে
কৌতুক বেদী' পরি।
স্তম্ভচারিটি মণিময় তার
উর্দ্ধে রয়েছে বিতান বাহার
উমার লাগিয়া সে বেদীটি ছিল
আসন বুকেতে করি। ১২

পূর্ব্বদিকেতে মুখানি ফিরায়ে
বসাল তন্বী তারে
সম্মুখে সবে রহে ক্ষণকাল
অবাক্ আবেশ ভারে।
সাজাবার তরে এনেছিল যাহা
অযতনে পাশে রহে গেল তাহা
সহজমোহন ঐ রূপ হতে
চোখ আর ফেরে নারে। ১৩

একটি রমণী ধূপের ধোঁয়ায়
কেশভার শুকাইয়া
বিনাইল বেণী মাঝে মাঝে তার
নবফুলে বিনোদিয়া।
তারপরে ধীরে যতন করিয়া
উদার কবরী দিল সে বাঁধিয়া
দূর্ব্বা সহিতে পাণ্ডুবরণ
মধুক-মালিকা দিয়া। ১৪

শুক্ল অগুরু চন্দনরসে
লেপিল অঙ্গ তার
গোরোচনা দিয়া আঁকিল অঙ্গে
পত্রলতার ভার।
গঙ্গার তীরে বালুর বেলায়
চক্রবাকেরে যেমন দেখায়
সে শোভার চেয়ে সুন্দর হোলো
অঙ্গ সে উমা-মার। ১৫

সুন্দর হয় জানিগো কমল
ভ্রমর বসিলে তাহে
খণ্ড মেঘের আড়ালে চন্দ্র
সুন্দর—সবে গাহে
প্রসিদ্ধ সেই উমার অলকে
সে মুখকান্তি এমনি ঝলকে
সকলের কথা ভুল হয়ে যায়
উপমা বা দিব কাহে। ১৬

লোধ্রফুলের পরাগে রুক্ষ
উমার কপোল দুটি
গোরোচনা দাও, সে কপোল হ'তে
অরুণিমা পড়ে টুটি
ধরিল কর্ণে যব-অঙ্কুর
কপোলের পাশে বর্ণ প্রচুর
রঙের মহিমা হেরিতে সেথায়
চোখ যায় সদা ছুটি। ১৭

মধুরগঠন অধরে উমার
রুচকের রেখা রাজে
আরো রাঙা হল—মধুচ্ছিষ্ট
লেপে দিতে তার মাঝে
লাবণ্যফল আসন্ন বলি
কাঁপিল কি সুখে সে অধরকলি?
কি মায়া জাগিল কম্প্র অধরে
বরণিতে পারি না যে। ১৮

আল্‌তার রসে রাঙাইয়া দিয়া
পার্ব্বতী-পা-তুখানি
এক সখী তারে পরিহাসভরে
কহিল আশীর্বাণী
"এই চরণেতে পরশ করিও
যে চাঁদ মাথায় ধরে তব প্রিয়;"—
মালা ছুঁড়ি মারে সে সখীরে শুধু
নির্ব্বাণী উমারাণী। ১৯

কোমল-কমলদল-বিমোহন
সে নয়ন তুটি পরে
কাজলের রেখা টানিবে বলিয়া
নিল অঙ্গুলি ভ'রে
নীল অঞ্জন কোনো প্রসাধিকা
নহে তুনয়নে দিতে রূপশিখা—
পরাবে বলিয়া সে কাজল শুধু
উমামঙ্গল তরে। ২০

দিল যবে তারা উমার অঙ্গে
একে একে আভরণ
মনে হল যেন লতায় হতেছে
কুসুমের জাগরণ
অথবা রজনী-অঙ্গেতে সারা
এক এক করি ফোটে যেন তারা—
নদীর জলেতে এক এক করি
নামিছে মরালগণ। ২১

করকে মুকুর ধরি উমারাণী
হেরিল সে রূপভার
স্তিমিত বিশাল আঁখি দুটি দিয়া
—এ কি রূপ আপনার—
হরের সহিতে মিলনের লাগি
অমনি হৃদয় হ'ল অনুরাগী—
বঁধুয়া দেখিবে ভালো সে বলিবে
তাই সাজ ললনার। ২২

মেনকা জননী আসিলেন, তাঁর
দুটি অঙ্গুলি মাঝে
দ্রব হরিতাল মনঃশিলার
শুভ উপচার রাজে
সরমেতে রাঙা মেয়ের মুখানি
তুলিয়া ধরিল ধীরে গিরিরাণী;
মেয়ের কাণেতে দন্তপত্র—
চোখ আর ফেরে না যে। ২৩

উমাদেহে যবে যৌবন এল
সেই হতে মার মনে
যে নবীন আশা দিনে দিনে দিনে
জেগেছে সঙ্গোপনে
সে আশার যেন নবরূপ দিয়া
মেনকা জননী দিলেন আঁকিয়া
মেয়ের কপালে রক্ত তিলক
বিদায়-সজল ক্ষণে। ২৪

উর্ণারচিত বিবাহসূত্র
বাঁধিলেন উমাহাতে
কোথায় বাঁধিতে বাঁধিলেন কোথা
ভুল হয়ে গেল তাতে
হায় মার প্রাণ, হায় সে মেনকা
অশ্রুতে কিছু যায় না যে দেখা—
ধাত্রী আসিয়া সরায়ে বাঁধিল
সূত্রটি সীমানাতে। ২৫

কি যে সুন্দর দেখাল উমারে
নব দর্পণ ধরি
দাঁড়ালেন যবে ক্ষৌমবসনে
অঙ্গ উজল করি!
মনে হল যেন ক্ষীরোদ সাগরে
পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা খেলা করে
শরতের রাতে চন্দ্রিকা যেন
উছলি পড়িছে ঝরি। ২৬

স্ত্রী-আচার-পটু জননী তখন
কুলদেব দেবীদের
কুলগৌরব গৌরীরে দিল
মহাভার প্রণামের
প্রণাম করায়ে দেবেদের সবে
উমারে মেনকা কহিলেন তবে
'এক এক করি কর মা চরণ-
বন্দনা সতীদের'। ২৭

"অখণ্ড প্রেম লাভ কর উমা"
এই শুভাশীষ বাণী
সতীগণ সবে বরষিল যবে
প্রণমিল উমারাণী
স্নিগ্ধ জনের এ শুভবচন
দিয়েছিল ফল সে উমা যখন
জিনিয়াছিলেন প্রেমে মহেশের
শরীরের আধখানি। ২৮

আপন বিভব বাসনানুযায়ী
বিবাহের যত কাজ
বাদ না রাখিয়া যথারীতি সাধি
সমারোহে গিরিরাজ
চারিদিকে লয়ে সুহৃদের দল
বসিলেন করি সভাটি উজল
আসিবে কখন বৃষভকেতন
সেই প্রতীক্ষা আজ। ২৯

এদিকেতে হের, কুবেরশৈলে
সপ্ত সে মাতৃকারা
ত্রিপুর-বিজয়ী হরের সমুখে—
অতি স্নেহাতুর তাঁরা
রাখিলেন ধীরে করিয়া যতন
চারু দেহবাস নব আভরণ
বিবাহব্যাপারে সর্ব্বপ্রথম
গ্রহণযোগ্য যারা। ৩০

মাতৃকাদের সম্মান রাখি
মঙ্গল প্রসাধন
স্পর্শিল শুধু দেব মহাদেব—
তাহে তাঁর নাহি মন।
স্বাভাবিক তাঁর অঙ্গের বেশ
ভস্ম কপাল ধরিল অশেষ
প্রভুর বিবাহে নব নব রূপ
দেহরাগ আভরণ। ৩১

প্রভুর অঙ্গে সে ভস্ম হ'ল
শ্বেত চন্দনরাগ
নরশির হল অমল মুকুট
উজলিল শিরোভাগ
পরিধানে তাঁর গজের চর্ম্ম
ধরিল সহসা দুকূলধর্ম্ম
আঁকা হয়ে গেল বসনাঞ্চলে
রোচনার রূপরাগ। ৩২

ললাটপট্টে তৃতীয় লোচন
আভাতিল দ্যুতিময়
লোচনের মাঝে পিঙ্গলতনু
নির্ম্মল তারা রয়
সে আঁখি থাকিতে ললাট-ফলকে
তিলক আবার আঁকিবে বল কে?
হরিতাল-রসে তিলকরচনা—!
প্রয়োজন নাহি হয়। ৩৩

যেখানেতে ছিল সেখানেই হের
মহেশের অবয়বে
আভরণ-রূপ ধরিল তখনি
বিপুল সর্প সবে
বিকৃতি লভিল সেই সাপেদের
কেবলমাত্র রূপ শরীরের
ফণার উপরে রহিল তেমনি
মণি মহাগৌরবে। ৩৪

দিবসেও জ্যোতি ছড়াইতে ছিল
শিরসি চন্দ্রকলা
শিশুতনু তাই অঙ্গে চাঁদের
ছিলনাক কোনো মলা
অহরহ যাঁর শিরেতে শোভায়
এ হেন চন্দ্র, সে কি পরে হায়
মুকুটের মাঝে উজ্জ্বল মণি ?
মিছে তা পরিতে বলা।	৩৫

অদ্ভুত যত মায়ার জনক—
এইরূপে দেব হর
আত্মপ্রভাবে প্রসিদ্ধ সাজে
বিভূষিয়া কলেবর
নিজের প্রতিমা পরাণ ভরিয়া
খড়্গ-মুকুরে নিলেন হেরিয়া
বহন করিয়া দাঁড়ায়েছিল যা
আসন্ন শিবচর।	৩৬

তারপরে ধরি নন্দীর ভুজ
উঠিলেন বৃষপরে
ধীরে বৃষরাজ ভক্তিনম্র
আকৃতি ক্ষুদ্র করে
ব্যাঘ্রচর্ম্মে পৃষ্ঠশোভন
কৈলাসসম শুভ্রবরণ
বৃষরাজ পরে চলিল মহেশ
ঘন আনন্দভরে। ৩৭

সপ্তমাতৃকা চলে তাঁর পিছু
আপন বাহনে চড়ি
গমনছন্দে উঠিল কর্ণে
কুণ্ডল সঞ্চরি
জ্যোতির রেণুতে গৌরবরণ
হল মরি মরি তাঁদের আনন—
মনে হল যেন সারাটি আকাশ
গিয়াছে পদ্মে ভরি। ৩৮

হিরণ্যজ্যোতি তাঁহাদের পিছু
মহাকালী ধেয়ে আসে
কণ্ঠে তাঁহার আভরণ সম
মুণ্ডমালিকা হাসে
সম্মুখে দূরে বিদ্যুৎঢালা
ধেয়ে এল যেন নীল মেঘমালা
ঘিরি মেঘদল ওড়ে চঞ্চল
বলাকারা রাশে রাশে। ৩৯

নাচিয়া উঠিল প্রমথবৃন্দ
ছুটিল গণের দল
তূর্য্যধ্বনি আকাশে ছড়ায়ে
ছন্দ সুমঙ্গল
'সময় হয়েছে শিবের সেবার'
দেবতারা তবে জানিল, এবার
ছুঁয়ে গেল যবে তূর্য্যনিনাদ
নভ-পরিমণ্ডল। ৪০

হাজার-রশ্মি অমনি সূর্য্য
মহেশের শিরপরে
বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত নব
ছত্র রহিল ধরে
ছত্র-দুকূল মৌলি নিকটে
দুলিল যখন মনে হল বটে
শিবসীমন্ত চুম্বি যেন রে
জাহ্নবীধারা ঝরে। ৪১

গঙ্গা যমুনা অমনি সহসা
এলেন মূর্ত্তি ধরি
দেবাদিদেবের লাগিল সেবায়
চামর বীজন করি;
সে চামর হেরি মনে হল মোর
নাচিছে সলিলে হংসের জোড়
যদিও তখন সে দুটি নদীর
নদীরূপ গেছে ঝরি ৪২

হরের নিকটে এলেন ব্রহ্মা
আদিম সৃষ্টিকারী
পুরুষোত্তম এল নারায়ণ
শ্রীবৎসাঙ্কধারী
'জয় জয় জয়' তাঁহাদের ধ্বনি
বাড়াল শিবের মহিমা তেমনি
উজলিয়া তোলে আয্যা যেমনি
বহ্নিরে শিখাধারী। ৪৩

একটি কেবল রয়েছে মূর্ত্তি
তিনটি বিভেদ তার
কে ছোট কে বড় কোনো ভেদ নাই
সেথা সম অধিকার
কখনো হরির জ্যেষ্ঠ সে হর
কখনো বা হরি হরের উপর
কখনো ব্রহ্মা তাঁহাদের বড়
তাঁরা কভু বিধাতার। ৪৪

ত্যজিয়া বাহন ছত্র চামর
পরিয়া বিনীত বেশ
ইন্দ্র চন্দ্র এল লোকপাল
যেথা প্রভু প্রমথেশ
প্রভুর নয়ন-ভিক্ষার তরে
নন্দীরে তারা ইঙ্গিত করে
দর্শন লভি প্রণমিল শেষে
মহেশের উদ্দেশ। ৪৫

সম্বর্দ্ধিল ব্রহ্মারে শিব
দোলায়ে আপন শির
সম্বর্দ্ধিল হরিরে, আলাপি—
ইন্দ্রে, হাসিয়া ধীর
দেবেদের পানে, যেথা ছিল যত
নয়ন কেবল করিলেন নত
প্রধান-হিসাবে সেই মত সবে
সম্বর্দ্ধিল বীর। ৪৬

উদয় লভিল শিবের সমুখে
সপ্তর্ষিরা সবে
"জয় জয় জয়" আশীর্বচন
উচ্চারি রৌরবে
মধুর হাসিয়া কহিলেন স্বামী
"বিবাহযজ্ঞে তোমাদের আমি
আপনা হ'তেই ঋত্বিক্ পদে
বরণ করেছি কবে" ! ৪৭

গাহিয়া চলিল বিশ্বাবসুরা
ত্রিপুরবিজয় গান
নিপুণ আঙুলে ঝঙ্কারি বীণা
সুছন্দ লয় তান
তুলিতে লাগিল হের ধীরে ধীরে
খণ্ড চন্দ্র মহেশের শিরে
শুনিয়া সে গীত তমোগুণাতীত
পথ পার হয়ে যান। ৪৮

সুন্দরগতি চলে বৃষপতি
শিবেরে পৃষ্ঠে নিয়া
আকাশমার্গে স্বর্ণঘুন্টি
শোন বাজে ঝননিয়া
শৃঙ্গে লাগিলে মেঘের বৃন্দ
ঘন নাড়ে বৃষ দুইটী শৃঙ্গ
মনে করে সেথা লেগেছে পঙ্ক
নদীতট খননিয়া। ৪৯

ওষধিপ্রস্থে পাহাড়-নগর
ক্ষণে এল বৃষপতি
অরিবিক্রম লভে নাই যেথা
কোনোকালে শুভগতি
মনে হল যেন শিবের দৃষ্টি
স্বর্ণ-শিকল করিয়া সৃষ্টি
সম্মুখ হ'তে টানিয়া আনিল
বৃষরাজে বেগবতী। ৫০

ত্রিপুরবিজয়ে প্রেরিয়াছিলেন
শায়ক যে পথ ধরে
সেই ব্যোমপথে নগরোপান্তে
ধরণী-পৃষ্ঠ পরে
ধীরে নামিলেন দেব পশুপতি
মেঘনীল যাঁর কণ্ঠের জ্যোতি—
উন্মুখ যত পুরবাসীদের
কৌতুকে আঁখি ভরে। ৫১

'এসেছেন শিব' পুলকিততনু
দ্রুত গিরিসম্রাট্
সমৃদ্ধ যত বন্ধু-আরূঢ়
লইয়া গজের ঠাট
চলিলেন যবে মহেশে বরিতে
উপমা জাগিল সকলের চিতে—
ছুটে গেল বুঝি পুষ্পিততরু
গিরিসানু সুবিরাট। ৫২

খুলিল নগর তোরণ-তুয়ার ;
দ্রুত পর্ব্বতচয়
যেমনি মিলিল দেবদল সাথে
বায়ু হল ধ্বনিময়
মনে হল যেন ভেঙে দিয়ে বাঁধ
তুই দিক্ হতে সলিল অগাধ
কল কোলাহলে মুখরিয়া দিক্
আজিকে মিলিত হয়। ৫৩

ত্রিলোকপূজ্য মহেশ নামিয়া
প্রণমিল গিরিবরে
সে প্রণাম লভি অচলের হ'ল
সঙ্কোচ অন্তরে
পূর্ব্ব হতেই শির আপনার
শিবের মহিমা নিকটে অপার
ছিল অবনত, সে কথা আজিকে
মনে আর নাহি পড়ে। ৫৪

ঘন আনন্দে ফুটিয়া উঠিল
গিরির আননখানি
জামাতারে পথ দেখায়ে দেখায়ে
গিরি পশে রাজধানী
সমৃদ্ধিমান্ সে নগর তাঁর
বিপণি-বীথির আহা কি বাহার
এত ফুলভারে আস্তৃত যেন
ডুবে যায় পা-দুখানি। ৫৫

সেই শুভখনে, প্রতি ঘরে ঘরে
সারা প্রাসাদের মাঝে
সকল প্রয়াস বন্ধ করিয়া
ফেলিয়া নিখিল কাজে
সে বর ঈশানে দরশন লাগি
উতলা পরাণ মহা অনুরাগী
পৌররূপসী ঘোরে আর ফেরে
পাসরিয়া লোকলাজে। ৫৬

কোনো বিনোদিনী ছুটিয়া অমনি
গেল বাতায়নপরে
শিথিল হয়েছে কেশসম্ভার ?
মালিকা খসিয়া পড়ে ?
হস্তে সে কেশ রহিল ধরিয়া—
খুলেছে বাঁধন, যাক্ সে খুলিয়া—
থমকি থামিয়া আবার বাঁধিবে?
সে দেরী নাহিক সরে ! ৫৭

কোনো নাপিতিনী কাহারো চরণ
অলক্তে রাঙাইয়া
সিক্ত চরণ-প্রান্ত তখনও
বসেছিল হাতে নিয়া
সহসা সে ধনী ছুটিয়া চলিল
মন্থরগতি আজিকে ভুলিল—
জানালা অবধি কখানি রাতুল
চরণ আঁকিয়া দিয়া। ৫৮

দক্ষিণচোখে কাজল পরাণো
শেষ হয়ে গেছে সবে
অন্য আঁখিতে কাজল টানার
আর কি সময় হবে ?
যেমনি ছিল সে তেমনি ধনিকা
বাতায়ন পাশে ছোটে বিহসিকা
কাজলবুলানো তখনো তুলিকা
হাতে শোভে গৌরবে। ৫৯

অনিমেষ-আঁখি জালপথ দিয়া
হেরে কোনো রূপবতী
গতির গরবে শ্লথনীবীবাস
বাঁধিতে নাহিক মতি
কোনোরূপে নিজ অরুণ হস্তে
ধরিয়া রহিল শিথিল বস্ত্রে
উজলি তুলিল নাভিটি তাহার
কর-আভরণ-জ্যোতি। ৬০

কোনো সুন্দরী রচিতেছিলেন
মেখলা মণিকা দিয়া
আধখানি সবে হয়েছে গাঁথনি
ছুটিলেন সচকিয়া
বৃদ্ধাঙ্গুলে চরণে তাঁহার
সূতা ছিল বাঁধা সেই মেখলার
শূন্য সূতাটি রহিল কেবল
মণি গেল বিগলিয়া। ৬১

সুরভিমদিরা-গন্ধমদির
মুখ হের বধূদের
ভৃঙ্গের মত চঞ্চলরূপ
নীল দুটি নয়নের
সেই মুখগুলি সব কাজ ভুলি
উজলিল যবে বাতায়নগুলি
মনে হল যেন পরেছে তাহারা
আভরণ কমলের। ৬২

সেই অবসরে চন্দ্রমৌলি
পঁহুছিল রাজপথে
ওড়ে চঞ্চল পতাকা সেথায়
বিশাল তোরণ হতে
দ্বিগুণ উজলি প্রাসাদের শির
ঝরিল চাঁদের আলোকের নীর
যায়নি সূর্য্য যদিও তখনো
অস্ত-অচল-পথে। ৬৩

আঁখি দিয়া যেন পান করি তাঁরে
হেরিল রূপসীগণ
সে রূপ হেরিয়া আর কোনো কাজে
যায়নাক দেওয়া মন
সে ভাব তাদের দেখে মনে হয়
ইন্দ্রিয়দের শক্তি-নিচয়
নিঃশেষে যেন নয়নেই শুধু
হয়েছিল নিমগন। ৬৪

"সুকুমার-তনু আমাদের উমা
ভালোই করেছে সই
এ হেন মহেশ সে হেন কঠোর
তপস্যাযোগ্যই
দাসী হয় এঁর যদি কোনো নারী
সার্থক বলি জনম তাহারি—
অঙ্কে যে নারী সুখশেজ পাবে
তার কথা কারে কই ? ৬৫

"বল সখি বল, অত রূপ হেরি
বুকে কি পরাণ রয় ?
এ দুয়েরে যদি না মিলাত বিধি
তা'হলে বলিতে হয়
বিধাতা এত যে বসি নিরজনে
এ দুয়ের রূপ গড়েছে যতনে
মিথ্যা হ'ত সে সকল সাধনা—
এ কথা কি ঠিক নয় ? ৬৬

"যে যাই বলুক মিথ্যা সে বলা
এও কি কখনও হয়
মহেশ করেছে মদনে ভস্ম ?
(ওত) ক্রোধের মূরতি নয়
যদিও মরেছে তবু বলি আমি
শুধু লজ্জায় মরেছে সে কামী
কে আছে এমন হারাতে যে পারে
ঐ রূপ তেজোময়। ৬৭

"দেখ সখি দেখ, মোদের রাজার
উন্নত ছিল শির
অনাদি অতীত কাল হতে তিনি
ধারক যে পৃথিবীর
এত কাল তাঁর ছিল যাহা মনে
মেয়ের বিবাহে, ঈশ্বর সনে
মিটেছে সে সাধ, বহিছেন দেখ
আরো উন্নত শির"। ৬৮

ওষধিপ্রস্থ-বিলাসিনীদের
মধুঢালা হেন বাণী
কানেতে করিয়া গিরির আলয়ে
আসিলেন শূলপাণি
বাতায়ন হতে বর্ষিত লাজ
ভূমির উপরে পড়িলনা আজ
চূর্ণিত হল বিলাসিনীদের
কেয়ূরে পরশ হানি। ৬৯

বিষ্ণুর হাতে হাত রাখি ধীরে
বৃষ হতে নামে হর
শরতে শুভ্র মেঘরথ হতে
নামে যেন ভাস্কর
ব্রহ্মা চলিল পুরোভাগে তাঁর
পশ্চাতে চলি মহেশ রাজার
প্রবেশ করিল কক্ষে কক্ষে
ঘনসুখমন্থর। ৭০

অমোঘবিধির পরে যথা আসে
সুসিদ্ধ যত কাজ
সেই অনুসারে প্রবেশিল ধীরে
হিমালয়-গৃহ মাঝ
ইন্দ্র-প্রমুখ দেবেদের দল
সপ্তর্ষি-আদি মুনি মহাবল
তাঁহাদের পরে প্রমথ সকল
মহেশের পিছু আজ। ৭১

বরাসনে ধীরে বসিলেন শিব;
যথাযথ বিধিভরে
সম্মুখে বসি পর্ব্বতরাজ
সঁপিলেন তাঁর করে
দুগ্ধ ও মধু অর্ঘ্য রতন
যুগ্ম ও নব ক্ষৌম বসন
করিলেন হর সকলি গ্রহণ
মন্ত্রপঠন পরে। ৭২

তারপরে ধীরে লয়ে গেল হরে
পরায়ে দুকূলবাস
স্নিগ্ধ পৌরদক্ষের দল
বধূ পার্ব্বতী পাশ
পুঞ্জ পুঞ্জ আবরি ফেনায়
মহাসমুদ্রে যথা লয়ে যায়
বেলাভূমিপানে অচির-উদয়
চাঁদের কিরণরাশ। ৭৩

আসিলে শরৎ ভূলোকে কুমুদ
উঠে যথা বিকশিয়া
নির্ম্মল হয় সলিলের রাশি
চাঁদ ওঠে উজলিয়া
বধূপাশে শিব দাঁড়ালে তেমনি
উমামুখে চাঁদ হাসিল অমনি
জ্বলজ্বল হল শিবেরো নয়ন
নির্ম্মল হল হিয়া। ৭৪

বরের দুআঁখি মিলিল আসিয়া
বধূর দুআঁখি সাথে
মিলন-অধীর চকিত সে দিঠি—
কি ছিল সে ইসারাতে!
হল অচপল সে চারি নয়ন
শুধু ক্ষণকাল, তার পরখন
কেঁপে গেল দিঠি, হল লাজনত
সঙ্কোচ-বেদনাতে। ৭৫

অরুণাঙ্গুলি উমার হস্ত
গিরি-পুরোহিত যবে
সঁপিয়া দিলেন শিবের হস্তে
শিব ধরে উৎসবে
সে কর হেরিয়া জাগে মনে আজ
শিবের ভয়েতে উমাদেহ মাঝ
লুকায়েছিল যে মদন তাহার
অঙ্কুর জাগে সবে। ৭৬

অমনি শিহরি উঠিল পুলকি
উমাদেহে রোমরাজি
ঘর্ম্মে আঙুল ভিজে যায় কেন
বৃষভকেতুর আজি?
দুজনার দুটি হস্ত যখনি
এক হয়ে গেল হেন মনে গণি
দুজনার প্রেম সমান সমান
ভাগ হল মাঝামাঝি। ৭৭

এ ধরণীতলে যেখানে যখন
বিবাহমিলন হয়
হরগৌরীর উদয় হওয়াতে—
—এই কথা লোকে কয়—
সুন্দর হয় সেই বধূবর;
তাই যদি হয় কহি সত্বর
এঁদের মিলন-রূপগান করা
আমার সাধ্য নয়। ৭৮

হিরণ্য হোমহুতাশন ঘিরি
করিল প্রদক্ষিণ
সে যুগল যবে, বরণিতে তাহা
করিব কি কথা-ঋণ ?
স্বর্ণশৃঙ্গ সুমেরুরে ঘিরি
ঘুরিল যেনরে ধীরি ধীরি ধীরি
দুজনার প্রেমে মুগ্ধ আকুল
রাত্রি এবং দিন। ৭৯

তিনবার তাঁরা ঘুরিলেন দোঁহে
বহ্নির চারিপাশে
দুঁহু দোঁহাকার পরশে বিভোর
নয়ন মুদিয়া আসে
সহসা উমারে করি সচকিত
কহে গম্ভীরে গিরিপুরোহিত
"দাওমা ছড়ায়ে মঙ্গললাজ
হোমানলে মৃদুহাসে"। ৮০

গুরু-উপদেশ মাথায় ধরিয়া
ধীরে পার্ব্বতীরাণী
অঞ্জলিভরা লাজের ধোঁয়ায়
পরশিল মুখখানি
আহা কি মিষ্ট গন্ধখণ্ড
ধূমের শিখাটি চুমিল গণ্ড—
দুলে গেল যেন কর্ণে কমল
ক্ষণতরে হেন মানি। ৮১

কুলাচার মানি ধীরে উমারাণী
সে ধূম করিল ঘ্রাণ
অপরূপ হল শ্রীমুখের শোভা
রূপের ডাকিল বাণ
আর্দ্র কপোল অরুণ বরণ
নয়নে গলিল নীল অঞ্জন
যব-অঙ্কুর কর্ণভূষণ
ধীরে হয়ে গেল ম্লান। ৮২

কহিলেন বাণী গিরি-পুরোহিত
“অয়ি গিরিনন্দিনি
এই যে বহ্নি, জানিও বিবাহ-
কর্ম্মসাক্ষী তিনি।
বিবাহবিধান শেষ হ'ল আজ
ধর্ম্মচর্য্যা হোক্ তব কাজ
নির্ব্বাধে তব পতির সহিতে
হে শিবসীমন্তিনি।” ৮৩

পুরোহিত-বাণী শিবের শিবানী
করিলেন শুধু পান
আগ্রহে যেন নয়নসীমায়
আনিয়া আপন কান
প্রখররৌদ্র গ্রীষ্মের পরে
করিলেন পান ধরণী যেন রে
সর্ব্বপ্রথম বর্ষণজল
নবীন মেঘের দান। ৮৪

সৌম্যমূর্ত্তি মৃত্যুঞ্জয়ী
দেব উমাপতি তাঁরে
মুখানি তুলিতে কহিলেন শেষে
ধ্রুবতারা দেখিবারে
মুখানি তুলিয়া 'দেখেছি' এ বাণী
বলিতে কি পারে আর উমারাণী
ভেঙে পড়ে বুঝি কণ্ঠ তাহার
অবশ সরমভারে। ৮৫

এইমত করি বিধি অনুসরি
শাস্ত্রে সুপণ্ডিত
সমাধিল যবে বিবাহের কাজ
গিরিরাজ-পুরোহিত
হের প্রজাদের জনকজননী
প্রণাম করিল ব্রহ্মে তখনি
কমলাসনে সমাসীন যিনি
আলোকিয়া চারিভিত। ৮৬

উচ্চারিলেন ব্রহ্মা অমনি
বধূরে আশীর্ব্বাণী
"কি দিব আশীষ, বীরপ্রসবিনী
হওমা সুকল্যাণি"
বাগীশ্বর যদিও ব্রহ্মা
রহিলেন তবু মৌনধর্ম্মা
শিবেরে কি কহি দিবেন আশীষ—
ভাষার অতীত মানি। ৮৭

তারপরে উঠি চারিকোণ এক
সজ্জিত বেদিপরে
সোনার আসনে বসিলেন দোঁহে ;
লৌকিক বিধিভরে
আঁখি নত করি হল সে গ্রহণ
শিরেতে তাঁদের ভূরি বরিষণ
আর্দ্র আতপ তণ্ডুল রাশি
প্রসন্ন অন্তরে। ৮৮

কমলছত্র ধরিলেন শ্রী
বধূবর শিরোপরি
পত্রপ্রান্তে ঝলমলে জল
বিন্দু বিন্দু করি
সে জলবিন্দু শোভিল হেনরে
লাজ দিল যেন মুক্তাঝালরে
পদ্মের ডাঁটি রহিল সেথায়
দণ্ডের রূপ ধরি। ৮৯

ভারতীজননী আসিয়া অমনি
দুটি ভাষা প্রযোজিয়া
হরগৌরীর স্তববন্দনা
গাহিলেন বিরচিয়া
বরেণ্য বরে হ'ল সে বরণ
ব্রাহ্মী বাণীতে পুণ্য-সৃজন,
প্রাকৃতে হ'ল সে বধূবন্দন
সুললিত বিনোদিয়া। ৯০

ক্ষণকালতরে হেরিলেন দোঁহে
নাটকের অভিনয়
অপ্সরাদের প্রয়োগকুশলী
ললিত-লাস্য-লয়
দেখিলেন তাঁরা প্রতি সন্ধিতে
বৃত্তি-রচনা নানা ভঙ্গীতে
রসান্তরের অবকাশগুলি
মোহ সঙ্গীতময়। ৯১

হেনকালে আসি অমরের দল
কৃতদার হর-আগে
ভূতলে পড়িয়া অঞ্জলি রচি
এই বরদান মাগে
"কর দেব, এবে শাপ-অবসান
কন্দর্পেরে কর দেহদান
শরীর লভিয়া যেন সে এবার
প্রভুর সেবায় লাগে।" ৯২

ছিলনাক আর মহেশের রোষ ;
"তথাস্তু" কহি এবে
তাঁহারো শরীরে বরষিতে বাণ
আদেশেন কামদেবে।
কার্য্যকুশল যাহারা ভৃত্য
অবসর বুঝি জানায়ে নিত্য
প্রভুর নিকটে সব আবেদন
মঞ্জুর করি নেবে। ৯৩

দেবেদের শিব দিলেন বিদায় ; লইলেন তারপরে
পর্ব্বতরাজ-তনয়ার পাণি আপনার দুটি করে
কনককলস-আলা
সনাথ-পুষ্পমালা
ক্ষিতিবিরচিতশয়ন-মোহন
এলেন বাসরঘরে। ৯৪

নবপরিণয়-লজ্জাভূষণা গৌরীর মুখখানি
যেমনি তুলিয়া ধরিলেন শিব সরাল তা উমারাণী
শয়নসখীর সাথে
কথা হল ইসারাতে
প্রমথের মুখভঙ্গী অধরে
গূঢ়হাসি দিল টানি। ৯৫

সম্ভোগ

(অষ্টম সর্গ)

শেষ হ'ল যেই পরিণয়-বিধি
চারি হাত হ'ল যুক্ত
ফুটিল অমনি উমার হৃদয়ে
এতদিনকার সুপ্ত
সে মনোহরণ মন্মথ-সুখ—
সাথে সাথে হ'ল দুরু দুরু বুক
কিছু লজ্জায় কিছু শঙ্কায়
অমুক্ত হ'ল উক্ত। ১

"হে প্রিয়ে" বলিয়া ডাকে হর প্রিয়ে
বসিয়া শয়নোপান্তে
মৌন দাঁড়ায়ে রহে উমারাণী
শোনে সুর "এস কান্তে"
ছাড়ায়ে বসন যেতে নাহি পারে
মুখ ফিরে বসে শয়নের ধারে—
কি মধুর ছল! ঢেউ খেলে যায়
পিণাকীর হৃদিপ্রান্তে। ২

"ঘুমাই তাহ'লে"—নয়ন মুদিয়া
লভিলে মহেশ শয্যা
প্রিয়ের মুখানি দেখে পার্ব্বতী
ভরা তার ভীরু চোখ যা
সহসা মহেশ নয়ন খুলিল
অধরের কোণে হাসি মুকুলিল
গৌরী অমনি দু' আঁখি মুদিল—
বিদ্যুৎহানা লজ্জা। ৩

নাভি-তটে একি ধেয়ে আসে কেন
প্রিয়ের নিদয় হস্ত
কম্পিত করে দু'খানি কমল
গতিরোধে হ'ল ব্যস্ত
প্রিয়ের করেতে একি এ রূঢ়তা
বধূয়ার বুঝি বোঝে না সে ব্যথা
দূরে খুলে গেল দুকূল আপনি
নীবিবন্ধন স্রস্ত। ৪

সেদিন সকালে সিনানের কালে
কহেছিল সখীপুঞ্জ
"কোনো ভয় নেই, সই, তার সাথে
নিভৃতে মধুর গুঞ্জ"
ভেসে গেল কোথা সে সকল কথা
কোথা হ'তে এল হেন আকুলতা
দাঁড়ালেন যবে সম্মুখে প্রিয়
ঘিরি তার মন-কুঞ্জ। ৫

কি যে বলে হর বধূর কানেতে
না জানি সে কোন প্রশ্ন
বোঝা নাহি যায়, তবু সব কথা
মনে হয় যেন স্বপ্ন
অধর খুলিয়া বলিতে না পারে
কটাক্ষে উমা দেখে বঁধুয়ারে
বাণী-হীন শেষে উত্তর আসে—
তুলিল সীঁথির রত্ন। ৬

সহসা হরণ করে নিল হর
প্রিয়ার কটির বস্ত্র
দু'হাতে হরের ঢাকে দুটি আঁখি
কোথা পাবে উমা অস্ত্র
প্রিয়ের সহিতে পারা নাহি যায়
উমা ভাবে হায় লুকাই কোথায়—
কপালের আঁখি ছি ছি দেখে ওকি
হানি রহস্য-শস্ত্র ! ৭

ফিরায়ে দিল না উমার অধর
প্রিয়ের চুমার ভঙ্গী
শিথিল রহিল উমার দুবাহু
হরের বক্ষ-সঙ্গী
বাধা লজ্জার, বাধা সে মানের
বাধা শঠতার, সে দেহদানের
সকল সে বাধা—দিল তবু দিল
পিণাকীর চিত্ত রঙ্গি । ৮

উমার মুখানি তুলিয়া পিণাকী
চুম্বিল অধরোষ্ঠ
অতি সুকুমার, ক্ষত নাহি হয়
না করি দশন-দষ্ট
অঙ্গে না পড়ে নখরের দাগ
এমনি হ'ল সে সদয় সোহাগ
পারে কি সহিতে নবোঢ়া বধূটি
রতি-অকরুণ কষ্ট ? ৯

পরদিন প্রাতে শেজ-মন্দিরে
ঝরিলে আলোক-চূর্ণ
পায়ে পায়ে তুলি শিঞ্জিতধ্বনি
সখীদল এল তূর্ণ
সুধাল তাহারা কৌতুকে মাতি
"সফল হ'ল কি ফাল্গুনী রাতি ?"
কি বলি কি বলি !—ফুটিল না বাতি
উমা-হৃদি লাজে পূর্ণ। ১০

মুকুর-ফলকে দেখে সুখী উমা
দেহে পরিভোগ-চিহ্ন
রজনীর কথা মনে পড়ে যায়
কপোল পুলকস্বিন্ন
সহসা মুকুরে দেখিল চমকি
নিজ মুখপাশে মুখ জাগে একি
"সখীরা রয়েছে হে প্রিয় কর কি ?"
—লতা বুঝি হয় ছিন্ন। ১১

দূর হ'তে মাতা মেনকা মহিষী
হেরিলেন নিজ কন্যা
নীলকণ্ঠের সরস সোহাগে
যৌবনী যার ধন্যা
যদি পায় মেয়ে আদর পতির
দূর হয়ে যায় দুখ জননীর
উমারে হেরিয়া তাই বহে গেল
মার বুকে সুখবন্যা। ১২

এক দুই করি কেটে যায় দিন
কোনোমতে কাটে রাত্রি
রসের পথেতে ধীরে ধীরে চলে
সকল রসিক যাত্রী
ধীরে ধীরে আসে রসের আভাস
ধীরে ধীরে হয় রতিদুখ-হ্রাস
ম্লান হয়ে আসে সরম-সুবাস
জ্ঞাতরস হয় পাত্রী। ১৩

আজিকে প্রিয়ের হৃদয়-পীড়ন
ফিরায়ে দিল সে তন্বী
মুখখানি যবে মাগিল ভিখারী
জ্বালিল অধরে বহ্নি
দুটি হাত যবে মেখলা-প্রণয়ী
এল চঞ্চলি, কৌতুকময়ী
শিথিল আঙুলে রুধিল সে হাত
—ধন্যি পুষ্পধন্বী। ১৪

ঘন হল প্রেম রূঢ় হল প্রেম
দিশাহারা দুটি চিত্তে
কথার চাতুরী ভেসে চলে গেল
মিলনের মধু বিত্তে
হয়নিক কিছু তবু হয় ভয়
ক্ষণিক বিরহ ঘটায় প্রলয়
এ যেন প্রণয় আঁকড়িয়া রয়—
অভেদ নিত্যানিত্যে। ১৫

নিজ প্রাণ যেন এত ভালবাসে
উমারাণী তার আর্য্যে
মহেশের প্রেম মঞ্জরী ওঠে
মুকুলিতা তাঁর ভার্য্যে
জাহ্নবী যেন মধুময়ী ধারা
সাগরে উজাড়ি হ'ল গতিহারা
সাগরও যেন সে সুখে ভোর হল
মুখরস-পানে তার যে। ১৬

মহেশের বুকে লুকায়ে মু'খানি
অঙ্গে মিশায়ে অঙ্গ
শিষ্যার মত শিখে নিল উমা
নিধুবন-লীলারঙ্গ
তারপরে ধীরে যতন করিয়া
দিল সে গুরুরে দক্ষিণা দিয়া
শিক্ষা তাহার যুবতি-নিপুণ
সরস সলীল সঙ্গ। ১৭

রূঢ় চুম্বন হ'তে বারে বারে
ছাড়ায়ে অধর-শুক্তি
কাঁপায়ে বলয় কহিত সে উমা
"দাও প্রিয় মোরে মুক্তি
দিয়োনাক ব্যথা দিয়োনাক প্রিয়
ঢাল ঢাল তব চাঁদের অমিয়
হিম করে দিও এ ব্যথা আমার
কোরোনাক ত্রুটি উক্তি"। ১৮

চুম্বনকালে উড়িয়া উড়িয়া
উমার অলকচূর্ণ
ছুঁয়ে যেত যবে ললাটের আঁখি
হানি প্রিয়চিতে ঘূর্ণ
নিতেন নয়নে মহেশ তখন
বধূ-মুখ হ'তে সঘন পবন
যে পবন ছিল ফোটা কমলের
সুরভিতে নিতি পূর্ণ। ১৯

কোথা দিয়ে কোথা কেটে গেল দিন
উড়ে গেল ছুটি পক্ষ
প্রেমের পথেতে থাকে কি কখনও
আর কোনদিকে লক্ষ্য ?
পাহাড়-রাজার ভবনে সুখেতে
কাটাল পিণাকী বধূটি বুকেতে
সেবার প্রসাদে এতদিন বাদে
মন্মথ পেল মোক্ষ। ২০

তারপরে শিব নিলেন বিদায়
অধরে উদাস হাস্য
তনয়ারে গিরি দিলেন বিদায়
বিরহমথিত আস্য
সাথে পার্ব্বতী প্রিয়তমা প্রিয়া
আনন্দে দোলে মহেশের হিয়া
বৃষভ-বাহনে ছুটে চলে হর
ভোগ করি মধু দাস্য। ২১

স্তনযুগমূলে করক পরশি
সে উমার হেমবর্ণ
পবনরভসে এল সুমেরুতে
চমকে যেথায় স্বর্ণ
হৈম পাতায় রচিয়া শয়নে
রতিফল-মধু নিভৃত চয়নে
কেটে যেত রাতি যেন কি স্বপনে
নড়িত না আঁখিপর্ণ। ২২

মন্দরগিরি-সানুতে সানুতে

বধূ পার্ব্বতী সঙ্গে

রচি নব মায়া বিচরিত এই

ঐন্দ্রজালিক রঙ্গে

সেই সানুদেশে সুরভি উঠিত

বিন্দু বিন্দু অমৃত ঝরিত

পার্ব্বতীমুখে মহেশ রহিত

ভৃঙ্গের সমভঙ্গে। ২৩

শৈলবিহারে এক-পিঙ্গলে

পার্ব্বতী বীতভন্দ্র

বিহারের কালে উঠিত চমকি

শুনি মাতঙ্গ-মন্দ্র

ভীত থরথর মৃদু বাহু দিয়া

ধরিত প্রিয়ের কণ্ঠ ঝাঁপিয়া

সুখে আলা হত মহেশের হিয়া

সাথে আকাশের চন্দ্র। ২৪

গিরি হ'তে গিরি দোলায়ে দোলায়ে
চন্দন-লতারণ্য
অঙ্গে মাখিয়া উগ্র সুরভি
লবঙ্গ-রেণু বন্য
চাটুকার সম বহে যেত ধীর
মলয় পাহাড়ে দখিন সমীর
দূর করি দিয়া হর-প্রেয়সীর
শ্রান্তি সুরত-জন্য। ২৫

হাসিয়া রসিয়া আকাশ-নদীর
নীরে নামি ছিঁড়ি সদ্য
বঁধুয়ার মুখে হানিত সে উমা
সহসা হৈমপদ্ম
মহেশ অমনি হাসি-বিহ্বল
উমার মুখেতে ঢেউএ দিত জল
মুদিত সে সতী জল-ছল-ছল
ছুটি আঁখি অনবদ্য। ২৬

কি জানি কখন কি যে মনে জাগে
না বুঝি প্রেমের মর্ম্ম
পারিজাত ফুলে উমারে সাজানো
হ'ল সে হরের কর্ম্ম
নন্দনবনে তুলি সেই ফুল
অলকে শচীই রচিতেন দুল
অভিনব হেরি সুর-বধূকুল
মিটাল আঁখির ধর্ম্ম। ১৬

স্বর্গের যত মর্ত্ত্যের যত
পান করি সুখমদ্য
উমারে করিয়া বক্ষমাণিক
এল শঙ্কর অদ্য
সুরভি নামেতে সে গিরি-কানন
যেথা সন্ধ্যায় রবির আনন
রাঙা হয়ে ছিল ধরি প্রেয়সীর
নলিনীর মুখছদ্ম। ২৮

সুরভি-কাননে গুহার সমুখে
ছিল হেম শিলাখণ্ড
পরাণবধূরে বসায়ে তাহাতে
ফেলিয়া পিণাকদণ্ড
দিগন্তচুমি ভাস্করে হেরি
বামবাহু মাঝে প্রেয়সীরে ঘেরি
কহিলেন শিব চুমি সুকুমার
উমার অরুণ গণ্ড। ২৯

"হের অবসান দিবসের আয়ু
হানে শর মহাসূর্য্য
সংহারে যেন প্রলয়ে জগৎ
প্রজানাথ চিরপূজ্য
মুদে যায় হের দিনখানি ঐ
পদ্মের মত সন্ধ্যায় সই
যেমন মুদিছে আলসে তোমার
নয়নের ও মাধুর্য্য। ৩০

"উড়ে যায় হোথা জলের কণিকা
ঝরে যায় জ্যোতি-গুচ্ছ
অয়ি অবনতে তন্বি প্রেয়সি !
দেখ আঁখি করি উচ্চ
তোমার পিতার শিখরে শিখরে
কি নীলবরণ নির্ঝর ঝরে
ইন্দ্রধনুর বঙ্কিম ছায়া
ম্লান হয়ে আসে তুচ্ছ। ৩১

"সরসীতে কাঁদে দুটি চখাচখি
বিরহবিলীন অঙ্গ
নামিছে সন্ধ্যা, কাঁদে তাই তারা
গ্রীবাটি করিয়া ভঙ্গ
মুখ হতে খসি জলের উপর
আধখাওয়া ভাসে পদ্মকেসর
এটুকু বিরহ তবু তা অসহ
নিয়তির একি রঙ্গ। ৩২

"কাননে কাননে তুপুর কাটায়ে
হস্তীরা যূথবদ্ধ
গিরিসরসীর সলিলে নাহিয়া
দাঁড়ায়েছে নিস্তব্ধ
ঐ দেখ তারা তুলিয়া শুণ্ড
পান করে বারি পূরিয়া তুণ্ড
ছোট ছোট ভাঙা শল্লকীশাখে
সে বারি সুরভি-নন্ধ। ৩৩

"কথা কও প্রিয়ে, আরো কাছে এস
ঢাল সুধা মম কর্ণে
পশ্চিমে হের ডুবে যায় রবি
দিগন্ত ভরি স্বর্ণে
সরসীর নীরে আঁকি দিয়া সীমা
পড়েছে তপন-দীর্ঘ প্রতিমা
নব সেতু যেন হতেছে রচনা
ঋণ করি রবিবর্ণে। ৩৪

"তপনের তাপ এড়ায়েছে যারা
বরি পল্বল-অঙ্ক
তারা আসে হের সরসীর তীরে
গায়ে মাখি ঘন পঙ্ক
দল বাঁধি ঐ দ্রংষ্ট্রা-করাল
বন্যবরাহ-য়ূথপতি-পাল
ঐ আসে তারা শৃঙ্গে ত্রিধারা
মৃণালাঙ্কুর বঙ্ক। ৩৫

"আজি ক্ষীয়মান গোধূলি-রৌদ্র
পান করি ভরা চিত্ত
তরুর শাখার শিখরে শিখরে
শিখীরা করিছে নৃত্য
মুক্ত কলাপে সে নীল আভাস
নাহি নাহি আর হয়েছে উদাস
পেখমে পেখমে চমকে ঝলকে
সন্ধ্যা-স্বর্ণ দীপ্ত। ৩৬

"শীর্ণ শ্রান্ত সরোবর সম
পড়ে আছে মহাশূন্য
হরণ করেছে রৌদ্র-সলিল
সূর্য্য বিদায়-ক্ষুণ্ণ
পূর্ব্ব গগনে নেমেছে তিমির
তারাকাঁপা ঐ সন্ধ্যার নীড়
ব্যক্ত-পঙ্ক যেন সরসীর
তীরখানি গত-পুণ্য। ৩৭

"হের হোথা প্রিয়ে, দূরে আশ্রমে
জ্বলেছে হোমের বহ্নি
এস মিশে যাও অঙ্গে আমার
সন্ধ্যার মত, তন্বি
তরুদের মূল হয়েছে সরস
আঙিনায় হের হরিণ-হরষ
অগ্নিধেনুরা ফিরিতেছে আহা
—মহাসুন্দর অহ্নি। ৩৮

“রোয়োনা নীরব ওগো বধু মোর
মেলে ধর রাঙা ওষ্ঠ
দেখ মুদে-আসা পদ্ম এখনো
হয়নিক প্রীতিভ্রষ্ট
ভ্রমর আসিয়া বসিবে মুকুলে
মুখখানি তাই রেখেছে সে খুলে
যদিও সে জানে বিধির বিধানে
নীড় হবে তার নষ্ট। ৩৯

“দূর-হ'তে-আসা, শেষ-হয়ে-যাওয়া
সূর্য্যের ক্ষীণদীপ্তি
পশ্চিমবধূ বারুণীর মুখে
বিরচিছে নব কীর্ত্তি
ছোট এক মেয়ে তার সে কপালে
কে যেন তিলক আঁকিছে বিকালে
বাঁধুলি ফুলের রেণু লয়ে নখে
পরাণে পরম তৃপ্তি। ৪০

"অগ্নিতে তেজ ছড়ায়ে ছড়ায়ে
চলে যায় ভানু অস্তে
রৌদ্রনিপায়ী ঋষিদের দল
জপমালা ধরি হস্তে
গগনে গভীর তুলিছেন তান
উদাত্তে গাহি শত সামগান
সে গান শুনিতে সূর্য্যের ঘোড়া
দাঁড়ায়েছে দীনমস্তে। ৪১

"ঐ দেখ নভে ছুটেছে আবার
সূর্য্যদেবের অশ্ব
স্কন্ধের রোমে বঙ্কিম নত
ছুলিছে হৈমশস্য
ছুলিছে আঘাতি অগ্নিনয়নে
তাদের কর্ণচামর সঘনে
ডুবায়ে দিবসে সাগরসলিলে
অন্তিম রবি পশ্য। ৪২

"নাই নাই দেবি ডুবেছে সে রবি
মনে হয় নভ সুপ্ত
এমনিই হয় হ'লে সংসারে
মহতের তেজ গুপ্ত
উদয়ে যেটুকু হয়েছে প্রকাশ
অস্তে সেটুকু হয়ে যায় নাশ
বর্ণের ছটা ছায়াদের দল
কালে হয় অবলুপ্ত। ৪৩

"হোথা দিগন্তে অস্তশিখরে
তপনের তনু পুণ্য
হোমের স্তিমিত অরণির সম
পড়ে আছে প্রাণশূন্য
যে সন্ধ্যা প্রাতে পতির সমুখে
অরুণ আঁচলে এসেছিল সুখে
সিন্দূরহারা নীল নত মুখে
সে সন্ধ্যা নামে ক্ষুণ্ণ। ৪৪

রক্তে ও পীতে স্বর্ণে কপিশে
অয়ি মোর হৃদিগন্ধা
তূলি দিয়া হের মেঘেতে মেঘেতে
রচিতেছে ছবি সন্ধ্যা
চেয়ে আছ তুমি তাই বুঝি হায়
রঙে রঙ দিয়া গোধূলি রাঙায়
কুটিল তোমার কুন্তলে প্রিয়ে
মোর দিঠি হোক অন্ধা। ৪৫

"কত মায়া জানে সন্ধ্যা-রৌদ্র
দেখ মেলি দুটি চক্ষে
জাগায় সে যেন কচি কচি পাতা
সাঁঝেতে তরুর বক্ষে,
অস্ত-অচল পটভূমিকায়
সিংহের যেন কেশর নাড়ায়,
গৈরিকে ভাঙি আলোর কণিকা
ঝরায় লক্ষে লক্ষে। ৪৬

"চরণাঙ্গুলে ভর করি হোথা
দাঁড়ায়েছে ঋষিসঙ্ঘ
পুণ্যসলিলে অঞ্জলি রচি
ঋজু পবিত্র অঙ্গ
নয়ন মেলিয়া সন্ধ্যার পানে
মগন রয়েছে ব্রহ্মের ধ্যানে
লেপি দিয়া যেন আমার পরাণে
শান্তি উদাস রঙ্গ। ৪৭

"ক্ষমা কর দেবি, ক্ষণকালতরে
খুলে লও ভুজবল্লী
সাধনার তরে বসিব বিরলে
ত্যজি তব হৃদিপল্লী
মঞ্জুভাষিণী অয়ি মোর প্রিয়ে
ক্ষণকাল রহ সখীদল নিয়ে
বিনোদনিপুণা পরাক্ তাহারা
তব কেশে বনমল্লী।" ৪৮

ছুটে এল ক্রোধ ; অভিমানবতী
হানিল না উমা বাক্য
একবার শুধু পতির নয়নে
হানিলেন বিশালাক্ষ
বিজয়ারে ডাকি কহিলেন ধীরে
"কাছে বস মোর দেহটিরে ঘিরে
পথ যে প্রেমের কণ্টকময়
হলে তুমি তার সাক্ষ্য।" ৪৯

মঙ্গলময় মন্ত্রের সাথে
দিন হয়ে গেল শান্ত
সন্ধ্যার পাখী ফিরে এল নীড়ে
আকাশ কূজন-ক্লান্ত
বিধি সমাপিয়া কহিলেন হর
হাস্যে রাঙায়ে কম্প্র অধর
"বৃথা অভিমানে চিরসুন্দর
কোরোনাক হৃদি ভ্রান্ত। ৫০

"মুছে ফেল দেবি বরতনু হ'তে
রোষরাগ অনিমিত্ত
সন্ধ্যা আমারে প্রণাম করেছে
এতে ম্লান কেন চিত্ত ?
জাননাকি প্রিয়ে জাননাকি তুমি
জীবন আমার আছ তুমি চুমি
চখা আর চখি তাদেরি মতন
মোদের ধর্ম্ম লিপ্ত ? ৫১

"ব্রহ্মা একদা নিজদেহ হ'তে
পিতৃগণেরে সৃষ্টি
যেই তনুখানি ফেলে দেন দূরে
ত্রিলোকে মেলিয়া দৃষ্টি
সুন্দরী সেই তনুখানি প্রিয়ে
পূজা করে লোকে সন্ধ্যা বলিয়ে
উদয় অস্ত তাই সে তনুতে
মোর এ আদর বৃষ্টি। ৫২

"ঐ দেখ উমা নেমেছে সন্ধ্যা
চুম্বি ধরণীপ্রান্ত
ঘনায় তিমির, তাই যেন ভারে
দেহখানি তার শ্রান্ত
মনে হয় যেন ধাতুরসময়ী
একখানি নদী চলে যায় বহি
ওপারে যাহার তমালের মালা
বরণ সুনীলকান্ত। ৫৩

"পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখ প্রিয়ে
দেখ দেহে তার সর্ব্ব
রক্তের লেখা এঁকে দেওয়া ছবি
সূর্য্যাস্তের গর্ব্ব
সংগ্রামশেষে রণভূমি পরে
বঙ্কিম জাগে খড়্গ যেনরে
শোণিতমাখানো জ্বল জ্বল জ্বল
অরাতি-গর্ব্ব-খর্ব্ব। ৫৪

"দীঘলনয়নী প্রিয় মোর প্রিয়ে
দেখ সুমেরুর রঙ্গ
যামিনী-দিনের মাঝখানে রহি
মিলনে ঘটায় ভঙ্গ
দিকে দিকে দেখ মেলি দুই আঁখি
বাতাসে বাতাসে ফিরিছে একাকী
উদ্দামগতি অন্ধ তামস
নত কুঞ্চিত অঙ্গ। ৫৫

"চোখ নাহি যায় বাধে পায় পায়
একি তিমিরের বর্ম্ম
একি ঘোর নিশা হারাল কি দিশা
মোর নায়নিক ধর্ম্ম
জগতের বুঝি প্রাণী-সংহতি
গর্ভের মাঝে করিছে বসতি
জড়ায়ে রয়েছে চারিদিক যার
তিমির-জরায়ু-চর্ম্ম। ৫৬

"ঘুচে গেছে ভেদ শুদ্ধ মলিনে
চলমান আর স্থৈর্য্যে
বাঁকা আর সোজা বোঝা নাহি যায়
তিমিরের ঐশ্বর্য্যে
সমগুণ আজি সকলি দেখায়
অন্ধমলিন তমের কৃপায়
অসতের হাসি ঘুচায় যেমন
সতের শিষ্ট ধৈর্য্যে। ৫৭

"ভয় নাহি আর ভয় নাহি প্রিয়ে
দেখি তব মুখপদ্ম
নূতন আলোকে দেখেনি তোমার
রূপখানি অনবদ্য
শার্ব্বর তমে করিয়া আঘাত
উঠিছেন ঐ রজনীর নাথ
দিগঙ্গনার বয়ানে ছিটায়ে
কেতকীর রেণু সদ্য। ৫৮

"মন্দরগিরি আড়ালে রহিয়া
ক্ষণিক লুকায়ে মূর্ত্তি
তারাভরা ঐ নিশারে হেরিছে
একি গো চাঁদের স্ফূর্ত্তি
পশ্চাতে রহি শুনিতেছে কি সে
সখীদের যাহা কহিছ হরিষে ?
কর্ণে বরষি সে বচনসুধা
কর হৃদি মোর পূর্ত্তি। ৫৯

"সারাদিন ধরি পূর্ব্বাশা প্রিয়ে
শোনেনি কাহারো যুক্তি
মগন ছিল সে হেরিতে চাঁদের
তন্বী অধর-শুক্তি
সখী রজনীর বচন শুনিয়া
নিজের বিপদ ফেলেছে গুনিয়া
'দিগ্‌রহস্য' একথা জানায়ে
তাই চাঁদে দেয় মুক্তি। ৬০

আকাশের চাঁদ ছায়াটি ফেলেছে
সরসীর কালো অঙ্গে
সোনার বরণ দোলে ছায়া-চাঁদ
তরঙ্গ তরলঙ্গে
দেখে মনে হয় ঐ দুটি চাঁদে
এপারে ওপারে চখাচখি কাঁদে
আর মাঝখানে বহে চলে যায়
রজনীর নদী রঙ্গে। ৬১

ভাল কি লেগেছে প্রেয়সি আমার
জ্যোৎস্নার আলো স্নিগ্ধ
নব-জেগে-ওঠা যবাঙ্কুরের
কৌমারে অনুবিদ্ধ
যদি চাহ প্রিয়ে তবে নখে তুলি
কণা কণা করি সাজাই সেগুলি
নব কানবালা গড়েদি তোমার
মোর প্রেমরসে দিগ্ধ। ৬২

ঐ দেখ চাঁদ চুমিছে সজনি
রজনীর মুখ কান্ত
পদ্মের মত রজনীর আঁখি
মুদে আসে অতিশান্ত
ছিঃ ছিঃ দেখ প্রিয়ে শৌর্য্য চাঁদের
এ হাসির কথা শোনাই কাদের
অকরুণ করে ধরেছে প্রিয়ার
তিমির-চিকুর-প্রান্ত। ৬৩

আজিকার রাতি পার্ব্বতি মোর
করেছে আমায় মুগ্ধ
শুভ্র করেছে অর্দ্ধ আঁধার
চাঁদের আলোক-দুগ্ধ
মরি মরি ঐ আকাশেরে হেরি
মনে পড়ে যায় কথা মানসেরি
তারও জল হত চলে গেলে গজ
এমনি শুভ্র শুদ্ধ। ৬৪

জ্যোৎস্না তোমার নয়নে খেলিছে
দুলিছে চূড়ায় কর্ণে
ভরা মুখ তব হয়েছে বিভোল
প্রেমের জ্যোৎস্না বর্ণে
শুভ্র হয়েছে ঐ রাঙা চাঁদ
নির্ম্মল চিতে সাধে কিগো বাদ
কালের দোষেতে যে সব বিকার
জমে যায় মন-পর্ণে ? ৬৫

ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় চমকি চমকি
আজিকার নিশিচন্দা
গিরিতে গিরিতে ঝরায়ে আলোর
নবীন অলকানন্দা
বিধাতার কভু ভুল নাহি হয়
যার যেথা ঠাঁই তারি তাই রয়—
তাই হের প্রিয়ে জমেছে নিম্নে
অন্ধ তামসী বন্ধ্যা। ৬৬

দেখ পার্ব্বতি, গিরির বাহার—
চন্দ্রিকামণিখণ্ড
চাঁদের কিরণে দ্রব হয়ে যায়—
যেন তব দুটি গণ্ড
টুপ্‌টাপ্‌ করি সেই জল ঝরি
অকালে জাগায় ময়ূর-ময়ূরী
আছে যারা বসি গিরির সানুতে
মুঞ্জরি তরুদণ্ড। ৬৭

স্ফুরিতেছে হের চন্দ্রকিরণ—
সুন্দরি মম কান্তে
কল্পতরুর শিখরে শিখরে
ঐ দূর বনপ্রান্তে
কিরণ-তন্তু মেলি যেন শশী
হার-গাঁথা-খেলা খেলিতেছে বসি
যে হার দুলিছে কল্পতরুর
স্কন্ধের বসনান্তে। ৬৮

আলো আর কালো খেলা করে সখি
    কি মধুর লীলা রঙ্গে
সতিমিরা যেন চন্দ্রিকা নাচে
    গিরি-বন্ধুর অঙ্গে
মনে হয় দেখি ঐ গিরিভাগ
মাতাল হয়েছে যেন কোনো নাগ
চিত্রিত যার সারা দেহখানি
    ভক্তির রেখা-ভঙ্গে। ৬৯

কালের প্রাচীরে চুপে চুপে আঁকে
    আজিকার রাতি চিহ্ন;
শুধু তুমি ঐ কুমুদেরে দেখ
    হয় হোক আঁখি ক্লিন্ন
এখনও শোনেনি ভ্রমরের গান
কৈশোর তার তবু আনচান
ঐন্দবরসে পূরিয়া পরাণ
    সহসা হতেছে ভিন্ন। ৭০

নিথর চাঁদিনী নীরব যামিনী

তুমি আমি নিঃসঙ্গ

উদার ধারায় জ্যোৎস্না ঝরিছে

নাহি বাধা নাহি ভঙ্গ

হোথা কি তুলিছে কল্পশাখায় ?

অংশুক ? না, ও আলো ঝলকায় ?

ঐ দেখ ভুল ভেঙে দিয়ে সখি

পবন করিছে রঙ্গ। ৭১

তরুতল-ছাওয়া ফুলের মতন

মৃদু সুন্দর চিত্র

পাতার আড়ালে জ্যোৎস্নার কণা

ফুটে আছে সুপবিত্র

কণাফুলগুলি তুলিয়া সজনি

সাজাব কি তব চিকুর-রজনী ?

ফুল আর আলো, চিকুর তিমির

হোক তারা চির মিত্র। ৭২

"তোলো মুখ তব হের সুন্দরি
আকাশের মহানন্দ
চঞ্চলছায়া যোগতারা সাথে
মিলিতেছে সুখী চন্দ
দেখ সে কেমন ঘন লজ্জায়
কেঁপে কেঁপে উঠি তারা চমকায়
যেন নববধূ পতিরে জানায়
নব দীক্ষার ছন্দ। ৭৩

"আর কতকাল দুটি আঁখি তুলি
নেহারিবে ঐ চন্দ্রে
পেয়েছ কি তুমি শুনিতে সজনি
না-বাজা বাঁশরী মন্দ্রে
যেমন রয়েছ রহ ক্ষণকাল
দেখেনি তোমার ভরা দুটি গাল
দেখেনি সেথায় নাচিছে কেমন
চন্দ্রিকা বীতভন্দ্রে। ৭৪

"আহা ঐ দেখ আনিছেন হেথা
রক্তিম অনবদ্য
সুরভিবনের বনাধিদেবতা
কল্পতরুর মদ্য
সূর্য্যের যেন রক্তনিপীড়া
রত্নপাত্রে কাঁপিছে মদিরা
এসেছ যে তুমি তাই সে এনেছে
মধুরস তুলি সদ্য। ৭৫

"তোমার মুখে ত নিত্য রয়েছে
আর্দ্র বকুলগন্ধ
রাঙা হয়ে থাকে নিত্য তোমার
নয়ন মুকুলবন্ধ
চিনি ও চোখের হাসি আমি চিনি
বল তবু মোরে বল বিলাসিনি
নূতন আবার কি মায়া আঁকিবে
ঐ রাঙা মকরন্দ ? ৭৬

“থাক্ থাক্ তবে পানে নাহি কাজ
ডাক সখীজনে ভক্ত
মদনদীপক ঐ সুরাপানে
হোক্ তারা মদমত্ত।”
হাসিতে বাঁকিল উমার অধর
দুটি বন্ধুক ফুটিল নধর
ঢালিলেন শিব উমার মুখেতে
রক্ত মদিরা তপ্ত। ৭৭

না জানি কি ছিল সেই মধুরসে
না জানি সে কোন মন্ত্র
ঝঙ্কারি যেন উঠিল শিরায়
রতিসুবাদিনী যন্ত্র
আম্রের যেন ভাঙ্গিল স্বপন
সহকারে হল দ্রুত রূপায়ন
যদিও বিকার তবু সে মোহন
দৈবের যোগতন্ত্র। ৭৮

লজ্জার যেন খুলে গেল বাঁধ
এলায়ে পড়িল তন্বী
সে উমায় যেন চেনা নাহি যায়
এই কি প্রেমের বহ্নি
একটি নিমেষে হয়ে গেল শেষ
সরম ভরম ধরম অশেষ
সফল মদিরা জয় পরমেশ
রাঙা পায়ে তব ধন্বি। ৭৯

ঘুরে ঘুরে গেল তরল দুআঁখি
জড়াল উমার বাক্য
গণ্ডে বিন্দু স্বেদ সুকুমার
আঁকে বিকারের সাক্ষ্য
শুধু অকারণ হাসিতে হাসিতে
অধর নয়ন লাগিল ভাসিতে
চুমিল না হর—কেবল বিভোল
রহে মেলি তৃতীয়াক্ষ। ৮০

তারপরে শিব কোলে লয়ে উমা
উঠিলেন সম্মুগ্ধ
তুলিল উমার কটিতট হ'তে
কনকমেখলা ক্ষুব্ধ
মণিময় এক শিলাগেহ মাঝে
ধ্যানসম্ভৃত যেথায় বিরাজে
রতিসুখসার বিভূতি অপার
সেথা পশিলেন লুব্ধ। ৮১

সেথা ছিল রাখা শয্যা মহান
সুন্দর হেমকান্তি
হংসধবল তাহার দুকূলে
পরাণে নবীন শান্তি
শোয়াইয়া ধীরে প্রেয়সী উমারে
বসিলেন শিব শয়নের ধারে
জাগায়ে শারদ মেঘের শয়নে
রোহিণী-পতির ভ্রান্তি। ৮২

কাঁদিল অঙ্গ অঙ্গের লাগি
বেদনায় হল হৃষ্ট
ছিঁড়ে খসে গেল মেখলার মালা
নখে হৃদি হল ক্লিষ্ট
কোথায় কবরী চন্দনরাগ
যত নির্দ্দয় তত তা সোহাগ
এত ভালবাসা তবু দোঁহাকার
তৃপ্তি নিরুদ্দিষ্ট। ৮৩

তারপরে যবে দিকে পশ্চিমে
চলে গেল জ্যোতিসঙ্ঘ
ঊষার স্বর্ণ ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল
নিশার অলকভঙ্গ
বক্ষমাণিক প্রেয়সীটি বুকে
সদয় মহেশ কম্পিত সুখে
করিলেন ভোগ মধুক-মধুর
আঁখি-নিমীলন-রঙ্গ। ৮৪

ক্রমে ভোর হল ; দেবদল মিলি
গাহিলেন উষাসূক্ত
কনক-পদ্ম-আকরের সাথে
তন্দ্রারে করি লুপ্ত
কিন্নরদল উঠিল গাহিয়া
সহসা কাননে উদয় লভিয়া
কৈশিক রাগে মূর্চ্ছনা দিয়া
জাগাল শিবেরে সুপ্ত। ৮৫

শিথিল করিল ধীরে দম্পতী
মিলনে নিবিড় ছন্দ
বক্ষে বক্ষে বাহুতে বাহুতে
কঠিন মধুর বন্ধ
কমলের কলি ফোটাতে নিপুণ
মানসেতে ঢেউ তোলা যার গুণ
সে বনবাতাস সেবিল দোঁহারে
ছড়ায়ে ফুলের গন্ধ। ৮৬

প্রভাতে প্রথম নিজেরে হেরিয়া
উমা হল লাজে ভিন্ন
দুষ্ট বাতাস উড়ায় বসন !
উরুমূলে একি চিহ্ন !
যেমনি বিথারি কর অনুপম
আনিবে সে উমা বাসে সংযম
অমনি সে কর রোধে প্রিয়তম
হায় সুমধুর বিঘ্ন ! ৮৭

"জাগর-অরুণ লোচনে তোমার
কোরোনাক বাধা সৃষ্টি
আকুল অলক ও মুখে তোমার
মরুক এ মম দৃষ্টি
নাহি জানি প্রিয়ে কেন ভাল লাগে
উরসে উরুতে ও নখের দাগে
অধরেতে তব যে ব্যথাটি জাগে
মর্ম্মে মাধুরী বৃষ্টি ।" ৮৮

মদনের রীতি বোঝা নাহি যায়
কতখানি তার শক্তি
সে মধুশয়ন ত্যজিতে প্রভাতে
হলনা হরের ভক্তি
ভঙ্গিবিষম তাহার দুকূলে
রত্নমেখলা পড়ে ছিল খুলে
সে শয়ন ছিল ধরি প্রেয়সীর
চরণের অনুরক্তি। ৮৯

প্রিয়ার মুখের মধু পান করি
ফুরাত দিবস রাত্রি
শুধু তিল তিল বাড়িত হর্ষ—
—তাই সবে রসযাত্রী
বিজয়া আসিয়া নিবেদিলে হর
কথা না কহিয়া বাঁকাত অধর
ফিরে চলে যেত দ্বারদেশে হ'তে
যতেক দর্শনার্থী। ৯০

দিবস আসিয়া রাতিতে মিলায় রাত্রি মিলায় দিনে
প্রেমের পথেতে চলেনাক লোক কোনোকালে পথ চিনে
একটি নিশার মত কেটে যায় পঁচিশটি ফাল্গুন
মদনের তবু মেটেনাকো আশ বাণে ভরা থাকে তূণ
এ সুখের কভু তৃষ্ণা মেটেনি মহেশ পার্ব্বতীর
নিভাতে কি পারে বাড়ববহ্নি সারা সাগরের নীর ? ৯১

সমাপ্ত